ব্যাংক
ও
আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের
কার্যাবলী
১৯৯৬-৯৭

ব্যাংকিং বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ব্যাংক
ও
আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের
কার্যাবলী
১৯৯৬-৯৭

ব্যাংকিং বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শাহ্ এ, এম, এস, কিবরিয়া
অর্থ মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু এ সকল প্রতিষ্ঠানের পুঞ্জিভূত অনাদায়ী ঋণ এবং ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতার কারণে তাদের যথাযথ ভূমিকা তারা পালন করতে পারছে না। বর্তমান সরকার বিগত এক বছরে দেশের আর্থিক পরিমন্ডলে ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দেশে এখন একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এখন অর্থনীতির গতিশীলতা নির্ভর করছে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগে বর্তমান মুক্ত বাজার অর্থনীতির সুযোগ সুবিধার যথাযথ ব্যবহারের উপর।

২। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনাদায়ী ঋণের বোঝা কমিয়ে আনার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শেয়ার বাজারে সৃষ্ট অসন্তোষজনক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনাও সম্ভব হয়েছে। স্টক মার্কেটের সংস্কারমূলক কর্মকান্ড ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। অতীতে দেশে বিনিয়োগে যে বন্ধ্যাত্ব ছিল তা বর্তমানে অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে। ফলে শিল্পায়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে অর্থায়নের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে।

৩। ব্যাংকসমূহের সকল প্রভাবমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদগুলোকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। এছাড়া রাজনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক চাপ পরিহার করে নিজস্ব গতিতে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহে পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা নিয়ে অগ্রসর হওয়ারমত সুযোগও সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ড ছিল রাজনৈতিক ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে নির্ভরশীল। বর্তমান সরকার সে পরিবেশকে অর্গলমুক্ত করেছে। আশা করছি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ জাতীয় অর্থনীতিকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে তাদের নিজ উদ্যোগে সুষ্ঠু ব্যাংকিং নীতিমালার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হবেন।

৪। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী উন্নয়কামী দেশ সমূহে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার কার্যক্রম চলছে। বাংলাদেশেও সফলভাবে সংস্কারের প্রাথমিক কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। ব্যাংক সংস্কার কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনাদায়ী ঋণ আদায়, বিনিয়োগের পরিধি বিস্তার, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি, নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রচলিত আইনের সংশোধনসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সম্প্রতি নেয়া হয়েছে। আশা করা যায়, অচিরেই এ পদক্ষেপসমূহের সুফল দেখা যাবে।

(শাহ এ, এম, এস, কিবরিয়া)

অর্থ মন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচীপত্র

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী

একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা ১

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক ৩

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক ১৪
জনতা ব্যাংক ১৯
অগ্রণী ব্যাংক ২৩
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড ২৮

বিশেষায়িত ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ৩২
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৩৬
বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ৪০
বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ৪৩
গ্রামীণ ব্যাংক ৪৬
বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ৪৮

স্থানীয় বেসরকারী ব্যাংক

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড ৫০
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড ৫৪
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ৫৭
দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড ৬১
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ৬৪
আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড ৬৭
ইন্টারন্যাশনাল ফাইনেন্স ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ৭০
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৭৩
আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৭৭
ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড ৮০
ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ৮৩
প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ৮৬
সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড ৮৯
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড ৯০
ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাষ্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিমিটেড ৯৩

আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৯৬
সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ৯৭
আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ৯৮

বিদেশী বেসরকারী ব্যাংক

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক ৯৯
স্টান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক ১০৩
এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক পিএলসি ১০৫
হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ১০৮
ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ১১০
ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ ১১৩
ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ১১৬
মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক ১১৯
সিটি ব্যাংক এন এ ১২২
হানিল ব্যাংক ১২৪
ডাচ বাংলা ব্যাংক ১২৭

আর্থিক প্রতিষ্ঠান

সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড ১২৯
ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লীজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড ১৩১
ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড ১৩২
ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড ১৩৩
ইউ এ ই - বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড ১৩৬
ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড ১৩৭
বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনেন্স কর্পোরেশন ১৩৮
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ১৪০
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ১৪৬
চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জ ১৪৮

একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা

যে কোন দেশের অর্থনীতি ও অর্থ ব্যবস্থাপনায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশেও এর কোন ব্যাতিক্রম ঘটেনি। দেশের অর্থনীতির চাহিদা ও গতির সংগে সমন্বয় রেখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। একই সংগে প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ডের পরিধি ও বৈচিত্রও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. ১৯৯৬/৯৭ সালে ৩টি নতুন বেসরকারী ব্যাংক বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এর মধ্যে ১টি দেশী এবং অবশিষ্ট ২টি বিদেশী। নতুন ব্যাংকসহ ১৯৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪১টিতে। এর মধ্যে ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, ১৯টি বেসরকারী ব্যাংক, ১২টি বিদেশী ব্যাংক, ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত বিশেষায়িত ব্যাংক, ১টি সমবায় ব্যাংক ও ১টি গ্রামীণ ব্যাংক রয়েছে। ১৯৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংকসমূহের শাখা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৮৯৭টি যার মধ্যে শহরাঞ্চলে রয়েছে ২২৮৫টি (৩৯%) এবং অবশিষ্ট ৩৬১২টি (৬১%) গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। মোট শাখা সংখ্যার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ৩৬২০টি, বেসরকারী ব্যাংকের শাখা ১০৮১টি, বিদেশী ব্যাংকের শাখা ২৬টি এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখা ১১৭০টি। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ইসলামী ব্যাংক এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী ব্যাংকের মধ্যে ৪টি ইসলামী ব্যাংক রয়েছে। এছাড়াও একটি বেসরকারী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবসার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং চালু করেছে।

৩. ব্যাংকিং খাতের পাশাপাশি বেশ কিছু অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অর্থায়ন করে আসছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান গৃহায়নসহ শিল্প বাণিজ্যে নানাভাবে অর্থায়ন করে দেশের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের মূলধন বাজার উন্নয়ন সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে আরও বেশ কিছু অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান অচিরেই তাদের কর্মকান্ড শুরু করবে।

৪. ১৯৯৬/৯৭ সালের প্রথম নয় মাসে ব্যাংকসমূহের মোট আমানত ২২০৮৬ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৫.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪০৭৫৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে তাদের মোট ঋণের স্থিতি ২৬৯৩৪ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৭.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭৪০১৪ মিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় আমানত ও ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ২.২ ভাগ ও শতকরা ১৪.৭ ভাগ। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংকসমূহের কর্জের পরিমাণ ৪৩৯৪ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা বিগত বছরে ৭৯৮৭ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। একই সংগে এ সময়ে বাংলাদেশে ব্যাংকসমূহের নগদ জমা ৪৫৯ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পায় যা বিগত বছরের অনুরূপ সময়ে ৯১১৫ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়েছিল। এ ধারা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে আলোচ্য বছরে ব্যাংকসমূহের পরিস্থিতিতে বেশ উন্নতি ঘটেছে এবং তারা নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৫. তিনটি অগ্রাধিকার খাত যথা কৃষি, রপ্তানী ও ক্ষুদ্র শিল্প ব্যতীত সকল ধরণের ঋণের উপর আরোপিত সুদ হার ব্যাংকসমূহ নিজেরাই নির্ধারণ করে থাকে। এর ফলে বাজার নির্ধারিত প্রতিযোগিতামূলক সুদ হারে ব্যাংকসমূহ তাদের ঋণদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। কৃষি, রপ্তানী ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য যথাক্রমে ১০%-১২%, ৮%-১০% এবং ৯%-১২% পরিসীমার মধ্যে সুদ হার নির্ধারণের জন্য ব্যাংকসমূহকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। আমানতের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ী ও মেয়াদী আমানতের উপর প্রদেয় সুদহারের যে সর্বনিম্ন সীমা এযাবৎ নির্ধারিত ছিল তা ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এখন হতে ব্যাংকসমূহ যে কোন সুদহারে আমানত সংগ্রহ করতে পারবে।

৬. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও দারিদ্র বিমোচন এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষে কৃষি/পল্লী ঋণের গুরুত্ব বিবেচনায় কর্মসূচীভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম ১৯৯৬-৯৭ সালেও অব্যাহত থাকে। ব্যাংক শাখা কর্তৃক মঞ্জুরকৃত ঋণ যথাসময়ে বিতরণ এবং ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়মিতভাবে ঋণ কার্যক্রম তদারক করছে। সম্প্রতি কৃষি ঋণ আদায়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এর ফলে কৃষি ঋণে ব্যবহৃত অর্থ পুনচক্রায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৭. উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য দ্রুত শিল্পায়ন একান্ত অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক কর্মসূচীর আওতায় দীর্ঘ মেয়াদী ও চলতি মূলধন ঋণ

প্রদান করে আসছে যা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত আছে। ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রবর্তিত ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম অব্যাহত রয়েছে।

৮. ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংক ব্যবসায়ের পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীতেও ব্যাপকভাবে অংশ নিচ্ছে। এ জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ ছাড়াও বেসরকারী ব্যাংকসমূহ বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ করছে। এ সমস্ত কর্মসূচী মূলত গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট বিধায় তা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ব্যাপক সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এসব কর্মসূচীর সংগে সম্পৃক্ত করতে পারলে দেশের দারিদ্র বিমোচনে তা এক অভূতপূর্ব সাফল্য বয়ে আনবে বলে ধারণা করা যায়। ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পাশাপাশি শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠী এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলে কাঙ্খিত ফল লাভ তেমন দুরূহ নয়।

৯. ১৯৯৬/৯৭ সালেও গ্রামীণ ব্যাংক ও এনজিওসমূহ পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয় উৎসারী ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ড অব্যাহত রাখে। ১৯৯৬-৯৭ সালের প্রথম আট মাসে গ্রামীণ ব্যাংক মোট ৬৭৯২২ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ আলোচ্য অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত সময়ে এ খাতে মোট ৩৯০৬ মিলিয়ন টাকা এবং বিশেষায়িত ব্যাংক সমূহ মোট ৬৮৮২ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে।

১০. মাত্রাতিরিক্ত খেলাপী ঋণ বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের অন্যতম সমস্যা। খেলাপী ঋণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস না পেলে আগামীতে ব্যাংকিং খাত অর্থনীতিতে আশানুরূপ অবদান রাখতে সমর্থ হবে না। বর্তমান সরকার এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন। ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, সংস্কার ও সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়াও এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাংকে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। ব্যাংক কর্মীগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলে এ বিষয়ে আন্তরিক হলে সমস্যার সমাধানে আশানুরূপ অগ্রগতি হবে বলে আশা করা যায়।

১১. গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকিং খাতে নতুন নতুন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ব্যাংকসমূহকে দ্রুত কম্পিউটারায়নের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ব্যাংকের কর্মকান্ড সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকলে তা বাংলাদেশ ব্যাংককে জানানোর জন্য একটি অভিযোগ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ক্ষেত্রে তড়িৎ পদক্ষেপ নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশে আগ্রহী উদ্যোক্তা বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশীরা যারা দেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং তথ্য প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি প্রকল্প পরামর্শ সেল গঠন করা হয়েছে।

১২. ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের দ্রুত বিকাশ ঘটলেও দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি সঞ্চার করতে এদের অবদান আরও বৃদ্ধি করার অবকাশ রয়েছে। চলতি দশকের শুরুতে সংস্কার কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র উন্মোচন করা হয়। কিন্তু কর্মসূচী বাস্তবায়নে দৃঢ়তার অভাব, ব্যাংকিং খাতে আহরিত সম্পদ ব্যবহারে অদক্ষতা এবং ব্যাংকিং খাতের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের নতুন ব্যবস্থা অনুসরণে অপারগতা ইত্যাদি কারণে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভবপর হয়নি। তবে প্রতিযোগীতামূলক এবং পরিবর্তনশীল উন্মুক্ত অর্থনীতির ধারার সংগে সংগতি রেখে আর্থিক খাতের সংস্কার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আশা করা যায় যাবতীয় অদক্ষতা, দুর্বলতা ও অনিয়মের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে দেশের আর্থিক খাত আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সার্বিকভাবে প্রস্তুত হবে।

(সৈয়দ আমীর-উল-মুলক)
সচিব
ব্যাংকিং বিভাগ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

প্রধান ভবন, বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের আর্থ ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত। সরকারের ঘনিষ্ট সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য, যথা (১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন, (২) টাকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মূল্যমান স্থিতিশীলকরণ, (৩) মূল্যস্তর যুক্তিযুক্ত পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা এবং (৪) দীর্ঘ মেয়াদে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও ব্যাংকটি মুদ্রা বাজারের উন্নয়ন ও গভীরতা সাধনের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। গভর্নর সহ ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। প্রধান কার্যালয় ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকায় দু'টি এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, সিলেট, রংপুর ও বরিশালে একটি করে শাখা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯৫/৯৬ সালের স্থিতিপত্র সংযোজনী-১এ দেখানো হল।

অর্থ সরবরাহ

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ (ন্যারো মানি এম-১) ১৭৮২ মিলিয়ন টাকা (১.২%) হ্রাস পেয়ে ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ১৪২৮১২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৭৭৪৫ মিলিয়ন টাকা (৫.৯%)। আলোচ্য অর্থ বছরের এই সময়কালে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (ব্রড মানি এম-২) ২৬১৪০ মিলিয়ন টাকা (৫.৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮৩০৪৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ১২৭১৯ মিলিয়ন টাকা (৩.০%)। একই সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা ২৭৬০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১১২৭৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছিল ২৯ মিলিয়ন টাকা।

আলোচ্য বছরে অর্থের গুণক (Money Multiplier) জুন, ১৯৯৬ শেষের ৪.১৫ হতে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ১৯৯৭ শেষে ৪.২৮এ দাঁড়ায়। মুদ্রা/ আমানত অনুপাত জুন, ১৯৯৬ শেষের ০.২০৫ হতে হ্রাস পেয়ে মার্চ, ১৯৯৭ শেষে ০.১৯৯এ দাঁড়ায় এবং রিজার্ভ/আমানত অনুপাত ০.০৮০ হতে হ্রাস পেয়ে ০.০৭৭এ দাঁড়ায়।

আলোচ্য অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে ব্যাপক অর্থ সরবরাহের উপাদান সমূহের মধ্যে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা ৩৫০৪ মিলিয়ন টাকা (৪.৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪৭৩৭ মিলিয়ন টাকায়, তলবী আমানত ৫২৮৬ মিলিয়ন টাকা (৭.২%) হ্রাস পেয়ে ৬৮০৭৫ মিলিয়ন টাকায় এবং মেয়াদী আমানত ২৭৯২১ মিলিয়ন টাকা (৮.৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪০২৩২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় কালে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা ৫৩০৯ মিলিয়ন টাকা বা (৮.১%), তলবী আমানত ২৪৩৬ মিলিয়ন টাকা (৩.৭%) এবং মেয়াদী আমানত ৪৯৭৪ মিলিয়ন টাকা (১.৭%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাপক অর্থ সরবরাহের মধ্যে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগ, তলবী আমানতের পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ এবং মেয়াদী আমানতের পরিমাণ শতকরা ৭০ ভাগ এ দাঁড়ায়, যা ১৯৯৬ সালের মার্চ শেষে ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৬ ভাগ, শতকরা ১৬ ভাগ, এবং শতকরা ৬৮ ভাগ। ১ নম্বর এবং ২ নম্বর সারণীতে অর্থ সরবরাহ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দেখানো হল।

সারণী -১

অর্থ সরবরাহ

(মিলিয়ন টাকায়)

বছর/মাস	ব্যাংক বহিঃভূত মুদ্রা	তলবী আমানত	সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ	পরিবর্তন	মেয়াদী আমানত	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ	পরিবর্তন
১৯৯৫							
মার্চ	৬২৬৭৯	৬০১৫৭	১২২৮৩৬	-	২৮০৪০৩	৪০৩২৩৯	-
জুন	৬৫৬৫১	৬৬১৪৩	১৩১৭৯৪	+৮৯৫৮	২৯০৩২৯	৪২২১২৩	+১৮৮৮৪
সেপ্টেম্বর	৬৪৯৫৮	৬৪৭৪৫	১২৯৭০৩	-২০৯১	২৯৫০৬৪	৪২৪৭৬৭	+২৬৪৪
ডিসেম্বর	৬৪৫২৩	৭০৮১৯	১৩৫৩৪২	+৫৬৩৯	৩০৫৩৯৬	৪৪০৭৩৮	+১৫৯৭১
১৯৯৬							
মার্চ	৭০৯৬০	৬৮৫৭৯	১৩৯৫৩৯	+৪১৯৭	২৯৫৩০৩	৪৩৪৮৪২	-৫৮৯৬
জুন	৭১২৩৩	৭৩৩৬১	১৪৪৫৯৪	+৫০৫৫	৩১২৩১১	৪৫৬৯০৫	+২২০৬৩
সেপ্টেম্বর	৭০৯০২	৬৭৪০৬	১৩৮৩০৮	-৬২৮৬	৩২১১৩৫	৪৫৯৪৪৩	+২৫৩৮
ডিসেম্বর	৬৮১৯৫	৭৩৪৮১	১৪১৬৭৬	+৩৩৬৮	৩৪৬৩০৩	৪৮৭৯৭৯	+২৮৫৩৬
১৯৯৭							
মার্চ	৭৪৭৩৭	৬৮০৭৫	১৪২৮১২	+১১৩৬	৩৪০২৩২	৪৮৩০৪৫	-৪৯৩৪

নোট: তলবী ও মেয়াদী আমানতে ব্যাংক সমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত এবং আন্তব্যাংক লেনদেন অন্তর্ভূক্ত নয়। তলবী আমানতে বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত অন্তর্ভূক্ত।

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী -২

ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) ও এর বিভিন্ন অংশের শতকরা হার

(মিলিয়ন টাকায়)

বছর/মাস	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২)	অর্থ সরবরাহে (এম-২) ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার শতকরা হার	অর্থ সরবরাহে (এম-২) তলবী আমানতের শতকরা হার	অর্থ সরবরাহে (এম-২) মেয়াদী আমানতের শতকরা হার
১৯৯৫				
মার্চ	৪০৩২৩৯	১৫.৫৪	১৪.৯২	৬৯.৫৪
জুন	৪২২১২৩	১৫.৫৫	১৫.৬৭	৬৮.৭৮
সেপ্টেম্বর	৪২৪৭৬৭	১৫.২৯	১৫.২৪	৬৯.৪৭
ডিসেম্বর	৪৪০৭৩৮	১৪.৬৪	১৬.০৭	৬৯.২৯
১৯৯৬				
মার্চ	৪৩৪৮৪২	১৬.৩২	১৫.৭৭	৬৭.৯১
জুন	৪৫৬৯০৫	১৫.৫৯	১৬.০৬	৬৮.৩৫
সেপ্টেম্বর	৪৫৯৪৪৩	১৫.৪৩	১৪.৬৭	৬৯.৯০
ডিসেম্বর	৪৮৭৯৭৯	১৩.৯৭	১৫.০৬	৭০.৯৭
১৯৯৭				
মার্চ	৪৮৩০৪৫	১৫.৪৭	১৪.০৯	৭০.৪৩

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ হ্রাসের কারণ সমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মেয়াদী আমানতে ২৭৯২১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য পরিসম্পদে ১০৮৪৩ মিলিয়ন টাকা হ্রাস অর্থ সরবরাহে সংকোচনমূলক প্রভাব রাখে। তবে, সরকারী খাতে (রাষ্ট্রায়ত্ব খাতসহ) এবং বেসরকারী খাতে যথাক্রমে ৯৬১৫ মিলিয়ন টাকা ও ২৬৭১৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক খাতে (নীট) ৬৫৪ মিলিয়ন টাকা উদ্বৃত্ত উক্ত সংকোচনমূলক প্রভাব অনেকাংশে রোধ করে।

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণ সমূহের বিশ্লেষণ সারণী-৩ এ দেখানো হল।

সারণী -৩

অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণ সূচক উপাদান সমূহ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	জুন ১৯৯৫ হতে মার্চ ১৯৯৬	জুন ১৯৯৬ হতে মার্চ ১৯৯৭
ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	+৫৩০৯	+৩৫০৪
তলবী আমানত	+২৪৩৬	-৫২৮৬
মোট অর্থ সরবরাহের পরিবর্তন	+৭৭৪৫	-১৭৮২
কারণসূচক উপাদান সমূহঃ		
সম্প্রসারণ(+)		
সংকোচন (-)		
১। সরকারী খাত		
(রাষ্ট্রায়ত্ত খাত সহ)	-৩২৯১	+৯৬১৫
(ক) সরকারী খাত (নীট)	+২৯৩৬	+৯৫৮৫
(খ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	-৬২২৭	+৩০
২। বেসরকারী খাত	+৫২০৯৭	+২৬৭১৩
৩। মেয়াদী আমানত (বৃদ্ধি)(-)	-৪৯৭৪	-২৭৯২১
৪। বৈদেশিক খাত (নীট)	-৩০২২৭	+৬৫৪
৫। অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট)	-৫৮৬০	-১০৮৪৩
মোট	+৭৭৪৫	-১৭৮২

ব্যাংক আমানত

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে ব্যাংক সমূহের মোট আমানতের পরিমাণ (আন্তঃব্যাংক বাদে) ২২০৮৬ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৫.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে ৪৪০৭৫৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ে মোট ব্যাংক আমানতের পরিমাণ ৮৪৬৩ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ২.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য সময়কালে মোট ব্যাংক আমানতের মধ্যে মেয়াদী আমানত ২৭৯২১ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৮.৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে তলবী আমানত ৫২৮৬ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৭.২ ভাগ এবং সরকারী আমানত ৫৫৯ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১.৭ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে মেয়াদী আমানত ৪৯৭৪ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১.৭ ভাগ এবং তলবী আমানত ২৪৩৬ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৩.৭ ভাগ এবং সরকারী আমানত ১০৪৫ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৩.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারণী-৪ এ ব্যাংক আমানতের পরিমাণ দেয়া হয়েছে।

সারণী -৪

ব্যাংক আমানত

(মিলিয়ন টাকায়)

মাস/বছর	মোট আমানত	মোট আমানতের পরিবর্তন	মোট আমানতের উপর তলবী আমানতের শতকরা হার	মোট আমানতের উপর মেয়াদী আমানতের শতকরা হার
১৯৯৫				
মার্চ	৩৭৩১৮২	-	১৬.১২	৭৫.১৪
জুন	৩৯০৭৩০	+১৭৫৪৮	১৬.৯৩	৭৪.৩০
সেপ্টেম্বর	৩৯৩৮০৬	+৩০৭৬	১৬.৪৪	৭৪.৯৩
ডিসেম্বর	৪১০৭৪৭	+১৬৯৪১	১৭.২৪	৭৪.৩৫
১৯৯৬				
মার্চ	৩৯৯১৯৩	-১১৫৫৪	১৭.১৮	৭৩.৯৭
জুন	৪১৮৬৭০	+১৯৪৭৭	১৭.৫২	৭৪.৬০
সেপ্টেম্বর	৪১৮৪৩৪	-২৩৬	১৬.১১	৭৬.৭৫
ডিসেম্বর	৪৫১০৮০	+৩২৬৪৬	১৬.২৯	৭৬.৭৭
১৯৯৭				
মার্চ	৪৪০৭৫৬	-১০৩২৪	১৫.৪৪	৭৭.১৯

নোটঃ মোট আমানতে সরকারী আমানত অন্তর্ভূক্ত কিন্তু আন্তঃব্যাংক আমানত অন্তর্ভূক্ত নয়।

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংক ঋণ

তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে প্রদত্ত ঋণের স্থিতির পরিমাণ (আন্তঃব্যাংক বাদে) ২৬৯৩৪ মিলিয়ন টাকা বা ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের মার্চ

শেষে ৩৭৪০১৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ৪২৮০০ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৪.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩৪৮৭১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। আলোচ্য সময়ে (মার্চ, ১৯৯৭ পর্যন্ত) মোট ব্যাংক ঋণের মধ্যে সরকারী খাতে (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ) ৪৭২ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৭৮১ মিলিয়ন টাকা এবং বেসরকারী খাতে ২৬৪৬২ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৮.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪২২৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে সরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ হ্রাস পায় ২৫২২ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৭.৩ ভাগ এবং বেসরকারী খাতে ঋণ বৃদ্ধি পায় ৪৫৩২২ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৭.৬ ভাগ। সারণী-৫ এ খাতওয়ারী ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ও ঋণ প্রবাহের চিত্র দেখানো হয়েছে।

শহর ও পল্লী এলাকায় আমানত ও আগামের অংশ

পল্লী ও শহর এলাকার মধ্যে আমানত সংগ্রহ ও আগাম প্রবাহের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। পল্লী এলাকায় আমানত সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও আগামের প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯০ সালে যেখানে মোট আমানতে পল্লী আমানতের অংশ ছিল শতকরা ২০.৪ ভাগ তা ১৯৯৬ সালের জুন শেষে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২২.৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, উক্ত সময়ে মোট আগামে পল্লীর অংশ শতকরা ২৪.০ ভাগ হতে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ১৯.৭ ভাগে নেমে এসেছে। পল্লী ও শহর এলাকার আমানত ও আগামের বছর ভিত্তিক গতিধারা সারণী-৬ এ দেয়া হল।

সারণী -৫
(মিলিয়ন টাকায়)

ব্যাংক ঋণ*

মাস/বছর	সরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ	বেসরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ	মোট ব্যাংক ঋণ	মোট ব্যাংক ঋণের পরিবর্তন
১৯৯৫				
১৯৯৫				
মার্চ	৩৪১৬৩	২৩৭২০০	২৭১৩৬৩	-
জুন	৩৪৫৩৯	২৫৭৫৩২	২৯২০৭১	+২০৭০৮
সেপ্টেম্বর	৩৬৫৭৬	২৬৪১৪০	৩০০৭১৬	+৮৬৪৫
ডিসেম্বর	৩৪২৯০	২৮৬৯৪৭	৩২১২৩৭	+২০৫২১
১৯৯৬				
মার্চ	৩২০১৭	৩০২৮৫৪	৩৩৪৮৭১	+১৩৬৩৪
জুন	৩১৩০৯	৩১৫৭৭১	৩৪৭০৮০	+১২২০৯
সেপ্টেম্বর	৩২৮৮৫	৩১৬৮৮১	৩৪৯৭৬৬	+২৬৮৬
ডিসেম্বর	৩৩৪৫৮	৩৩৭০৪১	৩৭০৪৯৯	+২০৭৩৩
১৯৯৭				
মার্চ	৩১৭৮১	৩৪২২৩৩	৩৭৪০১৪	+৩৫১৫

* বৈদেশিক বিল এবং আন্তঃ ব্যাংক লেনদেন বাদে।

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

শেষে ৩৭৪০১৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ৪২৮০০ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৪.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩৪৮৭১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। আলোচ্য সময়ে (মার্চ, ১৯৯৭ পর্যন্ত) মোট ব্যাংক ঋণের মধ্যে সরকারী খাতে (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ) ৪৭২ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৭৮১ মিলিয়ন টাকা এবং বেসরকারী খাতে ২৬৪৬২ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৮.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪২২৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে সরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ হ্রাস পায় ২৫২২ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৭.৩ ভাগ এবং বেসরকারী খাতে ঋণ বৃদ্ধি পায় ৪৫৩২২ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৭.৬ ভাগ। সারণী-৫ এ খাতওয়ারী ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ও ঋণ প্রবাহের চিত্র দেখানো হয়েছে।

শহর ও পল্লী এলাকায় আমানত ও আগামের অংশ

পল্লী ও শহর এলাকার মধ্যে আমানত সংগ্রহ ও আগাম প্রবাহের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। পল্লী এলাকায় আমানত সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও আগামের প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯০ সালে যেখানে মোট আমানতে পল্লী আমানতের অংশ ছিল শতকরা ২০.৪ ভাগ তা ১৯৯৬ সালের জুন শেষে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২২.৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, উক্ত সময়ে মোট আগামে পল্লীর অংশ শতকরা ২৪.০ ভাগ হতে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ১৯.৭ ভাগে নেমে এসেছে। পল্লী ও শহর এলাকার আমানত ও আগামের বছর ভিত্তিক গতিধারা সারণী-৬ এ দেয়া হল।

সারণী -৫
(মিলিয়ন টাকায়)

ব্যাংক ঋণ*

মাস/বছর	সরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ	বেসরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ	মোট ব্যাংক ঋণ	মোট ব্যাংক ঋণের পরিবর্তন
১৯৯৫				
১৯৯৫				
মার্চ	৩৪১৬৩	২৩৭২০০	২৭১৩৬৩	-
জুন	৩৪৫৩৯	২৫৭৫৩২	২৯২০৭১	+২০৭০৮
সেপ্টেম্বর	৩৬৫৭৬	২৬৪১৪০	৩০০৭১৬	+৮৬৪৫
ডিসেম্বর	৩৪২৯০	২৮৬৯৪৭	৩২১২৩৭	+২০৫২১
১৯৯৬				
মার্চ	৩২০১৭	৩০২৮৫৪	৩৩৪৮৭১	+১৩৬৩৪
জুন	৩১৩০৯	৩১৫৭৭১	৩৪৭০৮০	+১২২০৯
সেপ্টেম্বর	৩২৮৮৫	৩১৬৮৮১	৩৪৯৭৬৬	+২৬৮৬
ডিসেম্বর	৩৩৪৫৮	৩৩৭০৪১	৩৭০৪৯৯	+২০৭৩৩
১৯৯৭				
মার্চ	৩১৭৮১	৩৪২২৩৩	৩৭৪০১৪	+৩৫১৫

* বৈদেশিক বিল এবং আন্তঃ ব্যাংক লেনদেন বাদে।

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী -৬

শহর ও পল্লী এলাকায় আগাম ও আমানত

শতকরা হার

বছর	আগাম		আমানত	
(জুন শেষের অবস্থা)	পল্লী	শহর	পল্লী	শহর
১৯৯০	২৪.০০	৭৬.০০	২০.৩৬	৭৯.৬৪
১৯৯১	২১.৯১	৭৮.০৯	২১.৪৫	৭৮.৫৫
১৯৯২	১৫.৯৫	৮০.০৫	২১.৫২	৭৮.৪৮
১৯৯৩	১৯.০৩	৮০.৯৭	২১.৭৬	৭৮.২৪
১৯৯৪	১৯.৮৬	৮০.১৪	২২.১১	৭৭.৮৯
১৯৯৫	১৯.৭১	৮০.২৯	২১.৯৭	৭৮.০৩
১৯৯৬	১৯.৭০	৮০.৩০	২২.৭০	৭৭.৩০

নগদ রিজার্ভ সংরক্ষণ আবশ্যকতা

তফসিলী ব্যাংক সমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ তহবিল সংরক্ষণের হার তাদের মোট দায় (তলবী ও মেয়াদী আমানত) এর শতকরা ৫ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে।

তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা

ইসলামী শরিয়ত ভিত্তিক ব্যাংক সমূহ এবং বিশেষায়িত ব্যাংক গুলো ব্যতীত ব্যাংকিং কোম্পানি সমূহ কর্তৃক সংরক্ষিতব্য তরল সম্পদ এর হার তাদের মোট দায় (তলবী ও মেয়াদী আমানত) এর ২০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ এবং সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ কর্তৃক আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের হার তাদের মোট দায়ের ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। অপরদিকে, বিশেষায়িত ব্যাংক গুলোকে তরল সম্পদ সংরক্ষণের দায় হতে প্রদত্ত অব্যাহতি আলোচ্য সময়েও বলবৎ রয়েছে।

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কাংখিত গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতি পরিচালিত হয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

১. ব্যাংক রেট ও সুদ হারের পরিবর্তন

১৯৯৬/৯৭ সালের জুলাই-মে সময়কালে ব্যাংক রেট দুইবার পরিবর্তন করে ৬.৫ ভাগ হতে ৭.৫ ভাগে নির্ধারণ করা হয়। আলচ্য সময়ে সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানতের উপর প্রদেয় সুদ হারের সর্বনিম্ন সীমা শতকরা ৬.০০ ভাগ ও ৬.৫ ভাগ হতে একবার বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৬.২৫ ভাগ ও ৬.৭৫ ভাগে নির্ধারণ করা হলেও ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ হতে আমানতের উপর সুদ হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্ব নিম্ন সীমা প্রত্যাহার করা হয়।

২. ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স স্কীম

১লা জুলাই ১৯৯৬ তারিখ হতে কার্যকর সাপেক্ষে ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স স্কীমের আওতায় বীমাকৃত আমানতের সর্বোচ্চ সীমা ৬০,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১,০০,০০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়। উক্ত স্কীমের আওতায় ব্যাংক সমূহ কর্তৃক প্রদেয় প্রিমিয়ামের হার প্রতি ১০০ টাকায় ৪ (চার) পয়সা হতে বৃদ্ধি করে ৫ (পাঁচ) পয়সায় নির্ধারণ করা হয়।

৩. "৩০ দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল" অনুমোদিত সম্পদ হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত

ব্যাংক সমূহের তরল সম্পদ নির্ণয়ে "৩০ দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল" অনুমোদিত সম্পদ হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

৪. ব্যাংক সার্ভিস খাতে আবগারী কর

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যাংক সার্ভিস খাতে ১৯৯৬/৯৭ সাল হতে নিম্ন লিখিত হারে আবগারী শুল্ক নির্ধারণ করা হয়।
- ব্যাংকের যে কোন একাউন্টে বছরের যে কোন সময়ে ব্যালান্স এর পরিমাণ (ডেবিট বা ক্রেডিট) ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার ঊর্ধে না হলে উক্ত আবগারী কর প্রদেয় হবে না।
- বছরের যে কোন সময়ে একাউন্ট প্রতি ব্যালান্স এর পরিমাণ ১০,০০১ টাকা হতে ১,০০,০০০ টাকার মধ্যে হলে আবগারী করের বার্ষিক হার হবে ১২০ (একশ বিশ) টাকা।
- বছরের যে কোন সময়ে একাউন্ট প্রতি ব্যালান্স এর পরিমাণ ১,০০,০০১ টাকা হতে ১০,০০,০০০ টাকার মধ্যে হলে আবগারী করের বার্ষিক হার হবে ২৫০ (দু'শ পঞ্চাশ) টাকা।
- বছরের যে কোন সময়ে একাউন্ট প্রতি ব্যালান্স এর পরিমাণ ১০,০০,০০১ টাকা হতে ১,০০,০০,০০০ টাকার মধ্যে হলে আবগারী করের বার্ষিক হার হবে ৫০০ (পাঁচ শ) টাকা।
- বছরের যে কোন সময়ে একাউন্ট প্রতি ব্যালান্স এর পরিমাণ ১,০০,০০,০০১ টাকা হতে ৫,০০,০০,০০০ টাকার মধ্যে হলে আবগারী করের বার্ষিক হার হবে ২৫০০ (দু' হাজার পাঁচ শ) টাকা।
- বছরের যে কোন সময়ে একাউন্ট প্রতি ব্যালান্স এর পরিমাণ ৫,০০,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে হলে আবগারী করের বার্ষিক হার হবে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা।

৫. শেয়ার/ ডিবেঞ্চারের বিপরীতে ব্যাংক ঋণ

- আলোচ্য বছরের ৩রা নভেম্বর ১৯৯৬ তারিখে শেয়ার/ডিবেঞ্চারের বিপরীতে ব্যাংক ঋণ সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়। তবে ২৮শে নভেম্বর তারিখ হতে নিম্ন বর্ণিত শর্তাধীনে তা আবার চালু করা হয়:
- কেবল মাত্র স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকা ভুক্ত Listed and quoted শেয়ার/ডিবেঞ্চার সমূহ যোগ্য জামানত হিসাবে বিবেচিত হবে।
- শেয়ার/ডিবেঞ্চার সমূহ যে কোন ঋণের বিপরীতেই জামানত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। শেয়ার/ডিবেঞ্চারের বাজার মূল্যের ৪০% পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে তবে, একজন ঋণ গ্রহীতাকে শেয়ার/ডিবেঞ্চারের বিপরীতে সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা যাবে। ঋণ সীমা নির্ধারণের জন্য বিগত ছয় মাসের বাজার মূল্যের গড় ব্যবহার করা হবে।
- সকল ক্ষেত্রে ঋণ বিতরণের পূর্বেই শেয়ার/ডিবেঞ্চারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং তা তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তরের Irrevocable authority গ্রহণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে শেয়ার/ডিবেঞ্চার স্ক্রীপ জমা গ্রহণ ছাড়াও শেয়ার/ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের কাছ থেকে Transfer deed এবং Memorandum of deposit of shares এবং অন্যান্য আবশ্যক দলিলাদি গ্রহণ করতে হবে।
- ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৬(২) ধারার বিধান অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। তদুপরি কোন ব্যাংক তার মোট দায়ের ১০% এর অধিক শেয়ার/ডিবেঞ্চারের বিপরীতে ঋণ প্রদান করতে পারবে না।
- ব্যাংক ঋণদানকারী শাখা পর্যায়ে, যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণ পূর্বক প্রতি মাসে অবশ্যই একবার জামানত হিসাবে গৃহীত শেয়ার/ ডিবেঞ্চারের বাজার দর যাচাই করে প্রদত্ত ঋণের আচ্ছাদন পর্যালোচনা করবে। যদি শেয়ার/ডিবেঞ্চারের মূল্য হ্রাস পায় সে ক্ষেত্রে ব্যাংক যথাযথ আচ্ছাদনের জন্য ঋণ গ্রহীতার নিকট প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শেয়ার/ডিবেঞ্চার দাবী করবে অথবা ঋণ সুবিধা প্রত্যাহার করবে।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুত

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ জুন, ১৯৯৬ শেষে ৮৪৯০৬ মিলিয়ন টাকা (২০৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) হতে ৭৫৭৬ মিলিয়ন টাকা (২৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) হ্রাস পেয়ে ৩১শে মার্চ ১৯৯৭ তারিখে ৭৭৩৩০ মিলিয়ন টাকায় (১৭৯৪মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। আমদানি ব্যয়ের প্রেক্ষাপটে প্রধাণতঃ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ বৃদ্ধি, ঋণ প্রাপ্তিতে স্থবিরতা এবং বৈদেশিক মুদ্রার আন্তঃপ্রবাহ হ্রাসের ফলে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের মাস ভিত্তিক পরিসংখ্যান সারণী-৭ এ দেয়া হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

সারণী -৭

মাস শেষে	রেট (মার্কিন ডলার/ বাংলাদেশ টাকা)	মিলিয়ন মার্কিন ডলারে	মিলিয়ন টাকায়
১৯৯৫			
মার্চ	৪০.১০	৩৩৪৬.০১	১৩৩৮৪০.৪০
জুন	৪০.১০	৩০৭৬.৮২	১২৩০৭২.৭০
সেপ্টেম্বর	৪০.২৫	২৬৮০.৮৩	১০৭৬৩৫.৩০
ডিসেম্বর	৪০.৭৫	২৩৬৭.৮২	৯৬২৫১.৯০
১৯৯৬			
মার্চ	৪১.০০	২২৩৪.৮৬	৯১৪০৫.৯০
জুন	৪১.৭৫	২০৩৮.৫৬	৮৪৯০৫.৯০
সেপ্টেম্বর	৪২.৪৫	১৯৭৯.০৬	৮৩৮১৩.২০
ডিসেম্বর	৪২.৪৫	১৮৬৮.১৮	৭৯১১৭.৬০
১৯৯৭			
মার্চ	৪৩.২০	১৭৯৪.১৯	৭৭৩২৯.৬০

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতি

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার মূল্যমান কয়েকবার পরিবর্তন করা হয়। দেশের রপ্তানি প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানি নিরুৎসাহিতকরণের মাধ্যমে টাকার বহির্মূল্য সংহতকরার লক্ষ্যে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর ফলে টাকা/ডলার বিনিময় হার যা জুন ১৯৯৬ শেষে ১ ডলার = ৪১.৭৫ টাকা ছিল তা মার্চ, ৯৭ শেষে ১ ডলার=৪৩.২০ টাকায় দাঁড়ায়।

১৯৯৬/৯৭ সালে বৈদেশিক মুদ্রা বিধি ব্যবস্থাদিতে পরিবর্তন সমূহ

ক. বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত জয়েন্ট স্টক কোম্পানী সমূহ প্রারম্ভিক পাবলিক ইস্যুর (Initial Public Offering) ৫% অনিবাসী বাংলাদেশী গণের অনুকূলে বরাদ্ধকরণের প্রক্রিয়া সহজকরণের জন্য অনিবাসীগণ হতে প্রাপ্ত শেয়ার সাবক্রিপশন বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর নামে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খুলে জমা গ্রহণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

খ. বর্হিগামী/অন্তর্মূখী পর্যটকদের সংগে সীমিত মাত্রায় বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়কে একমাত্র ব্যবসা হিসাবে অবলম্বনেচ্ছু ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মানি চেঞ্জার লাইসেন্স ইস্যুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

গ. অনিবাসী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রায় আমানত সংরক্ষণ উৎসাহিতকরণের নিমিত্তে মেয়াদী আমানত রূপে চিহ্নিত নয় এরূপ অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবগুলিতেও অন্যূন মার্কিন ডলার ১০০০, পাউন্ড স্টার্লিং ৫০০ বা সমতুল্য পরিমাণ অন্য বৈদেশিক মুদ্রায় স্থিতি এক মাস বা দীর্ঘতর কাল বজায় থাকলে তার উপর অনুমোদিত ডিলার বিদ্যমান ইউরো-কারেন্সী ডিপোজিট সুদ হারে সুদ প্রয়োগ করতে পারবে।

কৃষি খাতে অর্থ সংস্থান

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২১৯৬৮ মিলিয়ন টাকার ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ২২৪২০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে

মোট কর্মসূচীর মধ্যে ফসল উৎপাদনের জন্য ৯২৩১ মিলিয়ন টাকা, সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ২০৯ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য কর্মকান্ডের জন্য অবশিষ্ট ১২৫২৮ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে (মার্চ, ১৯৯৭ পর্যন্ত) ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট ১০৭৮৮ মিলিয়ন টাকার কৃষি ঋণ প্রদান করেছে যা মোট কর্মসূচীর শতকরা ৪৯ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ১০১৮০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরের মার্চ পর্যন্ত সময়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের (মার্চ, ১৯৯৭ পর্যন্ত) মোট আদায়কৃত কৃষি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১০৪১ মিলিয়ন টাকা, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ৮৮২২ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে ঋণ আদায় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্চ, ১৯৯৭ শেষে কৃষি ঋণের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৭৩৮৯০ মিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯৩৫৩ মিলিয়ন টাকায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমান পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৪৮০৭৩ মিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৫২৩৪৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৮ নম্বর সারণীতে কৃষি ঋণ কার্যক্রমের তুলনামূলক সার্বিক চিত্র এবং ৯ নম্বর সারণীতে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক চিত্র দেয়া হল।

সারণী -৮

কৃষি ঋণ কার্যক্রম

মিলিয়ন টাকায়

অর্থ বছর	কর্মসূচী*	প্রকৃত বিতরণ	আদায়	বকেয়া/স্থিতি
১৯৯৫/৯৬ মার্চ পর্যন্ত	২২৪২০	১০১৮০	৮৮২২	৭৩৮৯০
১৯৯৬/৯৭ মার্চ পর্যন্ত	২১৯৬৮	১০৭৮৮	১১০৪১	৭৯৩৫৩

*বাৎসরিক কর্মসূচী

সারণী -৯

মিলিয়ন টাকায়

ব্যাংকের নাম	কর্মসূচী (১৯৯৬/৯৭)	জুলাই ১৯৯৬ হতে মার্চ, ৯৭ পর্যন্ত	
		বিতরণ	আদায়
সোনালী	৪৪১০	১৫১৪	১২৪৮
জনতা	২৫০০	১০৪৮	৯৫২
অগ্রণী	১৩৮৮	৬৮২	৯৪৬
রূপালী	২০০	১১	৩৫
পূবালী	-	-	-
উত্তরা	-	-	-
উপমোট	৮৪৯৮	৩২৫৫	৩১৮১
বিকেবি	৯২২০	৫৫৯৩	৫৬৭২
রাকাব	২৫০০	১২৮৭	১০৬২
বিএসবিএল	১৫০	২	৭
বিআরডিবি	১৬০০	৬৫১	৮১৯
উপমোট	১৩৪৭০	৭৫৩৩	৭৮৬০
সর্বমোট	২১৯৬৮	১০৭৮৮	১১০৪১

কৃষি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূনঃ অর্থ সংস্থান

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে (জানুয়ারী '৯৭ পর্যন্ত) ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ কৃষি খাতে পূনঃ অর্থ সংস্থান হিসাবে মোট ১২১১ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ করেছে এবং পূর্ববর্তী কিস্তিসহ ১৬৮৮ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করেছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৪১৯ মিলিয়ন টাকা ও ২১২৪ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরের জানুয়ারী শেষে অর্থ সংস্থানের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ২৪৪৮০ মিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭০৭৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ স্থিতি পত্র

সংযোজনী-১

ইস্যু বিভাগ দায়

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৬		৩০শে জুন, ১৯৯৫	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোট	২৫৩৮৫		৪৬৪০৬৩৫	
প্রচলিত নোট*	৭৭১৮০১৮৬৭৪০		৭০৩০৫১৩৯০২৫	
মোট প্রচলিত নোট		৭৭১৮০২১২১২৫		৭০৩০৯৭৭৯৬৬০
মোট দায়		৭৭১৮০২১২১২৫		৭০৩০৯৭৭৯৬৬০

*বাতিলকৃত পাকিস্তানী নোট যা বাজার হতে প্রত্যাহৃত হয়েছে তদপরিবর্তে পাকিস্তান সরকার/স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান -এর উপর গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/ বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত দাবী সম্পর্কে কোন প্রতিকূলতা সৃষ্টি করবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ স্থিতি পত্র

সংযোজনী-১ (চলমান)

ইস্যু বিভাগ সম্পদ

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৬		৩০শে জুন, ১৯৯৫	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
ক) স্বর্ণ মুদ্রা ও স্বর্ণ বার	১১২৬৪৯৫০০০		১০৯৫৮৭৬০০০	
রৌপ্য বার	-		-	
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এস ডি আর	-		-	
অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা	৪০০০০০০০০০০	৪১১২৬৪৯৫০০০	৪০০০০০০০০০০	৪১০৯৫৮৭৬০০০
খ) টাকা মুদ্রা	১৭৬২৫০৮৩৪		৩৯৫৮১৮৩৬৯	
বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র**	৭৮১৬৬৩৬০৮৬		২০৪৭২৫৫০৮৬	
অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বানিজ্যিক কাগজ	২৮০৬০৮৩০২০৫	৩৬০৫৩৭১৭১২৫	২৬৭৭০৮৩০২০৫	২৯২১৩৯০৩৬৬০
মোট সম্পদ		৭৭১৮০২১২১২৫		৭০৩০৯৭৭৯৬৬০

**পাকিস্তানী নোটের পরিবর্তে বাংলাদেশী নোট ইস্যু করার জন্য সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি বিশেষ এডহক ট্রেজারী বিলও এর অন্তর্ভূক্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ স্থিতি পত্র — সংযোজনী-১ (চলমান)

ইস্যু বিভাগ দায়

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৬		৩০শে জুন, ১৯৯৫	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
পরিশোধিত মূলধন		৩০০০০০০০		৩০০০০০০০
সংরক্ষিত তহবিল		৩০০০০০০০		৩০০০০০০০
পল্লী ঋণ তহবিল		২৪০০০০০০০০		২২০০০০০০০০
শিল্প ঋণ তহবিল		৭৮৭৮৫২৪৫০		৬৩৭৮৫২৪৫০
রপ্তানী ঋণ তহবিল		৭৮০০০০০০০		৬৫০০০০০০০
কৃষি ঋণ স্থিতিকরণ তহবিল		২৪০০০০০০০০		২২০০০০০০০০
আমনতঃ				
ক) সরকার	১৩৮৬৩৯৯৯		১৩৭৪২২৪৫	
খ) ব্যাংক	২২৭৩৫৫০৭৮২০		২৬৮৭৫৯৬৮৩৭৬	
গ) অন্যান্য	৪৪৮৬০২৯৩২২৮	৬৭৬০৯৬৬৫০৪৭	৫৪১৫৩৬৪৭৪১৪	৮১০৪৩৩৫৮৩৩৫
এস ডি আর এর বরাদ্দ		৯১৭৪৩১২০৬		৯১৭৪৩১২০৬
দেয় বিল		৩০০৪৩১৬৬৫৩		৪৯৫৫৬২৬৮৭৪
অন্যান্য দায়		২২৩১৬৬১৫৬৬০		৩০৫৯৪২৭৮২১৬
মোট দায়		১০০২৭৫৮৮১০১৬		১২৩২৫৮৫৪৭০৮১

বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা মোনাজাত করছেন।

ইস্যু বিভাগ সম্পদ

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৬		৩০শে জুন, ১৯৯৫	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
নোট		২৫৩৮৫		৪৬৪০৬৩৫
টাকা মুদ্রা		২১৯		-
সম্পূরক মুদ্রা		৬৫		৩৯৯
ক্রীত ও বাট্টাকৃত বিল				
ক) অভ্যন্তরীণ	-		-	
খ) বৈদেশিক	-		-	
গ) সরকারী ট্রেজারী বিল	৮৯১০০৩৮৩	৮৯১০০৩৮৩	-	-
বাংলাদেশর বাইরে রক্ষিত স্থিতি*		৪২৬১৮৪১২৮৪২		৭৯২৮৩৫৮৭২৮৮
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এস ডি আর		৪৯২৭২৬৭৯৯		২৭০৯৩৬৫৭৬৪
সরকারের প্রদত্ত ঋণ ও আগাম		৬৪০০০০০০০		২০০০০০০০০
অন্যান্য ঋণ ও আগাম		১৪৩০২৮৪৩৪২৯		৭৪২৯৬৪৫৬৯০
বিনিয়োগ		২৩১৮৮৩৮৪৬৪০		১৫৫৪৫০২৪৮৪০
অন্যান্য সম্পদ		১৮৯৪৪৩৮৭২৫৪		১৮০৮৬২৮২৪৬৫
মোট সম্পদ		১০০২৭৫৮৮১০১৬		১২৩২৫৮৫৪৭০৮১

*নগদ টাকা ও স্বল্প মেয়াদী ঋণপত্র এর অন্তর্ভূক্ত।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক দেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। সারা দেশে ব্যাংকটির ১৩০৬টি শাখা (শহরাঞ্চলে ৪২০টি এবং গ্রামাঞ্চলে ৮৮৬টি শাখা) এবং বহির্বিশ্বে ৭টি শাখা রয়েছে যার মধ্যে ৬টি যুক্তরাজ্যে ও একটি ভারতের কলকাতায় অবস্থিত। এছাড়া, ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড নামে একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী স্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং অঙ্গনে ব্যাংকটি কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। এ কোম্পানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের অর্থ সহজে ও দ্রুত দেশে প্রেরণের আন্তর্জাতিক টাকা প্রেরক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে। একই উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের ব্রুকলীনে ১৯৯৬ সালে একটি এবং সম্প্রতি কুইনস-এ আরও একটি বুথ স্থাপন করা হয়েছে।

১৯৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সোনালী ব্যাংকের মোট অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০০ মিলিয়ন, ৩২৭২ মিলিয়ন ও ১৫০৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ৮৭৬৬ জন কর্মকর্তা ও ১৭৫৩৫ জন কর্মচারীসহ মোট জনশক্তি সংখ্যা ছিল ২৬৩০১ জন।

১৯৯৬ সালে সোনালী ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৫২৫৪ মিলিয়ন টাকা (১৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ১২৬০৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৯৪৫৫ মিলিয়ন টাকা (৯%)। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির মেয়াদী ও তলবী আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১৪৩২ মিলিয়ন টাকা (১৪%) এবং ৩৮২২ মিলিয়ন টাকা (১৪%)। ১৯৯৫ সালে মেয়াদী ও তলবী আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৩৫৩ মিলিয়ন টাকা (৫%) এবং ৬১০২ মিলিয়ন টাকা (১৮%)। ১৯৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতির পরিমাণ ১২১১৯ মিলিয়ন টাকা (১৫%) বৃদ্ধি পেয়ে ৯২৭৫৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরে যা ১২৮৯৫ মিলিয়ন টাকা (১৯%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৯৬ সালে সোনালী ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে সরকারী খাতের অংশ ছিল ২৩২০৩ মিলিয়ন টাকা (২৫%) এবং বেসরকারী খাতের অংশ ছিল ৬৯৫৫৬ মিলিয়ন টাকা (৭৫%)। ১৯৯৬ সালে সোনালী ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৮২৬৫০ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৭৫৫৯৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্স বাবদ ব্যবসার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৯৫০৫ মিলিয়ন টাকা, ২৬২৮৪ মিলিয়ন টাকা ও ১৯৮০১ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির বিনিয়োগ ১৯৯৬ সালে ১৬৩৬ মিলিয়ন টাকা (৭%) হ্রাস পেয়ে ২২৮১৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সোনালী ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী-১ এ দেয়া হল।

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি মৎস প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে কর্মরত মহিলা কর্মীরা।

সারণী - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩১শে মার্চ ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০	১০০০০	১০০০০	১০০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩২৭২	৩২৭২	৩২৭২	৩২৭২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৫০৩	১৫০৩	১৫০৩	১৫০৩
৪।	আমানত.	১১০৮৩১	১২৬০৮৫	১২৭০০১	১৩৩০০১
	১. তলবী আমানত	২৭৭৮৫	৩১৬০৭	৩২১৬১	৩৫১৬১
	২. মেয়াদী আমানত	৮৩০৪৬	৯৪৪৭৮	৯৪৮৪০	৯৭৮৪০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৮০৬৪০	৯২৭৫৯	৯৫৮০৬	৯৭০০৬
৬।	বিনিয়োগ	২৪৪৫১	২২৮১৫	২৫৩১৪	২৭০০৪
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৫৬৮৪৪	১৭৭২৩৩	১৮২৯৯৪	১৮৮৭৫৪
৮।	মোট আয়	৭৫০৫	৯১১৭	৮৩০৯	১০০৭৪
৯।	মোট ব্যয়	৬৮৮৯	৮০৬৯	৮৪১২	৯৭২২
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৮২৬৫০	৭৫৫৯৮	২০৮৭৮	৪১০০৭
	ক. রপ্তানি	২০৯৯৮	২৬২৮৪	৭০৮০	১৪০০০
	খ. আমদানি	৪১৮৭১	২৯৫০৫	৮৪০৯	১৬৮১৮
	গ. রেমিটেন্স	১৯৭৮১	১৯৮০৯	৫৩৮৯	১০১৮৯
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৬২১৮	২৬৩০১	২৬২১৩	২৬৭১০
	১. কর্মকর্তা	৮৬৬৭	৮৭৬৬	৮৬৬৪	১২২৬১
	২. কর্মচারী	১৭৫৫১	১৭৫৩৫	১৭৫৪৯	১৪৪৪৯
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩২৪	৩৫৫	৩৫৬	৩৬০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	১৩১০	১৩১৩	১৩১৭	১৩১৭
	ক. বাংলাদেশে	১৩০৩	১৩০৬	১৩০৬	১৩০৬
	খ. বিদেশে	৭	৭	৭	৭

খাত ভিত্তিক বিতরণ ও আদায়

১৯৯৬ সালে সোনালী ব্যাংক মোট ৭৪৭৬১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৬৫২৫৪ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৪৪৩৬ মিলিয়ন ও ৬১৭৬২ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৬ সালে সোনালী ব্যাংক কৃষি খাতে ২৬২৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ২৫৬৫ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৯২০ মিলিয়ন টাকা ও ১৯২৮ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯৯১৭ মিলিয়ন টাকা ও ৫৯৩৮ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২৩৭৬ মিলিয়ন টাকা ও ৫৮৩৯ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাতওয়ারী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণী-২-এ দেয়া হল।

সারণী-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫						
বিতরণ	২৯২০	৫৭০৫	৬৬৭১	১২৩৭৬	৫৯১৪০	৭৪৪৩৬
আদায়	১৯২৮	৮৩৮	৫০০১	৫৮৩৯	৫৩৯৯৫	৬১৭৬২
১৯৯৬						
বিতরণ	২৬২৯	১৮০০	৭৩১৭	৯১১৭	৬৩০১৫	৭৪৭৬১
আদায়	২৫৬৫	৮৬২	৫০৭৬	৫৯৩৮	৫৬৭৫১	৬৫২৫৪
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*						
বিতরণ	৮৩৪	৩৭৮	১৫৭৪	১৯৫২	১৭০৮৮	১৯৮৭৪
আদায়	৫০৭	২৩১	৯৩৪	১১৬৫	১৫২১০	১৬৮৮২
৩০শে জুন, ১৯৯৭**						
বিতরণ	১৬৮৪	৫০০	৩৩৫০	৩৮৫০	৩১৫৮৫	৩৭১১৯
আদায়	১০১২	৫৫০	২১৭৭	২৭২৭	২৯১৮৫	৩২৯২৪

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৬ সালে সোনালী ব্যাংক ৬৪৫ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। পূর্ববর্তী বছরে এ খাতে মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৬৬৫৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পুঞ্জীভূত মোট শিল্প ঋণের (মেয়াদী) মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ ১৮০৪৭ মিলিয়ন টাকা এবং বিভিন্ন বৈদেশিক ঋণ কর্মসূচীর আওতায় বৈদেশিক ঋণের অংশ ৬২৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৫ সালে ব্যাংকটি শিল্প খাতে চলতি মূলধন ঋণ বাবদ ৭৩১৭ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। পূর্ববর্তী বছরে এ খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ৬৬৭১ মিলিয়ন টাকা। শিল্পের আকার অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ সারণী-৩ এ দেখানো হল।

ব্যাংক ঋণে প্রতিষ্ঠিত একটি সুতা কল।

সারণী - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

মিলিয়ন টাকায়

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৪৯	৩২১২১	৩২২৭০
পরিমাণ	১০৭০৬	৮৮৭৭	১৯৫৮৩
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	৩২৭৩	৩২৭৬
পরিমাণ	১৯৫	৪৫০	৬৪৫
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৫০	৩২৪১২	৩২৫৬২
পরিমাণ	১০৮৩৭	৮৯৬১	১৯৭৯৮
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	২৯১	২৯২
পরিমাণ	১৩১	৮৪	২১৫
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	৪৯০	৫০০
পরিমাণ	৪০০	২০০	৬০০

অন্যান্য কার্যাবলী

ক) বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচী

সোনালী ব্যাংক ১৯৭৩/৭৪ সাল থেকে পল্লী এলাকায় কৃষি/পল্লী ঋণ প্রদান করে থাকে। এ খাতে ব্যাংকের বর্তমান বকেয়ার পরিমাণ ২২১৭১ মিলিয়ন টাকা, যার প্রধান অংশ কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন এবং গ্রামীণ ক্ষুদ্র চাষীদের আয় উৎসারী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ১১৪০টি ইউনিয়নে ২.২৩ মিলিয়ন ঋণ গ্রহীতা রয়েছে। পুঁজি বিনিয়োগে অসমর্থ অথচ সম্ভাবনাময় গ্রামীণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে মৎস্য চাষ এবং পোলট্রি ও ডেয়ারী খামার স্থাপনে কোন রকম সহায়ক জামানত ছাড়াই ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত (৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করণের সুযোগসহ) নিবিড় তদারকীমূলক ঋণ প্রদানের সোনালী ব্যাংকের বিশেষ কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এ কর্মসূচীর অধীনে ১২৬৩৯ জন উদ্যোক্তাদের মাঝে ৬৪৫ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৮০ শতাংশই সহায়ক জামানত ছাড়া। সুদসহ এ ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৭২ ভাগ। এ কর্মসূচীর আওতায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সকল ঋণ মঞ্জুর করে থাকেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের দুগ্ধ উৎপাদন, গরু মোটাতাজাকরণ, মহিষ পালন, পোলট্রি, মৎস্য খামার, সনাতনী ও আধা-নিবিড় চিঙড়ী চাষ, হ্যাচারী এবং ফিডমিল প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোক্তাদের ঋণ চাহিদা মিটাতে সোনালী ব্যাংক ১৯৯৩ সালে থেকে এ পর্যন্ত এ কর্মসূচীর আওতায় মোট ১১২টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের মাঝে ৭৫০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। কৃষি খাতে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা তৈরী, লালন ও উন্নয়ন করাই আলোচ্য কর্মসূচীর লক্ষ্য। সোনালী ব্যাংক ২০০টি নির্বাচিত শাখার মাধ্যমে সহায়ক জামানত ছাড়াই ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত হাজা-মজা গ্রামীণ জলাশয় ও পুকুরকে সংস্কার করে মৎস্য চাষের আওতাভূক্ত করার জন্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করে।

খ) দারিদ্র বিমোচন ঋণ কর্মসূচী

মূলতঃ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংক দারিদ্র বিমোচন ঋণ কর্মসূচী চালু করেছে। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসূচী সমূহ হচ্ছেঃ

(১) এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার ৮২টি থানায় পরিচালিত পল্লী দারিদ্র সমবায় প্রকল্প, (২) ইসি ও নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় বৃহত্তর রংপুর জেলায় পরিচালিত আরডি-৯ প্রকল্প, (৩) সরকারের জনশক্তি কর্মসংস্থান ও এশিয়ান ব্যুরোর (বিএসইটি) সহযোগিতায় পরিচালিত বিত্তহীন ঋণ প্রকল্প, (৪) স্বনির্ভর বাংলাদেশ ঋণ সহায়তায় স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী, (৫) কুড়িগ্রাম জেলায় পরিচালিত ইফাদ সাহায্যপুষ্ট প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামার পদ্ধতির মাধ্যমে শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প। বিত্তহীনদের ঋণ প্রদানের একটি কার্যকর মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী কুমিল্লা ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়ার সংগে দু'টি গবেষণা মূলক ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করছে। পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাংক এ পর্যন্ত ৪৯০৮০০ জন নারীসহ সর্বমোট ৭৩০০০০ জন বিত্তহীন-এর মাঝে ২০৫৯ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। এছাড়া, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর সহযোগিতায় সোনালী ব্যাংক ১৩০ টি থানায় মহিলা ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। ব্যাংক এ খাতে এ পর্যন্ত ৪৭১ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে যার বিপরীতে গড় আদায়ের হার প্রায় ৯১%। কর্মসূচীটি সমবায় কাঠামোর ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। ৩১৬৪টি প্রাথমিক সমিতির (এমএসএস) প্রায় ১৫৭০৩২ জন মহিলা সদস্য এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ সুবিধা পেয়েছে। বিশেষ কর্মসূচীসহ খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণী-৪-এ দেয়া হল।

সারণী - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ				
	(১) শস্য	১০৮১৬	১২০০৮	১২২১৬	১২৬২০
	(২) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭২৮২	৭৫৮২	৭৮৯৬	৭৯৫০
২।	শিল্পঃ				
	(১) বৃহৎ ও মাঝারী	২১৩৬৫	২৫৯৫৫	১৬৬৪৩	২৭৫১৮
	(২) ক্ষুদ্র ও কুটির	৯৭০৪	৯৮২৫	৯৯৫০	১০২৪৮
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৬৯৫০	৭৭০৬	৭৭৫২	৭৮৭৭
৪।	বীমা, রিয়াল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২০৫৭	২৫০২	২৬৩৫	২৭০৫
৩।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৬০	১৬৫	১৬৭	১৭০
৪।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ				
	(১) দারিদ্র বিমোচন	১০৬৪	১২৪৬	৯০৪	৯০৮
	(২) অন্যান্য	৪২২	৪৪৪	৪৪০	৪৫০
৫।	অন্যান্য	২০৮২০	২৫৩২৬	৩৭২০৩	২৬৫৬০
	সর্বমোট	৮০৬৪০	৯২৭৫৯	৯৫৮০৬	৯৭০০৬

জনতা ব্যাংক

জনতা ব্যাংক দেশের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০০ মিলিয়ন টাকা, ২৫৯৪ মিলিয়ন টাকা ও ১৩৪ মিলিয়ন টাকা। বিদেশে ৪টি শাখাসহ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৮৯৭টি। বিদেশী শাখাসমূহ সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবী, দুবাই, শারজাহ ও আল-আইনে অবস্থিত। ১৯৯৬ সালের শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৩৫১ জন যার মধ্যে ৭৭৯০ জন কর্মকর্তা।

১৯৯৬ সালে জনতা ব্যাংকের আমানত ১০১৩৪ মিলিয়ন টাকা (১৫%) বৃদ্ধি পেয়ে ৭৬৩৬৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৫ সালে ৩৭২৫ মিলিয়ন টাকা (৬%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য বছরে মোট আমানতের মধ্যে তলবী ও মেয়াদী আমানত বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৩৭৭ মিলিয়ন (২%) ও ৯৭৫৭ মিলিয়ন (২০%) টাকা। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটির ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৭১৯৯ মিলিয়ন টাকা (১৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩১৫৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৫ সালে ঋণের স্থিতি ২৮৬৬ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ৭৬৩ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৯৭৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জনতা ব্যাংক ১৯৯৬ সালে মোট ৬৫৭৫১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা পরিচালনা করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৫৯১১৬ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বৈদেশিক মুদ্রার মোট ব্যবসার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৭৮৬০ মিলিয়ন টাকা, ২০৫৬৬ মিলিয়ন টাকা ও ৭৩২৫ মিলিয়ন টাকা। জনতা ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী-১ এ দেয়া হল।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণী - ১
মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩১শে মার্চ ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০০	৮০০০	৮০০০	৮০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫৯৪	২৫৯৪	২৫৯৪	২৫৯৪
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৩৪	১৩৪	১৩৪	১৩৪
৪।	আমানত	৬৬২৩৪	৭৬৩৬৮	৭৬১১৭	৮০০০০
	১। তলবী আমানত	১৬৪৮৩	১৬৮৬০	১৫৭৩০	১৬১০০
	২। মেয়াদী আমানত	৪৯৭৫১	৫৯৫০৮	৬০৩৮৭	৬৩৯০০
৫।	অগ্রিম	৪৫৯৬০	৫৩১৫৯	৪৯৩৫৮	৫৩০০০
৬।	বিনিয়োগ	১৫২১৬	১৫৯৭৯	১৫১৩৩	১৫২০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭২১৪০	৮৩৫২৯	৮৩৫৭৫	৮৭৫০০
৮।	মোট আয়	৫২৮৩	৬২৩২	১৫৩০	৩৩১৫
৯।	মোট ব্যয়	৪৫১৩	৫২৮৫	১৪৩০	২৮৭৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৫৯১১৬	৬৫৭৫১	৩৫৪১৫	৫৩৫৬০
	ক) রপ্তানি	১৯১৪০	২০৫৬৬	৫২৫০	১০৭৫০
	খ) আমদানি	৩৪৭৮৬	৩৭৮৬০	৭৭১৮	১৭০০০
	গ) রেমিটেন্স	৫১৯০	৭৩২৫	২১৩৭	৬০০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭৬২০	১৭৩৫১	১৭২৮১	১৭০৭১
	১। কর্মকর্তা	৬৪৮৬	৭৭৯০	৭৭৫৬	৭৭১৬
	২। কর্মচারী	১১১৩৪	৯৫৬১	৯৫২৫	৯৩৫৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৮২০	৮৪০	৮৪০	৮৪৫
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭
	ক) বাংলাদেশে	৮৯৩	৮৯৩	৮৯৩	৮৯৩
	খ) বিদেশে	৪	৪	৪	৪

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৬ সালে জনতা ব্যাংক ১৫৭০২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৮৫০৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫৪৬৮ মিলিয়ন ও ৯৬৯১ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে কৃষি ও শিল্প খাতে যথাক্রমে ১৩৭৫ মিলিয়ন টাকা এবং ৫৮০৭ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪১৪ মিলিয়ন টাকা ও ১৩৬০৪ মিলিয়ন টাকা। জনতা ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণী-২-এ দেয়া হল।

ব্যাংক ঋণে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সুতা কল।

সারণী-২

ঋণ বিতরণ ও আদায় (মিলিয়ন টাকায়)

		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫							
	বিতরণ	১৪১৪	৮৫০	১২৭৫৪	১৩৬০৪	৪৫০	১৫৪৬৮
	আদায়	১০৯৮	১৩৩	৮৪০০	৮৫৩৩	৬০	৯৬৯১
১৯৯৬							
	বিতরণ	১৩৭৫	৯	৫৭৯৮	৫৮০৭	৮৫২০	১৫৭০২
	আদায়	১২৮০	৪	৫০২২	৫০২৬	২১৯৭	৮৫০২
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*							
	বিতরণ	৫৫১	-	২৮২৫	২৮২৫	৮০৩	৪১৭৯
	আদায়	৩০১	-	২৫০২	২৫০২	৬৯৬	৩৪৯৯
৩০শে জুন, ১৯৯৭**							
	বিতরণ	১০০০	৫	৩০০০	৩০০৫	১০০০	৫০০৫
	আদায়	৫৫০	৪	২৬৪০	২৬৪৪	৪৪০	৩৬৩৪

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৬ সালে জনতা ব্যাংক ৩২টি শিল্প প্রকল্পের জন্য মোট ৪৪৭ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ব্যাংকটির ক্রমপুঞ্জীভূত শিল্প মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭১৮০ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে ৫২১৩ মিলিয়ন টাকা (৭৩%) মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প খাতে। জনতা ব্যাংকের শিল্প ঋণের আকার ভিত্তিক অবস্থা সারণী-৩ এ দেয়া হল।

সারণী - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

মিলিয়ন টাকায়

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৮	৪৬২৫	৪৬৮৩
পরিমাণ	৫২১৩	১৯৬৭	৭১৮০
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	২৯	৩২
পরিমাণ	১০৪	৩৪৩	৪৪৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৯	৪৬২৫	৪৬৮৬
পরিমাণ	৫২৭৫	১৯৭৪	৭২৪৮
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	২	৩
পরিমাণ	৬২	৭	৬৯
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১২	১৮	৩০
পরিমাণ	৬১৫	৬০	৬৭৫

দারিদ্র বিমোচন/পল্লী ঋণ কর্মসূচী

জনতা ব্যাংক দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগে ও দেশী বিদেশী সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত ঋণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে আসছে। এ সকল কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এ ঋণ ব্যক্তি ও গ্রুপের মাধ্যমে কোন জামানত ছাড়াই বিতরণ করা হয়। ঋণের সীমা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৫০০০ টাকা এবং ৫ হতে ২০ সদস্যের গ্রুপের ক্ষেত্রে দুই লক্ষ টাকা। দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত ঋণ কর্মসুচীগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি অন্যতমঃ

ক) ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষক উন্নয়ন প্রকল্প,
খ) স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী,
গ) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামার পদ্ধতিতে শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প,
ঘ) রুরাল পুওর প্রোগ্রাম (আরপিপি),
ঙ) বহুমুখী ঋণ কর্মসূচী ।

দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে এ সব প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ২ লাখ ৮ হাজার জন ঋণ গ্রহিতাকে মোট ৮৭০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ কর্মসূচীগুলির মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ মহিলার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকের ৬৪৭টি শাখা দেশের ৭২১টি ইউনিয়নে পল্লী ঋণ কার্যক্রমের সংগে জড়িত রয়েছে। ১৯৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ জনতা ব্যাংকের মোট পল্লী ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫৭৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এর পরিমাণ ছিল ৫৪৩৫ মিলিয়ন টাকা । এ স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৭ সালের ৩০শে জুন তারিখে প্রায় ৪১৪৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। দারিদ্র বিমোচন ও বিশেষ ঋণসহ ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণী-৪ এ দেয়া হল।

সারণী - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ	২৩৬১	২৫৭৩	২৭০৬	২৭৩৫
	(১)	শস্য	১৯১১	২১২৩	২০৩০	২০৪০
	(২)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪৫০	৪৫০	৬৭৬	৬৯৫
২।		শিল্পঃ	৩৮৯৬৩	৭১৮০	৭২৪৮	৭৯২৩
	(১)	বৃহৎ ও মাঝারী	৩৭৩৯৭	৫২১৩	৫২৭৪	৫৮৮৯
	(২)	ক্ষুদ্র ও কুটির	১৫৬৬	১৯৬৭	১৯৭৪	২০৩৪
৩।		পাইকারী/ খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা	১৩৭২	১৬৫০	১২৮০	১৬১০
৪।		বীমা, রিয়াল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৯৫০	১০৫০	৮৫০	১২১০
৫।		পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৫৫	১৩	৪	১০
৬।		বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	১৫০৮	৭৮১	১০০৯	১১২০
	(১)	দারিদ্র বিমোচন	৪৭৯	৫৮০	৮০৮	৯০০
	(২)	অন্যান্য	১০২৯	২০১	২০১	২২০
৭।		অন্যান্য	৪৫০	৩৯৯১২	৪২৭৮	১৪৮৯৭
		সর্বমোট	৪৫৯৬০	৫৩১৫৯	১৭৩৭৫	২৯৫০৫

একটি আধুনিক গারমেন্টস শিল্প।

অগ্রণী ব্যাংক

অগ্রণী ব্যাংক দেশের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে অগ্রণী ব্যাংকের অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০০ মিলিয়ন টাকায় ও ২৪৮৪ মিলিয়ন টাকায়। রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ৩০৯ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০৩টিতে যার মধ্যে ৬৬০টি বা শতকরা ৭৩ ভাগ পল্লী এলাকায় অবস্থিত। ব্যাংকটির মোট জনবলের সংখ্যা হচ্ছে ১৩৬৪১ জন যার মধ্যে ৬৮৯০ জন কর্মকর্তা। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ছাড়াও ১৯৯৬ সালে ৪৫টি কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে মোট ১২১১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৯৯৬ সালে অগ্রণী ব্যাংকের আমানত শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯৪৬৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরে বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ২১ ভাগ। এর মধ্যে তলবী আমানত হ্রাস পায় ১২২২ মিলিয়ন টাকা কিন্তু মেয়াদী আমানত বৃদ্ধি পায় ৪৫৩৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস ব্যাংকটির আমানত ১৯৬৩ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পায়। আলোচ্য ১৯৯৬ বছরের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৩৯৭৬ মিলিয়ন টাকা (৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭৬৭৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৯৩৫৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ঋণের স্থিতি ৫৭৪৬৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৩১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪০২৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে অগ্রণী ব্যাংক মোট ৮৬১৮৫ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমান ছিল যথাক্রমে ২৯৪৮২ মিলিয়ন টাকা, ৩৫১০৩ মিলিয়ন টাকা ও ২১৬০০ মিলিয়ন টাকা। অগ্রণী ব্যাংকের কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য ১ নম্বর সারণীতে দেয়া হল।

সারণী -১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩১ শে মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০০	৮০০০	৮০০০	৮০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৪৮৪	২৪৮৪	২৪৮৪	২৪৮৪
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩০৮	৩০৯	৩০৯	৩০৯
৪।	আমানত	৬৬১৫২	৬৯৪৬৯	৬৭৫০৬	৭০৪৭৮
১।	তলবী আমানত	১৫৪৬১	১৪২৩৯	১৩৮৯৫	১৪৫০৪
২।	মেয়াদী আমানত	৫০৬৯১	৫৫২৩০	৫৩৬১১	৫৫৯৭৪
৫।	অগ্রিম	৫৩৬৯৮	৫৭৬৭৪	৫৭৪৬৫	৫৯৩০০
৬।	বিনিয়োগ	১৩৭১২	১৪০২৩	১৪০৩১	১৪৫০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭৪২০৮	৭৫৭৩৯	৭৬১১৮	৭৬৪৯৬
৮।	মোট আয়	৫৩১৯	৬২৪২	১৮৩৫	৩৬৭০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৯৬৭৪৮	৮৬১৮৫	২২১২২	৪৭৪০০
	ক) রপ্তানি	৩৫৯০০	৩৫১০৩	৭৯০১	১৯৩০৫
	খ) আমদানি	৪০৫৮৪	২৯৪৮২	৮২৩৫	১৬২১৫
	গ) রেমিটেন্স	২০২৬৪	২১৬০০	৫৯৮৬	১১৮৮০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)				
	১। কর্মকর্তা	৫৩৩৭	৬৮৯০	৬৮৬০	৬৮৫৭
	২। কর্মচারী	৮৪১৯	৬৭৫১	৬৭৪৪	৭৬৩৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৯৭৬	৯৭৮	৯৭৮	৯৮০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৯০৩	৯০৩	৯০৩	৯০৩

৩—

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৬ সালে অগ্রণী ব্যাংক মোট ৩০৭৭৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ২৪০০৯ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ছিল ৫৬৭ মিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ, ২১১০০ মিলিয়ন টাকা শিল্প ঋণ ও ৯১১১ মিলিয়ন টাকা অন্যান্য ঋণ। এর বিপরীতে উক্ত খাতসমূহে ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৭৩ মিলিয়ন টাকা, ১৯৩৯০ মিলিয়ন টাকা ও ৪১৪৬ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের খাতওয়ারী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলণামূলক চিত্র সারণী-২-এ দেয়া হল।

সারণী-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ		মোট	অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন			
১৯৯৫						
বিতরণ	৫০০	৩৭৭২	১০৪০৬	১৪১৭৮	৯৮৫২	২৪৫৩০
আদায়	৩৫৪	২৬৩০	৫৬৫৫	৮২৮৫	১৩৪৭৪	২২১১৩
১৯৯৬						
বিতরণ	৫৬৭	৩০৪৭	১৮০৫৩	২১১০০	৯১১১	৩০৭৭৮
আদায়	৪৭৩	২১৯৩	১৭১৯৭	১৯৩৯০	৪১৪৬	২৪০০৯
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*						
বিতরণ	২৪৩	৩১৭	৫৬১	৮৭৮	১২১৩	২৩৩৪
আদায়	২৪২	২৬৫	৪৮৬	৭৫১	১৮৮৯	২৮৮২
৩০শে জুন, ১৯৯৭**						
বিতরণ	৪২৯	৩৭০	৪৫২	৮২২	২০৯১	৩৩৪২
আদায়	৩৪২	৩৩১	১৫০০	১৮৩১	৫১৮১	৭৩৫৪

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৬ সালে অগ্রণী ব্যাংক ৪৩১টি প্রকল্পের জন্য মোট ১১৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে যার মধ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ১০০ মিলিয়ন টাকা এবং বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের জন্য ১৬ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করা হয়। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পুঞ্জীভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৮৬৮ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১০৩৭৫ মিলিয়ন টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ৪৯৩ মিলিয়ন টাকা। শিল্প খাতে অগ্রণী ব্যাংকের মঞ্জুরীকৃত ঋণের মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প খাতে ৬০৩০ মিলিয়ন টাকা এবং ৪৮৩৮মিলিয়ন টাকা দেয়া হয়েছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে। শিল্পের আকার ভিত্তিক অগ্রণী ব্যাংকের ঋণ মঞ্জুরী সারণী-৩ এ দেয়া হল।

সারণী - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

মিলিয়ন টাকায়

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৯৫	৩৫৭১	৩৬৬৬
পরিমাণ	৬০৩০	৪৮৩৮	১০৮৬৮
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	৪৩০	৪৩১
পরিমাণ	১৬	১০০	১১৬
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৯৫	৩৫৮৬	৩৬৮১
পরিমাণ	৬০৩০	৪৮৫২	১০৮৮২
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	১৫	১৫
পরিমাণ	-	১৪	১৪
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৩০	৩০
পরিমাণ	-	৪০	৪০

বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

দেশের বাড়তি জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের বেকারত্ব দূর করা, আর্থিক অবস্থার তথা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং সর্বোপরি তাদেরকে উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করাই অগ্রণী ব্যাংকের এসব কর্মসূচীর মূল লক্ষ। এ লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংকের গৃহীত কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচী হচ্ছে ঃ

ক. কৃষি ও পল্লী ঋণ ঃ

১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি কৃষি ও পল্লী ঋণ বাবদ ১১১৫ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে এবং ১০৫৪ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২৩৯ মিলিয়ন ও ৯১৬ মিলিয়ন টাকা।

খ. উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান প্রকল্প (পিইপি)ঃ

দরিদ্র জনগনের সঞ্চয় ও ঋণ প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে বিভিন্ন আয় বর্ধক কর্মকান্ডে এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ দেয়া হয়। কর্মসূচীর প্রকল্প এলাকা হলোঃ ফরিদপুর, রাজবাড়ি, মাদারীপুর গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় ২৫টি থানা। ঋণ প্রকল্পটি সিডা ও নোরাডের আর্থিক সাহায্য ও বিআরডিবির সহযোগিতায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির আওতায় ১৪৩২৪৭ জন ঋণ গ্রহীতাকে ৬৬৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬৬৪ মিলিয়ন টাকা আদায় হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৯৯.৭ ভাগ।

গ. দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (দাবিক)ঃ

বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, জীবন যাত্রার সার্বিক মান উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ এবং পাশাপাশি গণশিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে, বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ড, কুটির শিল্প, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি কার্যক্রমে ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে এ কর্মসূচীর আওতায়

ঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসুচীর আওতায় ১৩৬২৩ জনকে ৫৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায় হয়েছে ৫১ মিলিয়ন টাকা ও আদায়ের হার শতকরা ৮৮ ভাগ।

ঘ) চাকুরীর জন্য বিদেশে গমনেচ্ছু বেকার যুবকদের অগ্রিম প্রদান কর্মসূচীঃ

দেশের বেকার যুবকদের বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাংক নিজস্ব উৎস হতে এ কর্মসুচীর আওতায় ঋণ দিয়ে থাকে। সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ০.১০ মিলিয়ন টাকা। সমগ্র বাংলাদেশে এ কর্মসূচীর আওতায় ৮৬৮ জনকে ৩৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ. ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্প (এসইডিপি)ঃ

নোরাডের সহায়তায় এ প্রকল্পের আওতায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায় ক্ষুদ্র আকারের প্রকল্প স্থাপন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মে, ৯৫ হতে এ ঋণ প্রদান শুরু হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ৪৩৩৪ জনকে ৮৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং আদায়ের হার শতকরা ৯০ ভাগ।

চ. মহিলাদের জন্য ঋণ কর্মসূচীঃ

দেশের মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে ১৯৯৩ সালে ব্যাংক এ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ কর্মসুচীর আওতায় নকশী কাঁথা, বাটিক প্রিন্ট, টেইলারিং, শাড়ীর দোকান, ইত্যাদি উদ্যোগের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচীর আওতায় ১০১জন মহিলাকে ৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং আদায় হয়েছে ৩ মিলিয়ন টাকা। আদায়ের হার শতকরা ৮০ ভাগ।

ছ. দারিদ্র বিমোচনে বেসরকারী সংস্থাকে ঋণ প্রদানঃ

অগ্রণী ব্যাংক দেশের বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)কে ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমেও দেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। ব্যাংকটি এ পর্যন্ত "আশা"-র অনুকূলে ১০ মিলিয়ন টাকা এবং রংপুরস্থ গ্রামীণ সমাজ কেন্দ্র-এর অনুকূলে ৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে।

জ. নেত্রকোণা সমন্বিত কৃষি উৎপাদন ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পঃ

নেত্রকোণা জেলার ১০টি থানার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ক্রমান্বয়ে ভূমিহীন হওয়ার প্রবণতা রোধ করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে চলতি বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ২০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় আগামী পাঁচ বছরে সর্বমোট ১০০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হবে।

ঝ. পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প (ইফাদ)ঃ

প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে তাদের দারিদ্র বিমোচন করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় শুরু থেকে পরবর্তী ৫ বছরে প্রকল্পটির আওতায় ৬০০ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হবে যার শতকরা ৮০ ভাগ ইফাদ এবং ২০ ভাগ অগ্রণী ব্যাংক প্রদান করবে। ডিসেম্বর, ১৯৯৬ পর্যন্ত ২০৭ জনকে ১৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণী-৪-এ দেয়া হল।

একটি আধুনিক জুতা তৈরীর কারখানা।

একটি আধুনিক ঔষধ শিল্প।

সারণী - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক	খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	৩১ শে মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ				
	(১) শস্য	১৬৪৭	১৭৯৫	১৮২৪	২২২৪
	(২) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩৫৫	৩৯৩	৪৯৮	৫৭৬
২।	শিল্পঃ				
	(১) বৃহৎ ও মাঝারী	১৯৮৪৫	২৪১৭১	২২৮১৭	২৩২৩৩
	(২) ক্ষুদ্র ও কুটির	৪০৭২	৩৯৫২	৪০৬৫	৪২৪৭
৩।	পাইকারী ও খুচরা বানিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	১১১৬০	১৩৫৬৮	১২৮৭৮	১৩০০০
৪।	বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	৩৮৪৯	৪৪০৫	৪৩৯৭	৪৫০০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৪২৪	৬৮৪	৬৯২	৮৬৪
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ				
	(১) দারিদ্র বিমোচন	১৭	১৮	২১	২৫
	(২) অন্যান্য	৩৬২	৫৬৮	৩২১	৪২২
৭।	অন্যান্য	১০৯৬৭	৮১২০	৯৯৫২	১০২০৯
	সর্বমোট	৫৩৬৯৮	৫৭৬৭৪	৫৭৪৬৫	৫৯৩০০

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

১৯৮৬ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রূপালী ব্যাংককে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে রূপালী ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭০০০ মিলিয়ন টাকা ও ১২৫০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৪ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনে সরকারী শেয়ারের পরিমাণ শতকরা ৯৪.৫৫ ভাগ এবং বেসরকারী শেয়ার এর পরিমাণ ৫.৪৫ ভাগ। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা পাকিস্তানের করাচীতে ১টি বিদেশী শাখাসহ মোট ৫১৮টি তে দাঁড়ায়, যার মধ্যে ২৫০টি শাখা পৌর এলাকাধীন এবং বাকী ২৬৭টি পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত। ১৯৯৬ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট জনসম্পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬১৭৯ জন যার মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ২৭৭৩ এবং কর্মচারীর সংখ্যা ৩৪০৬ জন।

১৯৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২৯৩৬ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৫ সালের তুলনায় ৫৪৪৯ মিলিয়ন টাকা (২০%) বেশী। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ৩২১৪৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ঋণের স্থিতির পরিমাণ গত বছরের চেয়ে ২৬৫৩ মিলিয়ন টাকা (১৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৫১৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৩১শে মার্চ '৯৭ তারিখে মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ২৩৩৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৫১৪ মিলিয়ন টাকা (৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪২৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ১৭৬৫৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১৮৮১৮ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ের মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২৩১২ মিলিয়ন টাকা, ৩৯৭৪ মিলিয়ন টাকা ও ১৩৭০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩১শে মার্চ ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৭০০০	৭০০০	৭০০০	৭০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১২৫০	১২৫০	১২৫০	১২৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬৫	১৪৪	১৪৪	১৪৪
৪।	আমানত	২৭৪৮৭	৩২৯৩৬	৩২১৪৯	৩৫৩৬৪
	১। তলবী আমানত	৫৯৪৫	৬১৪১	৫৭৯১	৬৩৭১
	২। মেয়াদী আমানত	২১৫৪২	২৬৭৯৫	২৬৩৫৮	২৮৯৯৪
৫।	অগ্রিম**	২০৮৫৫	২৩৫১৪	২৩৩৯০	২৪০৮৫
৬।	বিনিয়োগ	৭৯১২	৮৪২৬	৮৩৬৬	৮৫০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৯২৭৫	৪৪৩৬৫	৪৩৫০১	৪৫০০১
৮।	মোট আয়	২২৮৬	২৭৩১	৮৭০	১৭৩৯
৯।	মোট ব্যয়	১৮৯০	২৩৬০	৭১০	১৪১৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৮৮১৮	১৭৬৫৬	৪৬৬৯	১২৬২৫
	ক) রপ্তানি	৩২৫৯	৩৯৭৪	১১৪৩	২৬২৫
	খ) আমদানি	১৪৪২৬	১২৩১২	৩২৬৬	৯০০০
	গ) রেমিটেন্স	১১৩৩	১৩৭০	২৬০	১০০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬১৭৬	৬১৭৯	৬১২৬	৬১২৬
	১। কর্মকর্তা*	২৮৫৪	২৭৭৩	২৭৫৩	৩৪৯৪*
	২। কর্মচারী	৩৩২২	৩৪০৬	৩৩৭৩	২৬৩২*
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৬৮	১৬০	১৬০	১৬১
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৫১৮	৫১৮	৫১৮	৫১৮
	ক) বাংলাদেশ	৫১৭	৫১৭	৫১৭	৫১৭
	খ) বিদেশে	১	১	১	১

* সম্ভাব্য পদোন্নতি সাপেক্ষে ** মুলতবী হিসাবে রক্ষিত সুদ সহ।

খাত ভিত্তিক বিতরণ ও আদায়

১৯৯৬ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ৬২৬৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ১৩৩৬ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯৮৭০ মিলিয়ন টাকা ও ১০৪৩ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটির কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৫৬ মিলিয়ন টাকা। একই সময়ে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৭৮৬ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৯৬৬০ মিলিয়ন টাকা। রূপালী ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণী-২ এ দেয়া হল।

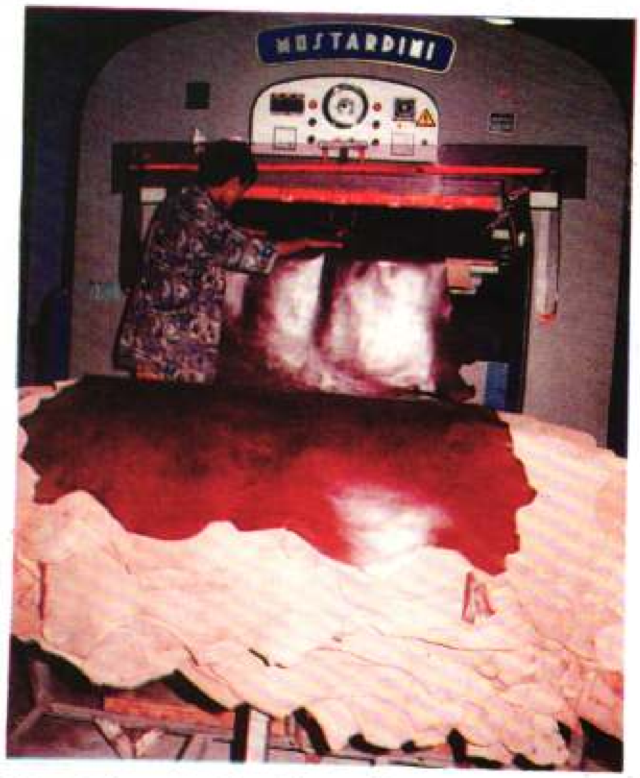

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে উঠা একটি চামড়া শিল্প।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণী-২
(মিলিয়ন টাকায়)

	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ		মোট	অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন			
১৯৯৫						
বিতরণ	৫৬	১০৬৯	৮৫৯১	৯৬৬০	১৫৪	৯৮৭০
আদায়	৫৫	১০৬	৮৬২	৯৬৮	২০	১০৪৩
১৯৯৬						
বিতরণ	৪৮	৭৫৪	৫০৩২	৫৭৮৬	৪৩৩	৬২৬৭
আদায়	৪৮	১৭	১৩১	১৪৮	১১৪০	১৩৩৬
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*						
বিতরণ	৩২	৬৪৬	১৩০১	১৯৪৭	-	১৯৭৯
আদায়	৬	৫	৩৪	৩৯	৩০	৭৫
৩০শে জুন, ১৯৯৭**						
বিতরণ	৩০	৬৪৪	১৫৪২	২১৮৬	২২	২২৩৮
আদায়	৩৫	১২০	১৫০	২৭০	১২০০	১৫০৫

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

১৯৯৬ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড ১২৫টি প্রকল্পের জন্য মোট ৩৮৭১ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকের পুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ১৪৪৯টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৫৩৩৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী আকারের জন্য ১৩৯৭৪ মিলিয়ন টাকা (৯১%) এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ১৩৬৫ মিলিয়ন টাকা (৯%) মঞ্জুর করা হয়। ব্যাংকটির আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণী-৩ এ দেয়া হল।

সারণী - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ (মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৩২	৮১৭	১৪৪৯
পরিমাণ	১৩৯৭৪	১৩৬৫	১৫৩৩৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১১০	১৫	১২৫
পরিমাণ	৩৮০৭	৬৪	৩৮৭১
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৭৪৪	১৫৯	৯০৩
পরিমাণ	১৭৪৫০	১৩৮০	১৮৮৩০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	৩	১১
পরিমাণ	৩২০	২১	৩৪১
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩০	৪	৩৪
পরিমাণ	৭৮৪	৪১	৮২৫

দারিদ্র বিমোচন ও অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী

দেশে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে রূপালী ব্যাংক লিঃ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এগুলোর অনুকূলে বিতরণকৃত ঋণের স্থিতি ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে দাঁড়ায় ১০৭ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১০৪ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক স্থিতি সারণী-৪ এ দেয়া হল।

সারণী -৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৫৬৯	২৪৯	২৭৫	৩০৫
	(১) শস্য	৪৪০	৪৩	৪৩	৪৩
	(২) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১২৯	২০৬	২৩২	২৬২
২।	শিল্পঃ	১০১১৬	৯০৮৯	৯০৮৯	৯২৪০
	(১) বৃহৎ ও মাঝারী	৯৮৫৬	৮৪৮১	৮৪৭৯	৮৬০৮
	(২) ক্ষুদ্র ও কুটির	২৬০	৬০৮	৬১৯	৬৩২
৩।	পাইকারী ও খুচরা বানিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৬০৪০	৭৫৪৯	৮১০৬	৮৫৫৪
৪।	বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	৫৪১	৬৯৪	৭২০	৭৫০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৭০	৪৬৬	৪৯৯	৫৩০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	১০৪	১০৭	১০৮	১১১
	(১) দারিদ্র বিমোচন	১	১	১	১
	(২) অন্যান্য	১০৩	১০৬	১০৭	১১০
৭।	অন্যান্য	৩২১৫	৫৩৬০	৪৫৮৪	৪৫৯৫
	সর্বমোট	২০৮৫৫	২৩৫১৪	২৩৩৯০	২৪০৮৫

ব্যাংক ঋণে প্রতিষ্ঠিত একটি মুরগীর খামার।

বিশেষায়িত ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি ঋণ দানকারী বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ ব্যাংকের বর্তমান অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন ও ১০০০ মিলিয়ন টাকা। ১০ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এ ব্যাংকের বর্তমানে ৮৩৬ টি শাখা। মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৭৮৯ ও ৬৮৯৬ জন।

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১৭৫০ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করা হয়। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে আমানতের পরিমাণ জুন, ১৯৯৬ এর ১৭৩৭৩ মিলিয়ন টাকা থেকে প্রায় ৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৬৫৪০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

কৃষি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিমের পরিমাণ জুন, ১৯৯৬ এর ৩২৪৯০ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ১৯৯৭ শেষে ৩৩০৩৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এপ্রিল-জুন, ১৯৯৭ তিন মাসে এ পরিমাণ আরো কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে।

অতি সীমিত আকারে হলেও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মত বৈদেশিক ব্যবসা বানিজ্যে নিয়োজিত। তবে এ কাজে তাদের রয়েছে মাত্র ১০টি অনুমোদিত বৈদেশিক বিনিময় শাখা এবং ১১৪টি বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক। আলোচ্য অর্থ বছরের প্রথম ন' মাস (মার্চ, ১৯৯৭) পর্যন্ত আমদানি, রপ্তানি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ১০০৪ মিলিয়ন, ১০০৮ মিলিয়ন এবং ৭৫২ মিলিয়ন টাকা।

সারণী - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক	খাত	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	
				৩১শে মার্চ ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০
৪।	আমানত	১৬৩৯৯	১৭৩৭৩	১৬৫৪০	১৮৪০৭
	১। তলবী আমানত	২০৩৫	২০৮৩	২২৪৩	২১৩২
	২। মেয়াদী আমানত	১৪৩৬৪	১৫২৯০	১৪২৯৭	১৬২৭৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৯৭৭৭	৩২৪৯০	৩৩০৩৪	৩৩০৮৮
৬।	বিনিয়োগ	৮০	১৫৩০	১৪৫৩	১৪৫৩
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪১৫২২	৪৭০৩৫	৫০০৬১	৫৩২৭৯
৮।	মোট আয়	১৭৭২	১৩৬০	১৮৯৯	২৬৫৩
৯।	মোট ব্যয়	৩৪২৩	৩৭৪৮	২১২৬	৪১০৩
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা				
	১। রপ্তানি	১১৬৫	১১২২	১০০৮	১৩৪৪
	২। আমদানি	৯২৯	২৯৯৫	১০০৪	১৩৩৮
	৩। রেমিটেন্স	৫৩০	৮৩৫	৭৫২	৯১৯
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১১৮২০	১১৭২২	১১৬৮৫	১১৬৭৪
	১। কর্মকর্তা	৪৮২৬	৪৮২৭	৪৭৮৯	৪৭৮০
	২। কর্মচারী	৬৯৯৪	৬৮৯৫	৬৮৯৬	৬৮৯৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১১১	১১৪	১১৪	১১৪
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৮৩৬	৮৩৬	৮৩৬	৮৩৬

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ৯২২০ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করে। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার ৬১ শতাংশ বা ৫৫৯৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে । পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের বিতরণের পরিমাণ ছিল ৫৪১২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬/৯৭ সালে আগের মত শস্য উৎপাদন (চা সহ), হালের বলদ, সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি, মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী পালন, কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট শিল্প, পণ্যের বাজারজাতকরণের নিমিত্তে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমেও আর্থিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ ঋণদান কর্মসূচী চালু রেখেছে। বর্তমান অর্থ বছরের মার্চ, ১৯৯৭ পর্যন্ত এ খাতে ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭২৯ মিলিয়ন টাকা, পূর্ববর্তী বছরে এ পরিমাণ ছিল ৭১৭ মিলিয়ন টাকা ।

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রদত্ত মোট ৫৫৯৪ মিলিয়ন টাকা ঋণের বিপরীতে ৫৬৭২ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে যার ৭৬ শতাংশ এসেছে চলতি আদায়যোগ্য ঋণ থেকে। আদায়কৃত অর্থ এ অর্থবছরের ৯০০০ মিলিয়ন টাকা ঋণ যা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার ৬৩ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৬৬৫৫ মিলিয়ন টাকা।

সারণী - ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়

মিলিয়ন টাকায়

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৪/৯৫						
বিতরণ	৫৬৮৭	২০৫	৭৩২	৯৩৭	১০৩২	৭৬৫৬
আদায়	৪৫৫৪	১৮৬	৭২০	৯০৬	৪৮৩	৫৯৪৩
১৯৯৫/৯৬						
বিতরণ	৫৪৬৪	৬৮২	১০৭৯	১৭৬১	৫৬৪	৭৭৮৯
আদায়	৪৮৭৩	৩২৮	৯৪১	১২৬৯	৫১৩	৬৬৫৫
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*						
বিতরণ	৩৯২৪	১৯৫	৭৭৫	৯৭০	৭০০	৫৫৯৪
আদায়	৪১৪০	২৬৪	৮০২	১০৬৬	৪৬৬	৫৬৭২
৩০শে জুন, ১৯৯৭**						
বিতরণ	৫৭৪৪	২৮৭	১১৩৬	১৪২৩	১০৩৯	৮২০৬
আদায়	৭৭৪৯	৪৯৪	১৫০১	১৯৯৫	৮৭২	১০৬১৬

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

কৃষি ব্যাংক ১৯৯৬ সালের শেষ পর্যন্ত মোট ২০৭ হাজারটি প্রকল্প অনুমোদন করে, যার জন্যে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৬০০ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ১৯৯৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত মোট ১০৮৮৬ মিলিয়ন টাকার ঋণ মঞ্জুরী দিয়ে ২১৪ হাজারটি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। ঋণের ৯৭ শতাংশ পেয়েছে বৃহৎ ও মাঝারী আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান।

সারণী - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

মিলিয়ন টাকায়

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৭০৯৪১	৩৬২০৪	২০৭১৪৫
পরিমাণ	১০৩৫০	২৫০	১০৬০০
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২৫৪৫৫	১০১	২৫৫৫৬
পরিমাণ	১৩১৫	৪৯	১৩৬৪
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৭৭৯০৮	৩৬২২৪	২১৪১৩২
পরিমাণ	১০৬০৪	২৮২	১০৮৮৬
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৯৬৭	২০	৬৯৮৭
পরিমাণ	২৫৪	৩২	২৮৬
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৫৬৭৫	৪৫	১৫৭২০
পরিমাণ	৫৭১	৭২	৬৪৩

মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৫/৯৬ শেষের ৩২৪৯০ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬/৯৭ সালের মার্চে ৩৩০৩৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং জুন, ১৯৯৭ এ ৩৩০৮৮ মিলিয়ন টাকা হবে বলে প্রক্ষেপিত হয়েছে। মার্চ ১৯৯৭ এর তথ্য অনুসারে ঋণ স্থিতি কৃষি ও মৎস্য খাতে ২৩৮২৪ মিলিয়ন, শিল্প খাতে ৪০৫২ মিলিয়ন, বিশেষ ঋণ কর্মসূচীতে ৮৩৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

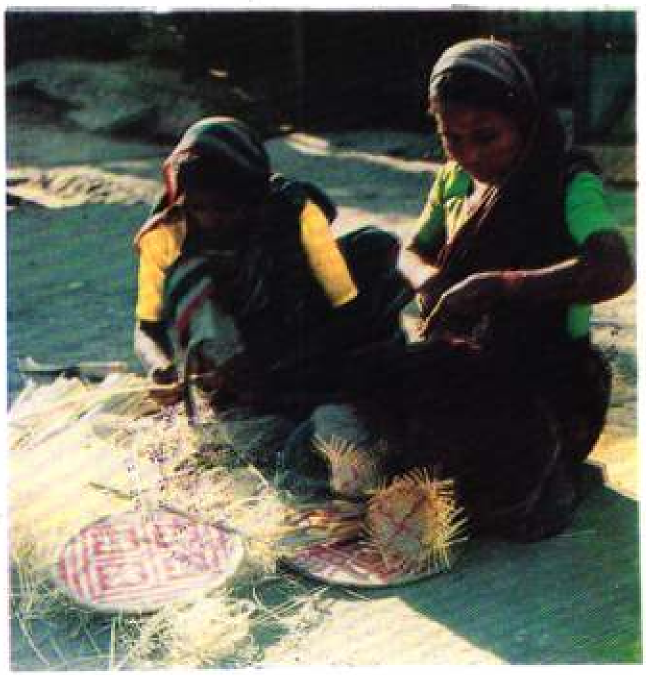

ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা নিয়ে বাঁশ ও বেতের কাজ করছেন গ্রামীণ মহিলারা।

সারণী - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ	২১৬৮৬	২৩৪৪০	২৩৮২৪	২৩৮৭১
	(১)	শস্য	৭৪৪৩	৮৪৯৭	৮৬৩১	৮৬৫৩
	(২)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৪২৪৩	১৪৯৪৩	১৫১৯৩	১৫২১৮
২।		শিল্পঃ	৪১৩৪	৩৯৮৬	৪০৫২	৪০৬০
	(১)	বৃহৎ	-	-	-	-
	(২)	মাঝারী	৩৫০৩	৩৪২৩	৩৪৮০	৩৪৮৬
	(৩)	ক্ষুদ্র ও কুটির	৬৩১	৫৬৩	৫৭২	৫৭৪
৩।		পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা / হোটেল	৯৪২	৮৬৩	৮৭৭	৮৭৯
৪।		বীমা, রিয়াল স্টেট ও ব্যবসা সেবা	১০৩৯	১০২৯	১০৫১	১০৫৪
৫।		পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৮৬	৪৮২	৪৯০	৪৯১
৬।		বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	৬৯৮	৮২০	৮৩৭	৮৪১
	(১)	দারিদ্র বিমোচন	৫৫৪	৭১৭	৭২৯	৭৩০
	(২)	অন্যান্য	১৪৪	১০৩	১০৮	১১১
৭।		অন্যান্য	৭৯২	১৫৭০	১৬০৩	১৫৯২
		সর্বমোট	২৯৭৭৭	৩২৪৯০	৩৩০৩৪	৩৩০৮৮

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) রাজশাহী বিভাগে কৃষি ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের রাজশাহী বিভাগস্থ সকল কার্যালয়, শাখা অংগীভূত করে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি ঋণ বিতরণ ছাড়াও এ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকিং কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। ৩০০ টি শাখার এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১৫০০ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ১৯৯৭ পর্যন্ত পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৮০ মিলিয়ন টাকায়। সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদ ও একটি নির্বাহী কমিটির উপর ব্যাংকের সার্বিক নীতি নির্ধারণী দায়িত্ব ন্যস্ত। ১৯৯৫/৯৬ সালে যেখানে রাকাবের ৩৭২৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী ছিল সেখানে ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে হয়েছে ৩৬৮৭ জন, যার মধ্যে ১৪৯৯ জন কর্মকর্তা এবং ২১৮৮ জন কর্মচারী। উভয় শ্রেণীর জনশক্তির জন্যে রাকাব তার নিজেস্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। চলতি অর্থ বছরে ৩৫০ জন কর্মচারী ও ৫০৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

মার্চ, ১৯৯৭ শেষে আমানত স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২৬০৫ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ১৯৯৬ এর ২৩৬২ মিলিয়ন টাকা থেকে ১০ শতাংশ বেশী। ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের জন্যে ব্যাংকের নতুন আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ২৬০০ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারিত হয়েছে।

ব্যাংকের অগ্রিম ১৯৯৫/৯৬ সালের ১৪৬১৯ মিলিয়ন টাকার তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ মার্চ শেষে ১৪৬২২ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। আশা করা যায় যে ১৯৯৬ সালের জুন নাগাদ তা ১৫৯০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে।

সারণী - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক	খাত	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	৩১শে মার্চ ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৯৮০	৯৮০	৯৮০	১২৮০
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	২০৮	২০৮	২০৮	২০৮
৪।	আমানত	২৩৪৬	২৬৪৩	২৬০৫	২৮০০
	১। তলবী আমানত	২৮৯	৩৫৬	৩২০	৪০০
	২। মেয়াদী আমানত	২০৫৭	২২৮৭	২২৮৬	২৪০০
৫।	অগ্রিম	১৩৩২১	১৪৬১৯	১৪৬২২	১৫৯০০
৬।	বিনিয়োগ	৮৩৭	৮৩৭	৮৩৭	৮৪০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৮৪৭০	১৮৪৭০	১৮৯৮৪	১৯০০০
৮।	মোট আয়	৫৮৯	৪৩৯	৬৮৮	১০২০
৯।	মোট ব্যয়	৮৮৬	৯৭২	৭৬০	১১৯৭
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা (আমদানি)	-	-	১৩	৪০
	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৬৪৮	৩৭২৩	৩৬৮৭	৩৮৬৮
১১।	১। কর্মকর্তা	১৪৮৬	১৫২৫	১৪৯৯	২২২৬
	২। কর্মচারী	২১৬২	২১৯৮	২১৮৮	১৬৪২
১২।	শাখা (সংখ্যায়)	২৯৮	৩০০	৩০০	৩০০

রাকাবের বিভিন্নমুখী ঋণ কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে শস্য উৎপাদন, পশুপালন, মৎস্য চাষ, উদ্যান ভিত্তিক ফলের চাষ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপনণ, ক্ষুদ্র আকারের কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা, ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর জন্য কৃষি-অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দারিদ্র বিমোচনমূলক ঋণ কর্মসূচী ইত্যাদি। এ সব কর্মসূচীর অধীনে ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ১৩১৬ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করা হয় যা সম্পূর্ণ অর্থ বছরের ২৫০০ মিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার ৫৩ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে বিতরণের পরিমাণ ছিল ১২৭২ মিলিয়ন টাকা যা ঐ অর্থ বছরের ২৫০০ মিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার ৫১ শতাংশ। এ তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে ঐ সময়ে ঋণ বিতরণ প্রায় ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

আমন চাষের জন্যে গত অর্থ বছরের ১৩৪ মিলিয়ন টাকার তুলনায় এ বছর ৯১ মিলিয়ন টাকা ঋণ দেয়া হয়। বোরো চাষের জন্য গত অর্থ বছরের প্রথম ন' মাসে যেখানে ৪০০ মিলিয়ন টাকা দেয়া হয় সেখানে এ বছরের একই সময়ে দেয়া হয় ৩৯৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৫/৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত শস্য খাতে মোট ৯৭৯ মিলিয়ন টাকার স্থলে চলতি অর্থ বছরের মার্চ অবধি ঐ খাতে ঋণের পরিমাণ বিভিন্ন প্রতিকুলতার কারণে হ্রাস পেয়ে ৮৭০ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। সেচ যন্ত্র ও কৃষি সরঞ্জামের জন্যে গত বছরের ন' মাসের তুলনায় এ বছর ঋণ বিতরণ ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। গত বছরের ঐ সময়ের তুলনায় হাঁস-মুরগী ও পশু পালন খাতে ঋণ দানের পরিমাণ ১০৪ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এ বছর মার্চ পর্যন্ত ১৮০ মিলিয়ন টাকা হয়। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপনণ, হিমাগারে আলু সংরক্ষণ ইত্যাদি খাতে চলতি পুজি সরবরাহ বাবদ গত বছরের প্রথম ন' মাসে ২৮ মিলিয়ন টাকার স্থলে এ বছর একই সময়ে ৪৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।

গ্রামীণ ভূমিহীন জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি স্বকর্মসংস্থানমূলক ও আয়-বর্ধক ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়। প্রচলিত জামানত নির্ভর ঋণ নীতির পরিবর্তে নিবিড় তত্ত্বাবধানে এবং ঋণ গ্রহীতা গ্রুপ গুলোর যৌথ দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এ কর্মসূচী গুলো পরিচালিত হয়।

'স্বনির্ভর বাংলাদেশ' নামক সংগঠনের সহযোগিতায় পরিচালিত স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদানের পরিমাণ ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরের প্রথম ন' মাসের ১৪ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমান অর্থ বছরের একই সময়ে ১২ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। বিসিকের সহায়তায় অকৃষি খাতে কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউএনসিডিএফ এর ঋণ বিতরণ মার্চ, ১৯৯৬ এর ৩.৬ মিলিয়ন টাকা থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে মার্চ, ১৯৯৭ শেষে ৩.৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে ঋণ প্রদান ৩ মিলিয়ন টাকা থেকে ৪ মিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি পায়।

রাকাব পরিচালিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী গুলির মধ্যে এমএসএফএসসিআইপি সবচেয়ে সম্ভাবনাময় কর্মসূচী হিসাবে চিহ্নিত। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকিতে ইফাদের অর্থায়নে, জার্মান সাহায্য সংস্থা জিটিজেড এর কারিগরী সহযোগিতায়, গ্রুপ গঠনের জন্যে রংপুর-দিনাজপুর পল্লী সংস্থার সহায়তায় কুড়িগ্রাম জেলায় গ্রুপ এ্যাপ্রোচে পরিচালিত এই কর্মসূচীর অধীনে গত বছরের (মার্চ পর্যন্ত) ২৫ মিলিয়ন টাকার স্থলে এ বছরের একই সময়ে প্রায় ২৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই কর্মসূচীর অধীনে ঋণ আদায়ের হার প্রায় ১০০ শতাংশ।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রয়াসের ফলে ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪১৭ মিলিয়ন টাকা, যা ৪৫০০ মিলিয়ন টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৩১ ভাগ। গত অর্থ বছরের একই সময়কালের তুলনায় ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৩২৫ মিলিয়ন টাকা বেশি।

ব্যাংকের আর্থায়নে ব্যবহৃত হচ্ছে কৃষি সরঞ্জাম।

সারণী - ২
মিলিয়ন টাকায়

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫							
	বিতরণ	১৬৪৯	২	২০	২২	২৫৩	১৯২৫
	আদায়	১৪৫৮	১২	৩৯	৫১	২৮০	১৭৮৮
১৯৯৬							
	বিতরণ	১৪৫৪	১	২৬	২৭	২৪০	১৭২১
	আদায়	১৩৯১	১৬	৩৯	৫৫	২৩৪	১৬৮০
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*							
	বিতরণ	১০৭৭	৭	২১	২৮	২১১	১৩১৬
	আদায়	১১৯৮	১১	২১	৩২	১৮৭	১৪১৭
৩০শে জুন, ১৯৯৭**							
	বিতরণ	১৬০০	১০	৪০	৫০	৩৫০	২০০০
	আদায়	১৫৫০	২০	৫০	৭০	৪০০	২২০০

* সাময়িক   ** প্রাক্কলিত

ঋণ মঞ্জুরীর হিসাব (সারণী-৩) থেকে দেখা যায় যে ১৯৯৬ সালে ১০২৫ টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্যে এ ব্যাংক ৩৯ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে। ১৯৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ২১৭ টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য মোট ৮ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

সারণী - ৩
মিলিয়ন টাকায়

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	৩৭৭৬৭	৩৭৭৬৭
	পরিমাণ	-	৮০১	৮০১
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	১০২৫	১০২৭
	পরিমাণ	৫৯	৩৯	৯৮
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	৩৯০০৯	৩৯০১১
	পরিমাণ	৫৯	৮৪৮	৯০৭
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	২১৭	২১৭
	পরিমাণ	-	৮	৮
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	১০০০	১০০০
	পরিমাণ	-	২০	২০

১৯৯৫/৯৬ শেষে রাকাবের ঋণ স্থিতি দাঁড়ায় ১৪৬২০ মিলিয়ন টাকায়। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ঋণ স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৪৬২১ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে কৃষি ও মৎস্য খাতে ১১৭৭৭ মিলিয়ন টাকা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে ১৪৩০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের জুন শেষে ঋণ স্থিতি ১৫৯৫৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণী - ৪
মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ				
	(১) শস্য	৩৭১১	৪১২৭	৪২১৮	৪৪০০
	(২) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৬৯৩১	৭৬৮৭	৭৫৫৯	৮৫০০
২।	শিল্পঃ				
	(১) বৃহৎ	-	-	-	-
	(২) মাঝারী	-	-	-	-
	(৩) ক্ষুদ্র ও কুটির	১১২২	১৪৩৯	১৪৩০	১৫৫০
৩।	পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা হোটেল/রেস্তোরা	-	৬১৩	৬১৩	৬৫০
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৭৭	৮৪	৬২	৬৭
৫।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ				
	(১) দারিদ্র বিমোচন	২৫৮	২৪	৩০৪	৩৩০
	(২) অন্যান্য	-	-	-	-
৬।	অন্যান্য	১২২১	৪৩০	৪৩৫	৪৬০
	সর্বমোট	১৩৩২০	১৪৬২০	১৪৬২১	১৫৯৫৭

পরিবার ভিত্তিক গবাদি পশু পালনে ব্যাংক বিনিয়োগ করে আসছে।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

অক্টোবর ১৯৭২-এ প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ২০০০ মিলিয়ন টাকা যার ৬৬ শতাংশ সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় ও তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় ছাড়াও এ ব্যাংকের ১৫টি শাখা আছে। এ ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা জুন ১৯৯৬ শেষের ১০০৪ এর তুলনায় হ্রাস পেয়ে জুন ১৯৯৭-এ ৯৯২-এ দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়। ব্যাংকের পরিচালক বোর্ড চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ ন'জন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক সরকার সূচিত মুক্ত বাজার অর্থনীতি, গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী ও শিল্প নীতির সাথে সংগতি রেখে দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা, চালু শিল্পের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ কল্পে দেশীয় ও বৈদেশিক উভয় মুদ্রায় ঋণ প্রদান এবং এ ব্যাংকের ঋণে স্থাপিত সমস্যাগ্রস্থ শিল্পের পুনর্বাসনে সহায়তা করে থাকে। ব্যাংক দেশীয় শিল্প কারখানায় বিদেশী কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান সহ সীমিত দায় বিশিষ্ট কোম্পানীর শেয়ার/ অবলেখনের মাধ্যমে সমমূলধন যোগানে সহায়তা দেয়। ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং এর কার্যাবলী বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৩/৯৪ অর্থ বছরে পূর্ণ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়। ফলশ্রুতিতে, এ ব্যাংক অর্থায়িত প্রকল্পগুলোর চলতি মূলধন প্রাপ্তি, কাঁচামাল আমদানি ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকিং সেবাদি লাভে সমর্থ হবে। এ ছাড়াও, ব্যাংক শিল্প স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক, কারিগরী ও পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান করে।

শিল্প ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের জুনের ১২৯৯ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে ১৬৬৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ অর্থ বছর শেষ নাগাদ মোট আমানতের পরিমাণ ১৮৩০ মিলিয়ন টাকা হতে পারে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

এ ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ মন্দ ও সন্দেহজনক সঞ্চিতিবাদে ১৯৯৫/৯৬ সালের ৯৫৩২ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ১৯৯৭ শেষে ৯৮২৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছর শেষে ১০০৩২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াতে পারে বলে ধারণা করা যায়। একই ভাবে এ ব্যাংকের বিনিয়োগ ১৯৯৬ সালের জুনের ১৩২৩ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬/৯৭ শেষে ৩২০০ মিলিয়ন টাকা হতে পারে।

সারণী - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক	খাত	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০২০	১৩২০	১৩২০	১৩২০
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	৪৬৯	৪৬৯	৪৬৯	৪৬৯
৪।	আমানত	২৪৫১	১২৯৯	১৬৬৩	১৮৩০
	১। তলবী আমানত	১১৯১	১১৯	৬১৮	৬৩১
	২। মেয়াদী আমানত	১২৬০	১১৮০	১০৪৫	১১৯৯
৫।	অগ্রিম	৮২৫৮	৯৫৩২	৯৮২৮	১০০৩২
৬।	বিনিয়োগ	১৪৬৩	১৩২৩	৩১৩৮	৩২০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১১৭৬৯	১৩৭৯৬	১৪৯৭১	১৫৪০০
৮।	মোট আয়	৫০৫	৯৪৬	৫০৮	১০৭১
৯।	মোট ব্যয়	৫০৫	৫৬১	১৮৫	১০৩০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২০৩১	৪৩৪	১০১	১০১
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১০৪৭	১০০৪	৯৯৩	৯৯২
	১। কর্মকর্তা	৫২৮	৫১৫	৪৯৭	৪৯৭
	২। কর্মচারী	৫১৯	৪৮৯	৪৯৬	৪৯৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩২	৩২	৩২	৩২
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	১৪	১৪	১৫	১৫

শিল্প ব্যাংকের মোট ঋণ বিতরণ ১৯৯৫/৯৬ সালের ১৩৫৬ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৬/৯৭ সালের শেষ নাগাদ ৫১৪ মিলিয়ন টাকা হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। শিল্প ব্যাংকের প্রধান ঋণ হল মেয়াদী ঋণ। মেয়াদী ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরের ১১৩৬ মিলিয়ন টাকা থেকে ৭৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে (এপ্রিল-জুন প্রাক্কলিত হিসাব সহ) ২৫৫ মিলিয়ন টাকা হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। উভয় বছরেই সম্পূর্ণ নগদ ঋণ বেসরকারী খাতে দেয়া হয়।

আলোচ্য অর্থ বছরের প্রথম ন' মাসে শিল্প ব্যাংক ৩৪৫ মিলিয়ন টাকা মেয়াদী ঋণ আদায় করেছে। এপ্রিল - জুন, ১৯৯৭ সময়ের সম্ভাব্য আদায় যোগ করলে ১৯৯৬/৯৭ সালে মোট মেয়াদী ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৬৯৫ মিলিয়ন টাকা হতে পারে। আদায় কৃত মেয়াদী ঋণের সবটাই বেসরকারী খাতের যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের আদায়কৃত ৫০১ মিলিয়ন টাকার চেয়ে ৩৯ শতাংশ বেশী। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী আশা করা যায় যে মোট ঋণ আদায় ১৯৯৫/৯৬ সালের ৯১৩ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬/৯৭ সালে ১০৪০ মিলিয়ন টাকা হবে।

লগ্নীকৃত মেয়াদী ঋণের স্থিতি ৩০শে জুন, ১৯৯৬ তারিখে ১৬৫৮৬ মিলিয়ন টাকা (বকেয়া ৯৩১৬ মিলিয়ন টাকাসহ) থেকে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ এর মার্চ মাসে ১৭৪৩৫ মিলিয়ন টাকায় (বকেয়া ১০৩০৫ মিলিয়ন টাকা সহ) দাঁড়িয়েছে।

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত নতুন শিল্প স্থাপন এবং বিদ্যমান প্রকল্প গুলোর বিএমআরই-এর জন্যে কোন আবেদনপত্র পাওয়া যায়নি এবং জুন ১৯৯৭ নাগাদ নতুন আবেদন পত্র পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। উল্লেখ্য যে, বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের স্বল্পতার কারণে ব্যাংক ১৯ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ তারিখ থেকে নতুন ঋণ আবেদন গ্রহণ স্থগিত রাখা হচ্ছে। ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরের ঋণের জন্য প্রাপ্ত আবেদন পত্রের সংখ্যা ছিল ৯৩টি।

১৯৯৬/৯৭ এর জুন পর্যন্ত (এপ্রিল-জুন সময়ের প্রাক্কলন সহ) ব্যাংক ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩ মিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন করতে পারে। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী অর্থ বছরে ব্যাংকের ঋণ অনুমোদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৪১১২ মিলিয়ন টাকায়। আলোচ্য বছরে (এপ্রিল-জুন সময়ের প্রাক্কলন সহ) শিল্প ব্যাংক ১৭২ মিলিয়ন টাকার স্বল্প মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করতে পারে। পূর্ববর্তী বছর চলতি মূলধন বাবদ ১৫২ মিলিয়ন টাকার স্বল্প মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করেছিল । বৃহৎ শিল্পের জন্য ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ জুন ১৯৯৭ নাগাদ ২৩ মিলিয়ন টাকা হতে পারে যেখানে জুন , ১৯৯৬ শেষে মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৩৯৯০ মিলিয়ন টাকা।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়

সারণী - ২
মিলিয়ন টাকায়

		শিল্প ঋণ		অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন		
১৯৯৪/৯৫					
	বিতরণ	৬৩১	১৪৭	৮৯	৯০৭
	আদায়	৬৩৮	১৬৯	৭৫	৮৮২
১৯৯৫/৯৬					
	বিতরণ	১১৩৬	১৩৭	৮৩	১৩৫৬
	আদায়	৫০১	২৬৪	১৪৮	৯১৩
১৯৯৬/৯৭					
৩১ শে মার্চ* পর্যন্ত					
	বিতরণ	১৬৮	৮৩	৭৬	৩২৭
	আদায়	৩৪৫	২৪৭	১৫	৬০৭
৩০শে জুন, ১৯৯৬** পর্যন্ত					
	বিতরণ	২৫৫	১৮৩	৭৬	৫১৪
	আদায়	৬৯৫	৩১৭	২৮	১০৪০

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

সারণী - ৩

মিলিয়ন টাকায়

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার			
	বৃহৎ	মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩০শে জুন,১৯৯৬তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	২৩৬	-	১৩২৩	১৫৫৯
পরিমাণ	২০২৯১	-	৫০৩৮	২৫৩২৯
জুলাই ১,১৯৯৫হতে জুন ৩০, ১৯৯৬পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	২০	-	৪৯	৬৯
পরিমাণ	৩৯৯০	-	২২২	৪১১২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	২৩৬	-	১৩২৩	১৫৫৯
পরিমাণ	২০৩০১	-	৫০৩৮	২৫৩৩৯
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা		-	-	-
পরিমাণ	১০	-	-	১০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা		-	-	-
পরিমাণ	২৩	-	-	২৩

সারণী-৪ এ প্রদত্ত খাতে ভিত্তিক মেয়াদী ঋণের স্থিতি সংক্রান্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বৃহৎ শিল্প খাতে ১৯৯৫/৯৬ সালে যেখানে ১০৮৭৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ স্থিতি ছিল সেখানে মার্চ, ১৯৯৭ এর সাময়িক ও জুন ১৯৯৭-এর প্রাক্কলিত তথ্য অনুযায়ী স্থিতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১১৫০৭ মিলিয়ন ও ১১৫৮৩ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে স্থিতির পরিমাণ ও একই সময়ের ৫৭০৭ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫৯২৮ মিলিয়ন ও ৫৯৬৭ মিলিয়ন টাকা হয়েছে।

সারণী - ৪

মিলিয়ন টাকায়

খাত-ভিত্তিক মেয়াদী ঋণের স্থিতি

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।	শিল্পঃ				
	(১) বৃহৎ	৮৭৯৮	১০৮৭৯	১১৫০৭	১১৫৮৩
	(২) মাঝারী	-	-	-	-
	(৩) ক্ষুদ্র ও কুটির	৬১৭২	৫৭০৭	৫৯২৮	৫৯৬৭
	সর্বমোট	১৪৯৭০	১৬৫৮৬	১৭৪৩৫	১৭৫৫০

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা

অক্টোবর, ১৯৭২ এ সৃষ্ট বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা সরকারী নির্দেশণার প্রেক্ষাপটে মার্চ ১৯৮৫ থেকে নিজেস্ব পোর্টফলিও ভূক্ত প্রকল্প গুলির সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্যে অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে। সম্প্রতি সরকার এ সংস্থাকে নতুন শিল্প প্রকল্পে ঋণ প্রদানের ক্ষমতাকে পুর্নবহালসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পারিচালনার জন্য অনুমোদন দেয়ার প্রেক্ষিতে সংস্থা ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে একটি নতুন প্রকল্পে এবং ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত সময়ে ৪টি নতুন প্রকল্পে ঋণ অনুমোদন দিয়েছে। ১৯৯৬ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রথম বিএসআরএস মিচ্যুয়েল ফান্ড জনসাধারণের জন্যে বাজারে ছেড়েছে। এ সংস্থার বর্তমান অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন এবং ৭০০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৫/৯৬ সালে যেখানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা ১৭০ জন ছিল সেখানে ১৯৯৬/৯৭ সালের মার্চে ২১২ জন হয়েছে এবং জুন নাগাদ ২১৫ জন হতে পারে।

সংস্থার মোট বকেয়া ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরের ৮৪৬২ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে ১৬৭৫০ মিলিয়ন হয়েছে এবং জুন নাগাদ প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী ১৮৯৫০ মিলিয়ন টাকা হবে। সংস্থার বিনিয়োগ মার্চ ১৯৯৭ -র ২১ মিলিয়ন টাকা থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ১৯৯৭ শেষে ১১০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

সারণী - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক	খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৭০০	৭০০	৭০০	৭০০
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	৪৪৭	৪৯৪	৪৯৪	৪৯৫
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	-	-	-	-
৫।	বিনিয়োগ	৩৬	১৫	২১	১১০
৬।	মোট পরিসম্পদ	৩২৬৫	৩৩৬৭	৩৩৬৭	৩৪০৭
৭।	মোট আয়	৩৪৯	২৪৫	১৯৬	৩১৯
৮।	মোট ব্যয়	২৮৯	১৮০	৯৪	২৩১
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭৫	১৭০	২১২	২১৫
	১। কর্মকর্তা	৭৫	৭৫	১০১	১০৪
	২। কর্মচারী	১০০	৯৫	১১১	১১১
১০।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-	-
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৪	৪	৪	৫*

* বাণিজ্যিক ব্যাংকিং শাখাসহ

১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ২০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬/৯৭ সালের প্রথম ন' মাসে ঋণ বিতরণ ৮৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, উভয় বছরে ঋণের সবটাই স্থানীয় মুদ্রায় বেসরকারী খাতে দেয়া হয়। ১৯৯৬/৯৭ সালের প্রথম ন' মাসে ১৩২ মিলিয়ন টাকার ঋণ পত্র খোলা হয়েছে। তবে আশা করা যাচ্ছে ৩০ শে জুন, ১৯৯৭ তারিখের মধ্যে আরো ১০২ মিলিয়ন টাকার ঋণ পত্র খোলা হবে।

১৯৯৬/৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাড়ায় ১৮০ মিলিয়ন টাকা তবে, আশা করা যায় ৩০শে জুন, ১৯৯৭ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরে ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৪৩৫ মিলিয়ন টাকা অর্জ্জন করা সম্ভব হবে। ১৯৯৫/৯৬ সালে ৪১৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছিল। অনিস্পন্ন ঋণের পরিমাণ ৩০ শে জুন, ১৯৯৬ এর ৮৪৬২ মিলিয়ন টাকা থেকে প্রায় ৯৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সাময়িক হিসাব অনুসারে ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে ১৬৭৫০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

সারণী - ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়

মিলিয়ন টাকায়

		শিল্প খাতে মেয়াদী ঋণ	অন্যান্য	সর্ব মোট
১৯৯৫				
	বিতরণ	৪০	-	৪০
	আদায়	৫০৪	১৩	৫১৭
১৯৯৬				
	বিতরণ	২০	-	২০
	আদায়	৩৮৯	১৬	৪০৫
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*				
	বিতরণ	৮৮	-	৮৮
	আদায়	১৮০	-	১৮০
৩০শে জুন, ১৯৯৭**				
	বিতরণ	২১৫	-	২১৫
	আদায়	৪৩৫	-	৪৩৫

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি আধুনিক ঔষধ শিল্প।

সংস্থা ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে বেসরকারী খাতের শিল্প প্রকল্পের জন্য ১০৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ মঞ্জুরী করে। ১৯৯৬/৯৭ সালের প্রথম ন' মাসে ৪টি শিল্প প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ৬৮ মিলিয়ন টাকা।

সারণী - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

মিলিয়ন টাকায়

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩১২	১	৩১৩
পরিমাণ	৪৫২২	৭	৪৫২৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	১	৩
পরিমাণ	৬৫	৭	৭২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩১২	১	৩১৩
পরিমাণ	৪৫৫৩	৭	৪৫৬০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	৩১	-	৩১
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত**			
প্রকল্প সংখ্যা	৯	-	৯
পরিমাণ	১১২৪	-	১১২৪

** প্রাক্কলিত

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সম্পর্কীয় সারণী-৪ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৫ সালের ৭৬১৩ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৯৯৬ সালে স্থিতি হ্রাস পেয়েছে। প্রধাণতঃ বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প খাতে ১৯৯৬ সালের ৭৫২৭ মিলিয়ন টাকার তুলনায় জুন,১৯৯৭ শেষের প্রাক্কলিত ১৮৮৮০ মিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি পাওয়ায় মোট স্থিতি সংকোচিত হবে বলে মনে করা যায়।

সারণী - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।	শিল্পঃ				
	(১) বৃহৎ ও মাঝারী	৭৬১৩	৭৫২৭	১৬৬৮২	১৮৮৮০
	(২) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
২।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা / হোটেল	২২৫	২২২	-	-
৩।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৬৪	৬৫৩	-	-
৪।	অন্যান্য	৫৬	৬০	৬৮	৭০
	সর্বমোট	৮৫৫৮	৮৪৬২	১৬৭৫০	১৮৯৫০

গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংকের সূচনা ১৯৭৬ সালে চালুকৃত একটি প্রকল্পের মাধ্যমে। প্রকল্পটির সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সহ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এই প্রকল্পকে ১৯৭৯ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাদের নিজস্ব প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এ প্রকল্পে ঋণ দানের জন্যে এগিয়ে আসে এবং ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে এক অধ্যাদেশ বলে গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষ ব্যাংক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য ঃ

- গরীব পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা,
- গ্রামীণ মহাজনদের শোষণ হতে গরীব মানুষকে রক্ষা করা,
- বিশাল বেকার জনশক্তির জন্য স্বকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা,
- সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করা যেটা তারা বুঝতে এবং নিজেরা পরিচালনা করতে পারেন,
- স্বল্প আয়, স্বল্প সঞ্চয়, স্বল্প বিনিয়োগ ভিত্তিক বহু পুরানো দুষ্ট চক্রকে ভেংগে দিয়ে ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বল্প আয়, নতুন ঋণ, নতুন বিনিয়োগ, অধিক আয় ভিত্তিক একটি বিকাশমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করা।

গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন প্রায় ২৩২ মিলিয়ন টাকা। মোট পরিশোধিত মুলধনের শতকরা ৮৮ ভাগ শেয়ারের মালিক বর্তমানে ব্যাংকের সদস্যগন, অবশিষ্ট ১২ ভাগ শেয়ারের মালিক হচ্ছেন সরকার।

১৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালক মন্ডলী গ্রামীণ ব্যাংকের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ। এদের মধ্যে ৯ জন সদস্য ভূমিহীন শেয়ার মালিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। পরিচালক মন্ডলীর সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আরো দু'জন সদস্য সরকার কর্তৃক নির্বাচিত।

১৯৯৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের ২৪ টি নতুন শাখা খোলা হয়। বর্তমানে ১০৭৯ শাখার মাধ্যমে এই ব্যাংক ৩৬৪২০ টি গ্রামের দুই মিলিয়ন সদস্যদের জন্য কাজ করে, যাদের ৯৪ শতাংশই মহিলা।

গ্রামীণ ব্যাংকের মোট আমানত ১৯৯৫ সালের ৩৮০৯মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালের শেষ নাগাদ ৪২৮০ মিলিয়ন টাকায় দাড়িয়েছে। ব্যাংকের বিনিয়োগ ১৯৯৫ সালের ৩৬৫৪ মিলিয়ন টাকা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে ৬০৬০ মিলিয়ন টাকায় দাড়িয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ঠ্য সারনী-১ এ দেওয়া হল।

তাঁতে কাপড় বুনছেন একজন গ্রামীণ কর্মী।

সারণী - ১

মিলিয়ন টাকায়

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

ক্রমিক	খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০		
২।	পরিশোধিত মূলধন	২২৭	২৩২		
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	৮৮	৮৮		
৪।	আমানত	৩৮০৯	৪২৮০		
৫।	অগ্রিম	১১৮৫২	১১৮৭২		
৬।	বিনিয়োগ	৩৬৫৪	৬০৬০		
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৭৭৪৮	২২১৫৭		
৮।	মোট আয়	২২৮৪	পাওয়া যায় নাই		
৯।	মোট ব্যয়	২২৬৮	পাওয়া যায় নাই		
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১২৪২০	১২৩৪৮	১২৪০৬	১২৫০০
	১। কর্মকর্তা	২৭৪০	৩০০৮	৩০১৬	৩৩১৬
	২। কর্মচারী	৯৬৮০	৯৩৪০	৯৩৯০	৯১৮৪
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১০৫৫	১০৭৯	১০৮০	১১০০

১৯৯৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ১১৮৭৮ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে । ১৯৯৫ সালে এর পরিমাণ ছিল ১১৮৫২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালে ঋণ আদায় ১১৫৫৭ মিলিয়ন টাকায় দাড়িয়েছে।

১৯৯৬ সালে গৃহ নির্মাণ ঋণ বাবদ ১৬৯ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা উপরোক্ত হিসাব বহির্ভূত। ডিসেম্বর, ১৯৯৫ পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ ও প্রযুক্তি ঋণ খাতে বিতরণ ছিল যথাক্রমে ৫৩৮৪ মিলিয়ন ও ১৫৮৪ মিলিয়ন টাকা।

কাঁথায় সূচের কাজ করছেন ব্যাংকের ঋণ গ্রহিতা।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড কৃষি খাতে অর্থায়ণের মৌলিক উদ্দেশ্যে সমবায় ক্ষেত্রে শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সমস্ত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক এবং অন্যান্য সমবায় সমিতি এই ব্যাংকের সদস্য পদ লাভ করতে পারে। এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে অংশগত পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ১২ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ ব্যাংক পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

১৯৯৪/৯৫ অর্থ বছরের শেষে এই ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ছিল ২৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৫/৯৬ শেষে আমানত হ্রাস পেয়ে প্রায় ২২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৪/৯৫ অর্থ বছরে ৪৪ মিলিয়ন টাকার ঋণ প্রদান করে এবং সুদ ও দন্ডসুদ সহ ৪৮ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ১৯৯৫/৯৬ সালে ঋণ প্রদান ও আদায়ের পরিমান যথাক্রমে ৪২ মিলিয়ন টাকা ও ৩৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বিনিয়োগের পরিমাণ উভয় বছরে ৫ মিলিয়ন টাকার কাছাকাছি ছিল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩১	৩২	৩২	৩২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬৬০	৫৫৯	৫৫৯	৬২৪
৪।	আমানত	২৩	২২	২১	২৫
	(ক) তলবী আমানত	১২	১০	১০	১২
	(খ) মেয়াদী আমানত	১১	১২	১১	১৩
৫।	অগ্রিম	১৯২৯	১৮০৭	২২৪০	২৩৯৮
৬।	বিনিয়োগ	৪২৫	৪৩৪	৪৪০	৫০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৩৬৭	২২৫৩	৩০২৬	৩১৬৬
৮।	মোট আয়	৭১	৪৪	৪৫৩	৪৭৫
৯।	মোট ব্যয়	৩১	১৫	৩৩৫	৩৬০
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১১০	১০৬	১০৪	১০৪
	(ক) কর্মকর্তা	৬৬	৬২	৬০	৬০
	(খ) কর্মচারী	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সমবায় ব্যাংক মূলত সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে থাকে। তবে, প্রয়োজনে কৃষি ব্যতিত অন্যান্য গ্রামীণ কর্মকান্ডেও সমবায় ব্যাংক অর্থায়ন করে থাকে। ব্যাংকটি স্বর্ণ বন্ধক রেখেও ঋণ প্রদান করে থাকে। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ সারণী-২ এ দেয়া হল।

সারণী-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

		কৃষি ঋণ	অন্যান্য	সর্ব মোট
১৯৯৫				
	বিতরণ	১৯	২২	৪১
	আদায়	১৬	৩২	৪৮
১৯৯৬				
	বিতরণ	১৮	২৪	৪২
	আদায়	১৪	২৫	৩৯
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*				
	বিতরণ	২	২৭	২৯
	আদায়	৮	২৩	৩১
৩০শে জুন, ১৯৯৭**				
	বিতরণ	২৫	৩৬	৬১
	আদায়	২০	৩৮	৫৮

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

সারণী - ৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১৮৬৭	১৭৩৮	২১৬৬	২৩১৭
	(১) শস্য	১৩৩৩	১১৯৮	১৬১৪	১৭২০
	(২) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৫৩৪	৫৪০	৫৫২	৫৯৭
২।	অন্যান্য	৬২	৬৯	৭৪	৮১
	সর্বমোট	১৯২৯	১৮০৭	২২৪০	২৩৯৮

স্থানীয় বেসরকারী ব্যাংক

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড স্বাধীনতা পূর্বকালে ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয়করণকৃত পূবালী ব্যাংকের উত্তরাধিকারী হয়ে ১৬০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১৩৬ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৮৪ সালে বেসরকারী ব্যাংক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০০ মিলিয়ন টাকা এবং এর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৬০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫১ টি তে। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৯০৭ জনে, তন্মধ্যে ২৯৪৭ জন কর্মকর্তা এবং ১৯৬০ জন কর্মচারী। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫৭ মিলিয়ন টাকা।

১৯৯৬ সালের প্রারম্ভে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানত ১৮৯৫৮ মিলিয়ন টাকা ছিল যা শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর শেষে ১৯৯৫০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরেও মোট আমানত শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির মোট আমানতের এ বৃদ্ধি মেয়াদী আমানত ও তলবী আমানতে প্রতিফলিত হয়েছে, যা যথাক্রমে ৮১৭৫ মিলিয়ন টাকা ও ১১৭৭৫ মিলিয়ন টাকা হয়। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির মোট আমানত শতকরা ১ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৯৭২২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও আগামের পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮২৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা মার্চ, ১৯৯৭ শেষে শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫১৯৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি মোট ৪৬১৭ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। পূর্ববর্তী বছরে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৪৫৩৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি মোট ১৭৪৮৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ৫৯৮৪ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৯২১১ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২২৯৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৯১৯২ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ৩৫৬৩ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৪৮৬১ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৭৬৮ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ সারণী-১-এ দেয়া হল।

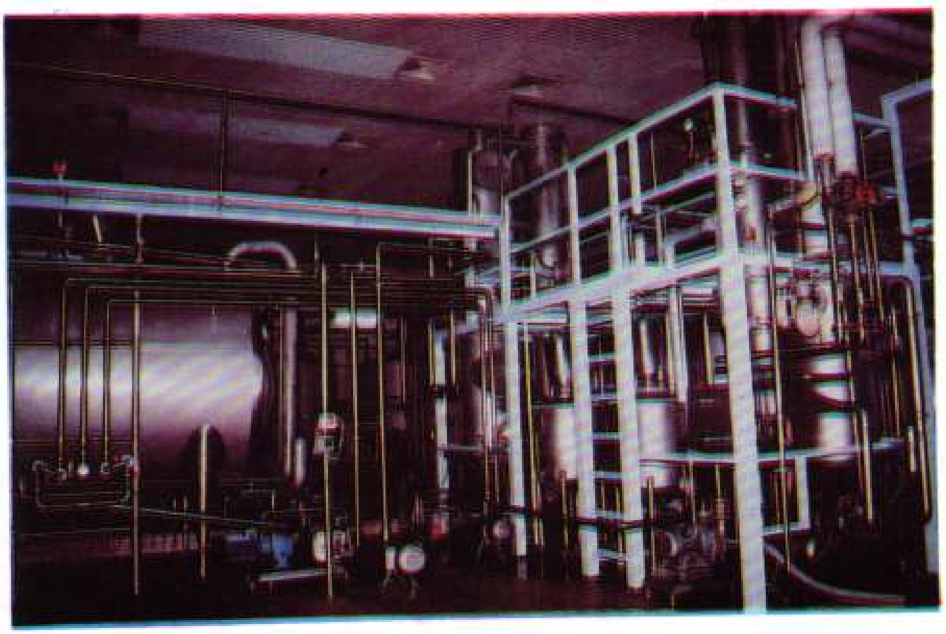

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে উঠা একটি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরন শিল্প।

সারণী - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩১শে মার্চ ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১৬০	৫০০০	৫০০০	৫০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৭১	৩৫৭	৩৫৭	৩৫৭
৪।	আমানত:	১৮৯৫৮	১৯৯৫০	১৯৭২২	২০৬৯০
	১। তলবী আমানত	১১২৫০	১১৭৭৫	১১৯৯৯	১১৬৯০
	২। মেয়াদী আমানত	৭৭০৮	৮১৭৫	৭৭২৩	৯০০০
৫।	অগ্রিম	১৩০৪৪	১৪৮২৯	১৫১৯৬	১৬১৮৪
৬।	বিনিয়োগ	৪৫৩৭	৪৬১৭	৩৪৩৮	৫০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২০৫৬৭	২১৩৯৫	২৩০০০	২৫০০০
৮।	মোট আয়	১৪৩৪	১৭০৮	৬০৭	১০০০
৯।	মোট ব্যয়	১৩৩৬	১৩৮৩	৬০৯	৭০০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৬৬০৭	১৭৪৮৮	৯১৯২	১৪৪৬৮
	ক) রপ্তানি	৬১১০	৫৯৮৪	৩৫৬৩	৫৪২৪
	খ) আমদানি	৯৪২৮	৯২১১	৪৮৬১	৮০৪৪
	গ) রেমিটেন্স	১০৬৯	২২৯৩	৭৬৮	১০০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪৯৫৫	৪৯৬০	৪৯০৭	৪৮৯৬
	১। কর্মকর্তা	২৭৩২	২৮০১	২৯৪৭	২৯৪২
	২। কর্মচারী	২২২৩	২১৫৯	১৯৬০	১৯৫৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪১৫	৪২০	৪২৩	৪৩০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৩৫৩	৩৫১	৩৫১	৩৫১

ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৬সালে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ৭৬৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ২৯২ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৪১ মিলিয়ন টাকা ও ১৯৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৯৫ মিলিয়ন টাকা ও ৮০ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণী-২ এ দেয়া হল।

সারণী - ২

মিলিয়ন টাকায়

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়

		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫	বিতরণ	-	৮৫	২০৩	২৮৮	৪৫৩	৭৪১
	আদায়	-	২৫	৪৩	৬৮	১২৭	১৯৫
১৯৯৬	বিতরণ	৪৬	১৭৩	৮৬	৩০৫	৪৬৪	৭৬৯
	আদায়	৪৯	৮২	৩২	১৬৩	১২৯	২৯২
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*	বিতরণ	১১	৪৪	২২	৭৭	১১৮	১৯৫
	আদায়	১২	২১	১০	৪৩	৩৬	৮০
৩০শে জুন, ১৯৯৭**	বিতরণ	২০	৭০	৪০	১৩০	১৬৮	২৯৮
	আদায়	২২	৩৫	১৬	৭৩	৫১	১২৪

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৬ সালে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড ২১২টি শিল্প প্রকল্পে মোট ৯২১ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে, তন্মধ্যে ৮৬টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ৮২২ মিলিয়ন টাকা এবং ১২৬টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৯৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে মোট ২১৮টি প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৫১ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে ৮৯টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ৮৩২ মিলিয়ন টাকা এবং ১২৯টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ২১৯ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণী-৩ এ দেয়া হল।

সারণী - ৩

মিলিয়ন টাকায়

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮৬	১২৬	২১২
পরিমাণ	৮২২	৯৯	৯২১
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৬	৫৭	১১৩
পরিমাণ	৮০৫	২১৫	১০২০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮৯	১২৯	২১৮
পরিমাণ	৮৩২	২১৯	১০৫১
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১১	২১	৩২
পরিমাণ	১০৩	৪০	১৪৩
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	২৫	৪৫	৭০
পরিমাণ	৩০৬	৯০	৩৯৬

* প্রাক্কলিত

ঋণ কর্মসূচী

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৮২৯ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে দারিদ্র বিমোচন খাতে ছিল ৪২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৮২১ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে দারিদ্র বিমোচন খাতে ছিল ৪২ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ কর্মসূচীসহ খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণী-৪ এ দেয়া হল।

সারণী - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ				
	(১) শস্য	৯৬	৯৬	৯৬	৯৬
	(২) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৫৭	১৫৭	১৫৭	১৫৭
২।	শিল্পঃ				
	(১) বৃহৎ	১৭৬	১৮০	১৮২	১৮৩
	(২) মাঝারী	১২২	৭৪১	৭৫২	৭৫৪
	(৩) ক্ষুদ্র ও কুটির	৯৫	৯৯	১০০	১০৫
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৯০৭৬	১০০৭৮	১০০৫৬	১০০৮৮
৪।	বীমা, রিয়াল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫৬৪	৬২২	৬২১	৬২৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৭২	৮০	৮০	৮২
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ				
	(১) দারিদ্র বিমোচন	৩৮	৪২	৪২	৪২
	(২) অন্যান্য	১৭	১৭	১৭	১৭
৭।	অন্যান্য	২৬৩১	২৭১৭	২৭১৮	২৭২০
	সর্বমোট	১৩০৪৪	১৪৮২৯	১৪৮২১	১৪৮৬৯

৪—

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির আওতায় পুঁজি প্রত্যাহারপূর্বক উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডকে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস হতে বেসরকারী খাতে ব্যবসা পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হয়। ১৯৯৬/৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়কালে ১৯৬টি শাখা সম্বলিত এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২০০ মিলিয়ন টাকা। মোট ১০০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ৯৫ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তা ও জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ৫ মিলিয়ন টাকা সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৪ মিলিয়ন টাকা, এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯১৯ জনে, তন্মধ্যে ১৭০৫ জন কর্মকর্তা এবং ১২১৪ জন কর্মচারী।

১৯৯৬ সালে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানত ২শতাংশ হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর শেষে ১৪৩০২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে মোট আমানত শতকরা ১ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির মোট আমানত ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৯৩৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৮৪৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা মার্চ, ১৯৯৭ শেষে শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১০৮৮৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি মোট ২২৫৮ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। পূর্ববর্তী বছরে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২১৮৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি মোট ১৩৬২৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে তন্মধ্যে রপ্তানি ৩৮১০ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৮৫২০ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১২৯৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৬৭২৬ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ১৯৩৯ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৪২০৬ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৫৮১ মিলিয়ন টাকা। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৫৪	১৫৪	১৫৪	১৫৪
৪।	আমানত	১৪৫৫২	১৪৩০২	১৪৯৩৯	১৫৯০০
	(ক) তলবী আমানত	৩৫৫০	৩২৪৭	৩৩৯১	৩৬০৯
	(খ) মেয়াদী আমানত	১১০০২	১১০৫৫	১১৫৪৮	১২২৯১
৫।	অগ্রিম	৯৩৯৯	৯৮৪৭	১০৮৮৭	১১৯৩১
৬।	বিনিয়োগ	২১৮৪	২২৫৮	২২৫৮	২২৫৮
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৫৬২২	১৫৬৯৩	১৬৩৩০	১৭২৯১
৮।	মোট আয়	১০৯১	১২২০	৩৪২	৮০০
৯।	মোট ব্যয়	১০৮৪	১১৪৩	৩২০	৭৪০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৩৬৭২	১৩৬২৪	৬৭২৬	১৩৮৬২
	(ক) রপ্তানি	৩২২৩	৩৮১০	১৯৩৯	৪০৪১
	(খ) আমদানি	৮৫৩৩	৮৫২০	৪২০৬	৮৬৮৩
	(গ) রেমিটেন্স	১৯১৬	১২৯৪	৫৮১	১১৩৮
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৯১০	২৯১৬	২৯১৯	২৯১৯
	(ক) কর্মকর্তা	১৫১২	১৭০৩	১৭০৫	১৭০৫
	(খ) কর্মচারী	১৩৯৮	১২১৩	১২১৪	১২১৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১৯৮	১৯৭	১৯৬	১৯৬

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৬ সালে উত্তরা ব্যাংক ১৫২৪৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে ও ৬৪৪৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩৪৬৪ মিলিয়ন ও ৫০১৭ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি কৃষি খাতে ২ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে অন্যদিকে ব্যাংক কৃষি উন্নয়নের নিমিত্তে সার, কীটনাশক, ঔষধ ও কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য প্রায় ৪০০ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করেছে। আলোচ্য বছরে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৫৯৯ মিলিয়ন টাকা ও ২১৯৩ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৫১১ মিলিয়ন টাকা ও ১৫৩৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংক মোট ৪৫০৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ২৩১৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণী-২-এ দেয়া হল।

সারণী-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫						
বিতরণ	০	২১	৩৪৯০	৩৫১১	৯৯৫৩	১৩৪৬৪
আদায়	৫০	২৮	১৫০৬	১৫৩৪	৩৪৮৩	৫০৬৭
১৯৯৬						
বিতরণ	০	১৫	৩৫৮৪	৩৫৯৯	১১৬৫০	১৫২৪৯
আদায়	২	১৪	২১৭৯	২১৯৩	৪২৫০	৬৪৪০
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*						
বিতরণ	০	৪	১২৫৪	১২৫৮	৩২৫০	৪৫০৮
আদায়	০	৫	৭৫০	৭৫৫	১৫৬০	২৩১৫
৩০শে জুন, ১৯৯৭**						
বিতরণ	০	১০	২৬২৫	২৬৩৫	৬২৭৫	৮৯১০
আদায়	১	৮	১৫৭৫	১৫৮৩	৩৬২৫	৫২০৯

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৬ সালে উত্তরা ব্যাংক ৪টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রকল্পের জন্য মোট ৭২ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪৫ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে মাঝারী শিল্পে ৩০৪ মিলিয়ন টাকা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ১৪২ মিলিয়ন টাকা। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণী-৩ এ দেয়া হল।

সারণী - ৩

মিলিয়ন টাকায়

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৩	৩৮৮৩	৩৮৯৬
পরিমাণ	৩০৪	১৪২	৪৪৬
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	৩	৪
পরিমাণ	৫৮	১৫	৭৩
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৩	৩৮৮৩	৩৮৯৬
পরিমাণ	৩০৪	১৪২	৪৪৬
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	০	০	০
পরিমাণ	০	০	০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	০	২	২
পরিমাণ	০	৫	৫

বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে দারিদ্র বিমোচন খাতে ২২ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ১০ মিলিয়ন টাকা।

১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ শতকরা ৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, তন্মধ্যে দারিদ্র বিমোচন খাতে ২১ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ১০ মিলিয়ন টাকা। বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণী-৪ এ দেয়া হল।

সারণী - ৪

মিলিয়ন টাকায়

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ	২৯	২৬	২৬	২৫
	(১)	শস্য	২৮	২৫	২৫	২৪
	(২)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১	১	১	১
২।		শিল্পঃ	২৭৭৬	২৭২৮	২৯৩২	৩০২৫
	(১)	বৃহৎ ও মাঝারী	২৪৭৯	২৪৭৩	২৬৬৭	২৭৪০
	(২)	ক্ষুদ্র ও কুটির	২৮৭	২৫৫	২৬৫	২৮৫
৩।		পাইকারী ও খুচরা বানিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	১৬৪০	১৬৪২	১৭৪০	১৮২৫
৪।		বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	৩৭৫৮	৩৮১২	৪০৯৮	৪৩৮০
৫।		পরিবহন ও যোগাযোগ	১৫৪	১৫৬	১৬২	১৭০
৬।		বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	৩৮	৩২	৩১	২৯
	(১)	দারিদ্র বিমোচন	২৬	২২	২১	২০
	(২)	অন্যান্য	১২	১০	১০	৯
৭।		অন্যান্য	১০১৪	১০৭১	১১৭৪	১২২৬
		সর্বমোট	৯৩৯৯	৯৪৬৭	১০১৬৩	১০৬৮০

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ১০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ৪৪ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ২৩শে মার্চ, ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ৩৯১ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনের ১৯৫ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাদের কর্তৃক, ২০ মিলিয়ন টাকা সরকার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এবং অবশিষ্ট ১৭৬ মিলিয়ন টাকা জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪টিতে। ওমানে ব্যাংকের যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত 'গালফ ওভারসীজ এক্সচেঞ্জ হাউজ' আছে। ১৯৯৬ সালে মায়ানমারে ব্যাংকের একটি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস খোলা হয়। ১৯৯৭ সালে এ ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৭৫ জন, তন্মধ্যে ১২০৮জন কর্মকর্তা বাকী ৫৬৭ জন কর্মচারী।

১৯৯৬ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানত শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর শেষে ১৫৬২০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে মোট আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল শতকরা ৭ ভাগ। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির আমানত হ্রাস পেয়ে মার্চ মাস শেষে ১৩১৭৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০৮৯ মিলিয়ন টাকা যার পরিমাণ ছিল ১৯৯৫ শেষে ৯৭১১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি মোট ১৯২৯ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি ২৭৯৬২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে তন্মধ্যে রপ্তানি ১১১৩৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৪৬২২ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২২০৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০৮৪ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ২৬৮৩ মিলিয়ন, ৪৮৭৫ মিলিয়ন এবং ৫২৬ মিলিয়ন টাকা। সারণী-১-এ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেওয়া হল।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণী-১
(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১। অনুমোদিত মূলধন	৫০০	১০০০	১০০০	১০০০
২। পরিশোধিত মূলধন	৩৩০	৩৯১	৩৯১	৩৯১
৩। রিজার্ভ ফান্ড	২৭৭	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫
৪। আমানত	১৩৫২০	১৫৬২০	১৩১৭৪	১৪৮২২
(ক) তলবী আমানত	৩৮৩৫	৪৩৪৮	৩৭০৯	৪১৭৮
(খ) মেয়াদী আমানত	৯৬৮৫	১১২৭২	৯৪৬৫	১০৬৫০
৫। অগ্রিম	৯৭১১	১০০৮৯	১০৩০৯	১১১৩৬
৬। বিনিয়োগ	১৭৮১	১৯২৯	১৭৬১	২০২৬
৭। মোট পরিসম্পদ	২৩৮১৬	২৬৫৪১	২৮৭৮৪	২৯০০০
৮। মোট আয়	১০৬৮	১১৬৩	৪০৫	৮০০
৯। মোট ব্যয়	৯০৩	৯৮৩	২৬৫	২৬৫
১০। বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৮৮২৭	২৭৯৬২	৮০৮৪	১৬৩৫৬
(ক) রপ্তানি	১০৭১৫	১১১৩৬	২৬৮৩	৫৪০৬
(খ) আমদানি	১৬১১৩	১৪৬২২	৪৮৭৫	৯৮০০
(গ) রেমিটেন্স	১৯৯৯	২২০৪	৫২৬	১১৫০
১১। মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭৮৬	১৭৭৪	১৭৭৫	১৮২৫
(ক) কর্মকর্তা	১১৯১	১২০৮	১২০৮	১২১৮
(খ) কর্মচারী	৫৯৫	৫৬৬	৫৬৭	৬০৭
১২। বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩৪২	৩৬০	৩৬৬	৩৭০
১৩। শাখা (সংখ্যায়)	৬২	৬৫	৬৬	৬৮
(ক) বাংলাদেশে	৬১	৬৩	৬৪	৬৬
(খ) বিদেশে*	১	২	২	২

* এক্সচেঞ্জ হাউস

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৬ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক মোট ৯৯৫০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৩০০৮ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৬৫৮ মিলিয়ন টাকা ও ২৩০৬ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি কৃষিখাতে ৩৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০ মিলিয়ন ও ১০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৩১৪ মিলিয়ন ও ৭০৬ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭৭৪ মিলিয়ন ও ৫৩৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণী-২ এ দেয়া হল।

সারণী-২

ঋণ বিতরণ ও আদায় (মিলিয়ন টাকায়)

		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫							
	বিতরণ	২০	৫৯৪	১১৮০	১৭৭৪	৫৮৬৪	৭৬৫৮
	আদায়	১০	৮১	৪৫৬	৫৩৭	১৭৫৯	২৩০৬
১৯৯৬	বিতরণ	৩৪	৭৭০	১৫৩০	২৩১৪	৭৬৩৬	৯৯৫০
	আদায়	১১	২৩৫	৪৬০	৭০৬	২৩০২	৩০০৮
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*							
	বিতরণ	৭	১২৮	২৫৫	৩৯০	১২৬৫	১৬৫৫
	আদায়	০	৪০	৭৫	১১৫	৩৮৫	৫০০
৩০শে জুন, ১৯৯৭**							
	বিতরণ	১৫	২৫০	৫০৫	৭৭০	২৪৯৫	৩২৬৫
	আদায়	১০	৭৬	১৫২	২৩৮	৭৫৫	৯৯৫

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী ঃ

১৯৯৬ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ৮টি প্রকল্পে মোট ১২২ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণের মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৪৫৪৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণের মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৪৫৮৭ মিলিয়ন টাকা। সারণী-৩ এ শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দেয়া হল।

সারণী - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

মিলিয়ন টাকায়

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৯৫	৭২৭	১০২২
পরিমাণ	২৭২২	১৮২৭	৪৫৪৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬	২	৮
পরিমাণ	১০৯	১৩	১২২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩০২	৭২৯	১০৩১
পরিমাণ	২৮৬০	১৮৪০	৪৫৮৭
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	৩০	-	৩০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	৪	৮
পরিমাণ	১৪০	১০	১৫০

বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ

ন্যাশনাল ব্যাংক ১৯৯২ সাল থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পাধীন বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় শস্য খাতে তদারকী ঋণ ব্যবস্থায় অর্থায়ন করে আসছে। দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ উর্বর আবাদযোগ্য ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রান্তিক ও বর্গা চাষীর প্রয়োজনীয় অর্থায়ন তদারকী ঋণ প্রদান কর্মসূচীর লক্ষ্য। ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে এ খাতে বিনিয়োগ করা হয় যথাক্রমে ৯ মিলিয়ন ও ১৪ মিলিয়ন টাকা। ঋণ আদায়ের হার ১৯৯৫ সালে ৯৫ ও ১৯৯৬ সালে ৭৮ শতাংশ।

১৯৯৬ সালের ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড-এর বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ৫০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে, ১৯৯৫ সালে যার পরিমাণ ছিল ৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে এ ঋণের পরিমাণ ৫২ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত-ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণী-৪-এ দেয়া হল।

সারণী - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ				
	(১)	শস্য	১	৬	৬	৭
	(২)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭৪	৪২	৪৪	৪৮
২।		শিল্পঃ				
	(১)	বৃহৎ ও মাঝারী	১৪২১	১২৫২	১২৬৭	১৪১৮
	(২)	ক্ষুদ্র ও কুটির	২০১৮	১৭৮০	১৮২৩	২০৫১
৩।		পাইকারী ও খুচরা বানিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৩৬৬৩	৪৮৪০	৪৯৪৭	৫২২০
৪।		বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	১৫৫৫	১৪৬৩	১৪৭৮	১৫৭৫
৫।		পরিবহন ও যোগাযোগ	১৫০	৩০	৩২	৩৫
৬।		বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ				
	(১)	দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	(২)	অন্যান্য	৭	৫০	৫২	৫৭
৭।		অন্যান্য	৮২২	৬২৬	৬৬০	৭২৫
		সর্বমোট	৯৭১১	১০০৮৯	১০৩০৯	১১১৩৬

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড

১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত দি সিটি ব্যাংক লিমিটেডের বর্তমান অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৬০ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ৮০ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক, ৮০ মিলিয়ন টাকা জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৫ মিলিয়ন টাকা। ৭৬টি শাখা বিশিষ্ট এ ব্যাংকে ১১৭২ জন নির্বাহী/কর্মকর্তা এবং ৬৮২ জন কর্মচারী রয়েছে।

১৯৯৬ সালের শেষে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৮০০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৫ বছরের সমাপনীতে এর পরিমাণ ছিলো ৭৮৪৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট আমানত হয় ৭২৫০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৫ সালের শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি ছিল ৬৩৩৯ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৬ সনের শেষে দাঁড়ায় ৬০৩৫ মিলিয়ন টাকা। আদায় পরিস্থিতির উন্নয়নের ফলে মোট ঋণ শতকরা ৫ ভাগ হ্রাস পায়। মার্চ, ১৯৯৭ শেষে মোট ঋণের পরিমাণ হয় ৬০৩৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি মোট ৮৩৪ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৮৭৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি মোট ৬৮৪৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে তন্মধ্যে রপ্তানি ১১০১ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৪৯৫৬ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৭৮৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ১৭১৭ মিলিয়ন টাকা তন্মধ্যে রপ্তানি ৩৩৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১২০৩ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১৭৮ মিলিয়ন টাকা। দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য (মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৪০০	৪০০	৪০০	৪০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১২৫	১২৫	১২৫	১২৫
৪।	আমানত	৭৮৪৬	৭৭৮০	৭২৫০	৮০০০
	(ক) তলবী আমানত	১৯৪৬	১৪২২	১২৩৩	১৬০০
	(খ) মেয়াদী আমানত	৫৯০০	৬৩৫৮	৬০১৭	৬৪০০
৫।	অগ্রিম	৬৩৩৯	৬০৩৫	৬০৩৩	৬৭৫০
৬।	বিনিয়োগ	৮৭৯	৮৩৪	৯১৭	১০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৯৪৩৩	৯৯৮০	১০৮২৪	১২০০০
৮।	মোট আয়	৭৮৯	৮০৩	১৯০	৫৭২
৯।	মোট ব্যয়	৬১১	৬২২	১৮০	৪৪৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৮৯৭৫	৬৮৪৬	১৭১৭	৬৭৫০
	(ক) রপ্তানি	৯৯০	১১০১	৩৩৬	১০০০
	(খ) আমদানি	৭৩৫০	৪৯৫৬	১২০৩	৩০০০
	(গ) রেমিটেন্স	৬৩৫	৭৮৯	১৭৮	৫০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৮৩৩	১৮৪৩	১৮৫৪	১৮৭৫
	(ক) নির্বাহী/কর্মকর্তা	১১৬৯	১১৬৪	১১৭২	১১৮৫
	(খ) কর্মচারী	৬৬৪	৬৭৯	৬৮২	৬৯০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪২	২৫১	২৬৯	২৭২
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৭৫	৭৬	৭৬	৮০

* সাময়িক

৫—

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৬ সালে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড মোট ৭৫২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১২৮১ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি কৃষি খাতে ১৪ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৫ মিলিয়ন টাকা। শিল্পখাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৫ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৭২১ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণের অবস্থা সারণী-২ এ দেয়া হল।

সারণী-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫						
বিতরণ	৫	২৬৬	৪৫০	৭২১	৫৬০	১২৮১
আদায়	-	১১	৫৩	৬৪	১৯৮	২৬২
১৯৯৬						
বিতরণ	১৪	৫	১৫০	১৫৫	৫৮৩	৭৫২
আদায়	৪	৭১	৩৫	১০৬	৪১৮	৫২৮
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*						
বিতরণ	১৯	৪০	৮০	১২০	১৮৫	৩২৪
আদায়	৪	২১	৪৭	৬৮	৩২	১০৪
৩০শে জুন, ১৯৯৭**						
বিতরণ	২০	১০০	১৩০	২৩০	২২৩	৪৭৩
আদায়	৫	২০	৫৫	৭৫	৭০	১৫০

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৬ সালে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড ১ টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে মোট ৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৪৭৭ মিলিয়ন টাকা সারণী-৩ এ শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা দেয়া হল।

সারণী - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

মিলিয়ন টাকায়

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	১	৯
পরিমাণ	৪৭৭	৩	৪৮০
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	৫	-	৫
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৯	-	৯
পরিমাণ	৪৭৯	-	৪৭৯
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	৪০	-	৪০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	১	১১
পরিমাণ	৪৯৫	৫	৫০০

১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর ঋণের স্থিতির পরিমাণ মোট ৬০৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (কৃষি খাতে ১৯ মিলিয়ন টাকা, শিল্প খাতে ৪৭৯ মিলিয়ন টাকা)। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যাংকের মোট অগ্রিমের স্থিতি দাঁড়ায় ৫০৪৫ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৬ এর শেষে ৫০১৯ মিলিয়ন টাকা ছিল। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণী - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ	৫	১৯	১৯	২০
	(১)	শস্য	-	-	-	-
	(২)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৫	১৯	১৯	২০
২।		শিল্পঃ	২৬৬	৪৭৭	৪৭৯	৪৯৫
	(১)	বৃহৎ	১৬৬	৩৭৫	৩৭২	৩৮৫
	(২)	মাঝারী	১০০	১০২	১০৭	১১০
৩।		পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৫১৭০	৫০১৯	৫০৪৫	৫৭২০
৪।		পরিবহন ও যোগাযোগ	১২	৭	১০	১৫
৫।		অন্যান্য	৮৮৭	৫১৩	৪৮০	৫০০
		সর্বমোট	৬৩৩৯	৬০৩৫	৬০৩৩	৬৭৫০

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮৩ সালের ২৯শে জুন হতে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মকান্ড শুরু করে। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসের শেষ নাগাদ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২২৪ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ১৭৯ মিলিয়ন টাকায় দাড়ায়। ৩১ মার্চ, ১৯৯৭ শেষে ব্যাংকটির ৭৮টি শাখাসহ মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ১৯৪৯ জনে যার মধ্যে ১২৬৫ জন কর্মকর্তা এবং ৬৭৬ জন কর্মচারী।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর শেষের ৭৯৩৪ মিলিয়ন টাকা থেকে ৭৩৪ মিলিয়ন (৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালের একই সময়ে ৮৬৬৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ৮২৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ১৯৯৫ সালের তুলনায় ১১৩ মিলিয়ন টাকা (৪%) এবং ৬২১ মিলিয়ন টাকা (১১%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালের শেষে যথাক্রমে ২৭৪৭ মিলিয়ন এবং ৫৯২১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ের ব্যবধানে মোট আগাম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ২৫৪ মিলিয়ন (৪%) বৃদ্ধি এবং ৭০ মিলিয়ন(৫%) হ্রাস পেয়ে ৫৯৪৮ মিলিয়ন এবং ১২০৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমান ১৯৯৫ সালের তুলনায় ২৬৭৬ মিলিয়ন হ্রাস পেয়ে ১৯৯৬ সালের ১১৮৪৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট আমদানির পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ১০৯৫৬ মিলিয়ন টাকা থেকে ২৫৭৮ মিলিয়ন (২৩%) হ্রাস পেয়ে ১৯৯৬ সালে ৮৩৭৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসের ২৬১৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে রপ্তানির পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ৩৫৬৬ মিলিয়ন টাকা থেকে ৯৮ মিলিয়ন (৩%) হ্রাস পেয়ে ১৯৯৬ সালে ৩৪৬৮ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১০৮৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণী-১ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৯৫	২২৪	২২৪	২২৪
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৩১	১৭৯	১৭৯	১৭৯
৪।	আমানত	৭৯৩৪	৮৬৬৮	৮২৮৫	৮৭১০
	(ক) তলবী আমানত	২৬৩৪	২৭৪৭	২৪৯৭	২৫৬৯
	(খ) মেয়াদী আমানত	৫৩০০	৫৯২১	৫৭৮৮	৬১৪১
৫।	অগ্রিম	৫৬৯৪	৫৯৪৮	৫৮২৩	৬২৭১
৬।	বিনিয়োগ	১২৭৮	১২০৮	১১৯২	১২১১
৭।	মোট পরিসম্পদ	১১৬৫২	১১৮৫৯	১২০৯৬	১২৩৩৮
৮।	মোট আয়	৭২৮	৮২২	২৩২	৫৪০
৯।	মোট ব্যয়	৫৭৮	৬৪৪	১৯৫	৩৯১
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৪৫২২	১১৮৪৬	৩৭০২	৭৭৭৪
	(ক) রপ্তানি	৩৫৬৬	৩৪৬৮	১০৮৪	২২৭৬
	(খ) আমদানি	১০৯৫৬	৮৩৭৮	২৬১৮	৫৪৯৮
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৮৬৬	১৯৩৯	১৯৪১	১৯৫০
	(ক) কর্মকর্তা	১২১৭	১২৬০	১২৬৫	১২৭০
	(খ) কর্মচারী	৬৪৯	৬৭৯	৬৭৬	৬৮০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৯৮	৯৯	৯৯	১০২
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৭৭	৭৮	৭৮	৭৯

ঋণ বিতরণ ও আদায়

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক এর ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ১৫২৯৪ মিলিয়ন এবং ৯৬০১ মিলিয়ন টাকার তুলনায় যথাক্রমে ১১৭০ মিলিয়ন এবং ৭৭৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে ১৬৪৬৫ মিলিয়ন এবং ১০৩৭৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে যথাক্রমে ১৭২৮০ মিলিয়ন ও ১০৫৪১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য সারণী নং-২ এ দেয়া হল।

সারণী-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫						
বিতরণ	-	১৩৮১	১৭১২	৩০৯৩	১২২০১	১৫২৯৪
আদায়	-	১৭	৭০৫	৭২২	৮৮৭৯	৯৬০১
১৯৯৬						
বিতরণ	২৩৮	১৪৩৫	২৩০৫	৩৭৪০	১২৪৮৬	১৬৪৬৪
আদায়	৯৭	১৬২	১০২৮	১১৯০	৯০৯২	১০৩৭৯
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*						
বিতরণ	-	১৪৮৬	২৬৩৫	৪১২১	১৩১৫৯	১৭২৮০
আদায়	৩০	১৯১	১০৫০	১২৪১	৯২৭০	১০৫৪১
৩০শে জুন, ১৯৯৭**						
বিতরণ	২৫	১৫৩৬	২২০০	৩৭৩৬	১৩৮২৩	১৭৫৫৯
আদায়	১৮	২৪৯	১৩৩০	১৫৭৯	৯৩৪১	১০৯২০

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

ব্যাংক শুরু থেকে ১৯৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ৪৮টি প্রকল্পের আওতায় মোট ১৫১১ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে ২৭১ মিলিয়ন টাকা (১৮%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বাকী ১২৪০ মিলিয়ন টাকা (৮২%) মাঝারী শিল্পের জন্য। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক ৪৮টি প্রকল্পের আওতায় মোট ১৫১৮ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে যার মধ্যে ২৭১ মিলিয়ন টাকার (১৮%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে এবং বাকী ১২৪৭ মিলিয়ন টাকা (৮২%) মাঝারী শিল্পে। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণী-৩ দেয়া হল।

সারণী - ৩

মিলিয়ন টাকায়

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	৩৮	৪৮
পরিমাণ	১২৪৭	২৭১	১৫১৮
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	৩৮	৪৮
পরিমাণ	১২৪০	২৭১	১৫১১
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	১	১
পরিমাণ	-	২০	২০

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড এর মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর শেষের ৫৬৯৪ মিলিয়নের তুলনায় ২৫৪ মিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালের একই সময়ে ৫৯৪৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে শিল্প ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ১৪৮৯ মিলিয়ন (২৫%) টাকা। ব্যাংকের এ স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ৫৮২৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ১৫১৩ মিলিয়ন (২৬%) টাকা। খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণী-৪ এ দেখানো হল।

সারণী - ৪

মিলিয়ন টাকায়

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	১৪১	২৫	৯৭
	(১)	শস্য	৩১	১	২৫	
	(২)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	১১০	২৪	৭২
২।		শিল্পঃ	১৩৬৪	১৪৮৯	১৫১৩	১৫৯০
	(১)	বৃহৎ ও মাঝারী	৮৯৭	৮৯৪	৯৪৩	৯২০
	(২)	ক্ষুদ্র ও কুটির	৪৬৭	৫৯৫	৫৭০	৬৭০
৩।		পাইকারী ও খুচরা বানিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৪১২৩	৪১০৫	৪০৯০	৪৩৫৭
৪।		বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	৮৮	৯৮	৮৭	৯৯
৫।		পরিবহন ও যোগাযোগ	৪১	৩৩	৩২	৪৭
৬।		অন্যান্য	৭৮	৮২	৭৬	৮১
		সর্বমোট	৫৬৯৪	৫৯৪৮	৫৮২৩	৬২৭১

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮২ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে ২০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ৮৫ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মকান্ড শুরু করে। ১৯৯৬ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৮০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২৮২ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ২০২ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ব্যাংকটির ৬টি শাখায় মোট ১৫৫৩ জন কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছেন।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর শেষে ৯৮৬৪ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৫৩ মিলিয়ন টাকা (২%) হ্রাস পেয়ে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ৯৭১১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে আরও হ্রাস পেয়ে ৯৩৯৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। তলবী আমানতের পরিমাণ ১৯৯৫ সালের তুলনায় ১৯ মিলিয়ন টাকা (১%) হ্রাস পেয়ে ১৯৯৬ সালের শেষে ২২২৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ের ব্যবধানে মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ১৩৫ মিলিয়ন (২%) টাকা হ্রাস পেয়ে ৭৪৮২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট আগাম ও বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৫ সালের তুলনায় যথাক্রমে ৩১৯ মিলিয়ন (৪%) এবং ২৮৪ মিলিয়ন (২০%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালের শেষে ৮৫৬১ মিলিয়ন এবং ১৭০৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৫ সালের তুলনায় ১২৭ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে ১৩৪৬৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার পরিমাণ ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে ছিল ৩৭০৬মিলিয়ন টাকা। মোট আমদানির পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ৮৫৭৩ মিলিয়ন টাকা থেকে ৯% হ্রাস পেয়ে ১৯৯৬ সালে ৭৭৯৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ২২৫৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মোট রপ্তানির পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ৪৫৩৪ মিলিয়ন টাকা থেকে ১% হ্রাস পেয়ে ১৯৯৬ সালে ৪৪৮৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১১৫৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে রেমিটেন্সের পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ২৩০ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে ১১৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ২৯৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণী-১এ দেয়া হল।

সারণী - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩১শে মার্চ ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০	৮০০	৮০০	৮০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫৭	২৮২	২৮২	২৮২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২০২	২০২	২০২	২০২
৪।	আমানত:	৯৮৬৪	৯৭১১	৯৩৯৫	১১০৯৭
	১। তলবী আমানত	২২৪৮	২২২৯	২১১০	২৭৭৪
	২। মেয়াদী আমানত	৭৬১৬	৭৪৮২	৭২৮৫	৮৩২৩
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৮২৪২	৮৫৬১	৮২৮৬	৮৪০০
৬।	বিনিয়োগ	১৪২৩	১৭০৭	১৮১৩	১৯০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১০৮২৪	১৩২৪২	১৩৩০০	১৪০০০
৮।	মোট আয়	৮৬৩	৭৩৫	১৪০	৪৩২
৯।	মোট ব্যয়	৭৯১	২৮৫	৭৬	১৫৭
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৩৩৩৭	১৩৪৬৫	৩৭০৬	৯১০০
	ক) রপ্তানি	৪৫৩৪	৪৪৮৪	১১৫৪	৩০০০
	খ) আমদানি	৮৫৭৩	৭৭৯৭	২২৫৬	৫০০০
	গ) রেমিটেন্স	২৩০	১১৮৫	২৯৬	৬০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৫৩৮	১৫৪২	১৫৫৩	১৫৬২
	১। কর্মকর্তা	৭৯৭	৮৯৭	৮৮৮	৮৮৮
	২। কর্মচারী	৭৪১	৬৪৫	৬৬৫	৬৭৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৫৯	২৯০	২৯২	৩০০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)				
	ক) বাংলাদেশে	৫৪	৫৪	৫৫	৫৮
	খ) বিদেশে	১	১	১	১

ঋণ বিতরণ ও আদায়

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেডের ১৯৯৫ সালে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৫ মিলিয়ন ও ২৮ মিলিয়ন টাকা, যার পরিমাণ ১৯৯৬ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৬ মিলিয়ন ও ৪২ মিলিয়ন টাকায়। শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ৫৯৮০ মিলিয়ন ও ৫৯৭৭ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৯৯৬ সালে যথাক্রমে ৫২৫৬ মিলিয়ন ও ৫১৩৯ মিলিয়ন টাকা হয়। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটি কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫৪৯ মিলিয়ন ও ১৬৫৯ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণী-২এ দেয়া হল।

সারণী - ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়

মিলিয়ন টাকায়

	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫						
বিতরণ	১৫	৬৬০	৫৩২০	৫৯৮০	৮১০	৬৮১৬
আদায়	২৮	৭৫২	৫২২৫	৫৯৭৭	৭৮০	৬৭৮৫
১৯৯৬						
বিতরণ	৪৬	৬০৪	৪৬৫২	৫২৫৬	১৩৬০	৬৬৬২
আদায়	৪২	৫৯৮	৪৫৪১	৫১৩৯	১৪৫৩	৬৬৩৪
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*						
বিতরণ	৯	১২১	১০৪১	১১৬২	৩৭৮	১৫৪৯
আদায়	১০	১৬০	১১৩৫	১২৯৫	৩৫৩	১৬৫৮
৩০শে জুন, ১৯৯৭**						
বিতরণ	২১	১৪১	২২৬১	২৪০২	৭৮০	৩২০৩
আদায়	২২	২৮১	২৩৭১	২৬৫২	৭১২	৩৩৮৬

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

শুরু থেকে ১৯৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকটি ৫৮ টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৭৫৪ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে ৫২১ মিলিয়ন (৬৯%) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে, এবং ২৩৩ মিলিয়ন (৩১%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মঞ্জুর করে। ১৯৯৬ সালে ২টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৬০ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে যার সবটাই বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণী-৩এ দেয়া হল।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণী - ৩

মিলিয়ন টাকায়

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৩	৩৪	৫৭
পরিমাণ	৫১৮	২৩৩	৭৫১
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	৬০	-	৬০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৪	৩৪	৫৮
পরিমাণ	৫২১	২৩৩	৭৫৪
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	৩০	-	৩০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত**			
প্রকল্প সংখ্যা	১	২	৩
পরিমাণ	৩০	১০	৪০

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর শেষে ৮২৪২ মিলিয়ন থেকে ১% বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ৮২৮৬মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে স্থিতির পরিমাণ হয় ৮৫৬১ মিলিয়ন যার মধ্যে কৃষি খাতে ১১২মিলিয়ন (১%), শিল্প খাতে ১৩১৩ মিলিয়ন (১৫%) এবং পাইকারী/খুচরা ব্যবসা ও রেস্তোরা/হোটেল খাতে ৩৫৩৭ মিলিয়ন (৪১%) টাকা স্থিতি বিদ্যমান। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণী-৪এ দেয়া হল।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণী - ৪

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ				
	(১) শস্য				
	(২) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৫৬	১১২	১০৮	১১০
২।	শিল্পঃ				
	(১) বৃহৎ ও মাঝারী	৯৯৯	১১৯৬	১১৫৭	১১৭৩
	(২) ক্ষুদ্র ও কুটির	৫৮	১১৭	১১৩	১১৫
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৩০৮৫	৩৫৩৭	৩৪২৩	৩৪৭১
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৫৯০	১৪০৫	১৩৬০	১৩৭৯
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৩১	১৬০	১৫৫	১৫৭
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ				
	(১) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	(২) অন্যান্য	৬৫৬	৭৯৪	৭৬৮	৭৭৯
৭।	অন্যান্য	১৪৬৭	১২৪১	১২০১	১২১৮
	সর্বমোট	৮২৪২	৮৫৬১	৮২৮৬	৮৪০০

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

ইন্টরন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড কমার্স (আইএফআইসি) ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের বর্তমান পরিমাণ ১৯৯৬ সালে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং ২৭৯ মিলিয়ন টাকায়। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ১৬৭ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাগণ ও জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ১১২ মিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা বিদেশস্থ ২টি সহ ৫২টিতে দাড়ায়। এই ব্যাংক নেপালের কাঠমুন্ডুতে 'নেপাল বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড' স্থাপন করে।

১৯৯৬ সালে এ ব্যাংকের মোট আমানত শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর মাসের শেষে ১৪৫৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে আমানতের পরিমাণ ছিল ১৩১৫১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের জুনে মোট আমানত ১৫২৯৫ মিলিয়ন টাকা হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি ২২৮৩৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করে, যার মধ্যে রয়েছে রপ্তানি ৯৬৩৫ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি ১১৮৪৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালে এ ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর মাসের শেষে ১৩৪১৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের এই সময়ে ১১৭১০ মিলিয়ন টাকা ছিল। অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

মিলিয়ন টাকায়

	খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	৩১শে মার্চ ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫৪	২৭৯	২৭৯	২৭৯
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	২২৯	২৬৯	২৬৯	২৬৯
৪।	আমানত:	১৩১৫১	১৪৫৩০	১৩৩১১	১৫২৯৫
	১। তলবী আমানত	২৭৭৬	৩৪৮৬	২৯৭৬	৩২১২
	২। মেয়াদী আমানত	১০৩৭৫	১১০৪৪	১০৩৩৫	১২০৮৩
৫।	অগ্রিম	১১৭১০	১৩৪১৩	১৩৫৫২	১৪১৪৩
৬।	বিনিয়োগ	১৮৩৫	১৭১৭	১৯৩৫	২০২৯
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৫৪৭৪	১৬৫৪৯	১৬৫৪৯	১৭৬২১
৮।	মোট আয়	১০৯৬	১২২১	৬৮৫	১৩৭১
৯।	মোট ব্যয়	১০১৬	১১০২	৫২৫	১০৩৭
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২০৫৯৭	২২৮৩৫	৮০০০	১৪১৮৫
	১। রপ্তানি	৮১১৬	৯৬৩৭	২৭১৭	৬৪৪৮
	২। আমদানি	১১৩৬৭	১১৮৪৫	৩৮৭০	৭৭৩৭
	৩। রেমিটেন্স	১১১৪	১৩৫৩	১৪১৩	১৪২৬
১১।	মোট জনশক্তি(সংখ্যায়)	১৫৬৫	১৫২০	১৫৩৬	-
	১। কর্মকর্তা	৯৬৪	১০০৯	১০৩১	-
	২। কর্মচারী	৬০১	৫১১	৫০৫	-
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক(সংখ্যায়)	১৭৫	১৯৯	২০০	-
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৫২	৫২	৫২	৫৭
	১। বাংলাদেশে	৫০	৫০	৫০	৫৫
	২। বিদেশে	২	২	২	২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৬ সালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারী-ডিসেম্বরে যেখানে ১৭৮৮২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় সেখানে ১৯৯৬ সালের ঐ সময়ে ১৮৬২০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। ঋণ আদায় একই সময়ে ১৭০০৮ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৬৯১৭ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। ফলে, ঋণ স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৫ শেষের ১১৭১০ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৫ শতাংশ বেড়ে ১৯৯৬ শেষে ১৩৪১৩ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী জুন, ১৯৯৭ নাগাদ স্থিতি আরো বৃদ্ধি পেয়ে ১৪১৪৩ মিলিয়ন টাকা হবে। খাত-ওয়ারী ঋণ বিতরণ, আদায় এবং স্থিতি সংক্রান্ত তথ্য সারনী-২ এ দেখা যায়।

সারণী - ২
মিলিয়ন টাকায়

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়

		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ		অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন		
১৯৯৫						
	বিতরণ	৬৯৩	৬০২	৫৮৮	১৫৯৯৯	১৭৮৮২
	আদায়	৬৬৮	৩২৩	৫০০	১৫৫১৭	১৭০০৮
১৯৯৬						
	বিতরণ	৮	৩৮৮	৮৪৪	১৭৩৮০	১৮৬২০
	আদায়	২১	৩২৭	৫২৭	১৬০৪২	১৬৯১৭
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*						
	বিতরণ	৪৮	৯২	১৭৫	৪২৫০	৪৬১৩
	আদায়	৪৭	১৩২	১৬৭	৪০৭৯	৪৩৫৯
৩০শে জুন, ১৯৯৭**						
	বিতরণ	৫০	১১৭	২১০	৪৩৪২	৪৬৯৯
	আদায়	৪৮	৮২	১৩২	২১৪	৬৬১

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

ব্যাংক এর শিল্প ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী সারনী-৩ এ দেখা যায়।

সারণী - ৩
মিলিয়ন টাকায়

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৫ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৮	৯৪	১০২
	পরিমাণ	৩৬৬	৬৪৭	১০১৩
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৫ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৪	১২	১৬
	পরিমাণ	১৬২	৭৩	২৩৫
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৬ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৮	৯৭	১০৫
	পরিমাণ	৪২৬	৬১৯	১০৪৫
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	২	১	৩
	পরিমাণ	৭৮	১	৭৯
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৬ পর্যন্ত**	প্রকল্প সংখ্যা	২	২	৪
	পরিমাণ	৭৮	৮	৮৬

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণী-৪ এ দেয়া হল।

সারণী - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ	৭৯	৬৭	৬৭	৬৯
	(১)	শস্য	-	-	-	-
	(২)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭৯	৬৭	৬৭	৬৯
২।		শিল্পঃ	২২৮৮	২৬৬৭	২৬৩৫	২৬৬২
	(১)	বৃহৎ ও মাঝারী	২০০৭	১৮৩৭	১৭৯৭	১৮১২
	(২)	ক্ষুদ্র ও কুটির	২৮১	৮৩০	৮৩৮	৮৫০
৩।		পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা / হোটেল	৩৫৮১	৩৬৫৯	৩৪৩০	৩৫৮৭
৪।		বীমা, রিয়াল স্টেট ও ব্যবসা সেবা	৮৩	২৯৯	১১৭	১২৫
৫।		পরিবহন ও যোগাযোগ	২৯১	২৭৯	২৭১	২৮০
৬।		অন্যান্য	৫৩৮৮	৬৪৪২	৭০৩২	৭৪২০
		সর্বমোট	১১৭১০	১৩৪১৩	১৩৫৫২	১৪১৪৩

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে উঠা একটি বস্ত্র শিল্প।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

দেশের প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৩০শে মার্চ, ১৯৮৩ সালে কার্যক্রম শুরু করে। এটি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাংকিং কোম্পানী যার মূলধনের শতকরা ৬১ ভাগ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, কয়েকটি বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রদত্ত। অবশিষ্টাংশ বাংলাদেশী উদ্যোক্তগণ কর্তৃক প্রদত্ত। ১৯৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন টাকা, ৩১৮ মিলিয়ন টাকা এবং ৮৯৫ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ ১৯৯৭ পর্যন্ত ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৫ টিতে এবং মোট কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ১৭৮৮ জন, যার মধ্যে ১৫১১ জন কর্মকর্তা। ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী চলছে কিনা তা দেখাশুনা করার জন্য দেশের প্রখ্যাত আলেম, আইনজীবি, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংকারদের নিয়ে গঠিত "শরীয়াহ কাউন্সিল" আছে।

১৯৯৬ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর আমানতের পরিমাণ ১৬৬১ মিলিয়ন টাকা (১৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৩৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে (মার্চ পর্যন্ত) ব্যাংকটির আমানত বৃদ্ধি পায় ৬১৬ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির ১৯৯৬ সালের বিনিয়োগ স্থিতি ২০০৭ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৫৪০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের বিনিয়োগের স্থিতি ৮৫৭ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পায়। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি ৩২৯৬৯ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। তার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৭৮৭৫ মিলিয়ন টাকা, ১১৭৬৬ মিলিয়ন টাকা ও ৩৩২৮ মিলিয়ন টাকা।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১। অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২। পরিশোধিত মূলধন	১৬০	৩১৮	৩১৮	৩১৮
৩। রিজার্ভ ফান্ড	৬৫৩	৮৯৫	৮৯৫	৮৯৫
৪। আমানত	১২৬৬৯	১৪৩৩০	১৪৯৪৬	১৬২১৬
(ক) তলবী আমানত	৩৩৯৮	৩৬৪৬	৩৮০৩	৪১২৬
(খ) মেয়াদী আমানত	৯২৭১	১০৬৮৪	১১১৪৩	১২০৯০
৫। অগ্রিম	১১৫১২	১৩৫১৯	১২৬৬২	১৪০০৪
৬। বিনিয়োগ	২১	২১	২১	২১
৭। মোট পরিসম্পদ	১৫৪৯০	২২৭৪৯	২২৭৪৯	২২৭৪৯
৮। মোট আয়	১০৯৮	১২৪৮	৪৩৩	৯৬৩
৯। মোট ব্যয়	৭৮৬	৯৫২	২৩৬	৪৮৮
১০। বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩৪৬৮১	৩২৯৬৯	৯৫৩৮	১৯৮৫০
(ক) রপ্তানি	১১০১৬	১১৭৬৬	৩৩৩৮	৭১০০
(খ) আমদানি	২১২১৮	১৭৮৭৫	৫০৯৬	১০৭০০
(গ) রেমিটেন্স	২৪৪৭	৩৩২৮	১১০৪	২০৫০
১১। মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৩৫২	১৭৭৮	১৭৮৮	১৮৫০
(ক) কর্মকর্তা	১০৮৮	১৫০০	১৫১১	১৫২৫
(খ) কর্মচারী	২৬৪	২৭৮	২৭৭	৩২৫
১২। বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪৯৫	৫২৫	৫৩০	৫৫০
১৩। শাখা (সংখ্যায়)	৯০	৯৫	৯৫	৯৫

খাতভিত্তিক বিনিয়োগ ও আদায়

১৯৯৬ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মোট ৪১৭০২ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ বিতরণ ও ২৯৭৮৭ মিলিয়ন টাকা আদায় করে । পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩২৮৭৪ মিলিয়ন ও ২১৫৬১ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত বিনিয়োগের মধ্যে কৃষি ও শিল্প খাতে বিতরণ করা হয় যথাক্রমে ৪৩ মিলিয়ন ও ১৩৯১ মিলিয়ন টাকা এবং উক্ত খাতদ্বয়ে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২২ মিলিয়ন ও ৮৮৫ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাতওয়ারী বিনিয়োগ, বিতরণ ও আদায়ের তুলনা মূলক চিত্র সারণী ২ এ দেয়া হল।

সারণী-২

খাতভিত্তিক বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

	কৃষি বিনিয়োগ	শিল্প বিনিয়োগ			অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী বিনিয়োগ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫						
বিতরণ	১৪	৩৬৩	৮৭৫	১২৩৮	৩১৬২২	৩২৮৭৪
আদায়	৫	১৯৬	৬২০	৮১৬	২০৭৪০	২১৫৬১
১৯৯৬						
বিতরণ	৪৩	৭৪০	৬৫১	১৩৯১	৪০২৬৮	৪১৭০২
আদায়	২২	৩৮৩	৫০২	৮৮৫	২৮৮৮০	২৯৭৮৭
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*						
বিতরণ	৫৭	১২৭	৪৫৩	৫৮০	১৩৪৯৮	১৪১৩৫
আদায়	৩১	৪২	২০৮	২৫০	৮৫১১	৮৭৯২
৩০শে জুন, ১৯৯৭**						
বিতরণ	৭০	১৪০	৫০০	৬৪০	৯৭১০	১০৪২০
আদায়	৪০	৫০	২২০	২৭০	৭১২০	৭৪৩০

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুরী

১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি ৩৪টি প্রকল্পের জন্য ৮১৭ মিলিয়ন টাকা শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুর করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৩১টি প্রকল্পের জন্য ৯৬৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটি সর্বমোট ১৮৩ টি প্রকল্পের জন্য ৪২৯৪ মিলিয়ন টাকা শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুর করে। এর মধ্যে ২৫৪৫ মিলিয়ন টাকা (৫৯%) মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ ও মাঝারী আকারের শিল্পের জন্য। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর তুলনামূলক অবস্থা সারণী-৩ এ দেয়া হল।

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি আধুনিক হাসপাতালের সিটি স্ক্যান মেশিন।

সারণী - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক বিনিয়োগ

মিলিয়ন টাকায়

বিনিয়োগ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৫	১৬৮	১৮৩
পরিমাণ	২৫৪৫	১৭৪৯	৪২৯৪
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৯	২৫	৩৪
পরিমাণ	৪৬৫	৩৫২	৮১৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৮	১৭১	১৮৯
পরিমাণ	২৭০০	১৮০০	৪৫০০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	২	৪
পরিমাণ	১০০	৪৫	১৪৫
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	৬	১১
পরিমাণ	২৬১	১০০	৩৬১

আর্থ-সামাজিক ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী

দেশের আর্থ-সামাজিক ও দারিদ্র বিমোচনে ব্যাংকের কর্মসূচী ১৯৯৬ সালেও অব্যাহত থাকে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকটি পল্লী এলাকার গরীব ও সম্বলহীন মানুষের জন্য সর্বোচ্চ ১০০০০ টাকা এবং প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য সর্বোচ্চ ২৫০০০ টাকা বিনা জামানতে বিনিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করে আসছে। এছাড়া, আয় থেকে দায় পরিশোধ, হকারদের জন্য বিনিয়োগ এবং কর্জে হাসানা ইত্যাদি কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচী সহ ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণী-৪ এ দেয়া হল।

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে উঠা একটি গবাদি পশুর খামার।

সারণী - ৪

মিলিয়ন টাকায়

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ				
	(১)	শস্য	৩৭	১	১	১
	(২)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩৭	১৫৯	১৬১	১৬৯
২।		শিল্পঃ	৩১৩২	৪২৯৪	৪৫০০	৪৯০০
	(১)	বৃহৎ ও মাঝারী	২৮৫২	২৫৪৫	২৭০০	২৯৪০
	(২)	ক্ষুদ্র ও কুটির	২৮০	১৭৪৯	১৮০০	১৯৬০
৩।		পাইকারী ও খুচরা বানিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৬১৫৪	৫৪৬৯	৫১১৬	৫৫০০
৪।		বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	২৮৯	৪৭৯	৪১৩	৪৫০
৫।		পরিবহন ও যোগাযোগ	৫০৮	৬৬৮	৫৯৭	৬৫০
৬।		বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	৭৪৮	১৫০১	১৫২০	১৬২০
	(১)	দারিদ্র বিমোচন	-	১১	১৩	২০
	(২)	অন্যান্য	৭৪৮	১৪৯০	১৫০৭	১৬০০
৭।		অন্যান্য	৬৪৪	৯৪৮	৩৫৪	৭১৪
		সর্বমোট	১১৫১২	১৩৫১৯	১২৬৬২	১৪০০৪

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

আল বারাকা ব্যাংক লিমিটেড একটি ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক যা ১৯৮৭ সালের ২০শে মে হতে তফসিলী ব্যাংক রূপে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে । সৌদি আরবের দাল্লাহ আল বারাকা গ্রুপ, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীদের উদ্যোগে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬০০ মিলিয়ন টাকা ও ২৬০ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬ মিলিয়ন টাকা । আল বারাকা ব্যাংক সারাদেশে ৩৩টি শাখার মাধ্যমে সুদবিহীন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। ১৯৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকের মোট জনসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩৬ জন যার মধ্যে ৪৩৭ জন কর্মকর্তা এবং ১৯৯ জন কর্মচারী ।

১৯৯৬ সালে আল বারাকা বাংলাদেশ লিমিটেড এর মোট আমানত ১১৫১ মিলিয়ন (২৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮৮১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরে ২৭ মিলিয়ন টাকা (০.৩৬%) হ্রাস পেয়েছিল। তবে ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে (মার্চ ১৯৯৭ পর্যন্ত) ব্যাংকটির আমানত ৪৩৮ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ২৮৬ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়েছিল। ব্যাংকটির মোট ঋণ ১৯৯৬ সালে ৩৪ মিলিয়ন টাকা (০.৬১%) হ্রাস পেয়ে ৫৫১৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরে ৩৮ মিলিয়ন টাকা (০.৬৯%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির মোট ঋণের স্থিতি ৪৩৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৩৯ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি মোট ২৭৩১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ১৭৪৫ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ের মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২২৩২ মিলিয়ন টাকা, ২৫৫ মিলিয়ন টাকা ও ২৪৪ মিলিয়ন টাকা। আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য (মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৬০০	৬০০	৬০০	৬০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৬	১৬	১৬	১৬
৪।	আমানত	৪৭৩১	৫৮৮১	৫৪৪৩	৫৯৬৮
	(ক) তলবী আমানত	৪৯১	৫৩৭	৪৭৯	৫৬৮
	(খ) মেয়াদী আমানত	৪২৪০	৫৩৪৪	৪৯৬৮	৫৪০৪
৫।	অগ্রিম	৫৫৪৯	৫৫১৫	৫৯৪৩	৬০৭০
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	-	-	-	-
৮।	মোট আয়	২২৪	১৮০	৫১	১৫২
৯।	মোট ব্যয়	৪৩৫	৪৫৪	১১৯	২২৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৭৪৫	২৭৩১	১০৫৪	৩২৬০
	(ক) রপ্তানি	২৬০	২৫৫	৬২	৩৭৫
	(খ) আমদানি	১১৮৫	২২৩২	৯৪২	২৭৫৫
	(গ) রেমিটেন্স	৩০০	২৪৪	৫০	১৩০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬০৯	৬৩৭	৬৩৬	৬৩০
	(ক) কর্মকর্তা	৪২৫	৪৩৮	৪৩৭	৪৪১
	(খ) কর্মচারী	১৮৪	১৯৯	১৯৯	১৮৯
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৯৪	১০৪	১০৪	১১৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৩৩	৩৩	৩৩	৩৪

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৬ সালে আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মোট ১৬৭০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ১৭৯৪ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৫৫৭ মিলিয়ন ও ৩৫৭৪ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে শিল্প খাতে বিতরণ করা হয় ৩৮৫ মিলিয়ন টাকা পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ১১৬৭ মিলিয়ন টাকা। শিল্প খাতে আলোচ্য বছরে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০৬ মিলিয়ন টাকা। এ ছাড়া, অন্যান্য খাতে বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২৮৫ মিলিয়ন ও ১৩৮৫ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক অবস্থা সারণী-২ এ দেয়া হল।

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি ঢেউ টিন প্রস্তুতকারক শিল্প।

ঋণ ভিত্তিক বিতরণ ও আদায়

সারণী-২
(মিলিয়ন টাকায়)

		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫							
	বিতরণ	-	২৯১	৮৭৬	১১৬৭	২৩৯০	৩৫৫৭
	আদায়	-	৫২১	৪২৯	৯৫০	২৬২৪	৩৫৭৪
১৯৯৬							
	বিতরণ	-	১৪১	২৪৪	৩৮৫	১২৮৫	১৬৭০
	আদায়	৩	২০৬	২০০	৪০৬	১৩৮৫	১৭৯৪
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*							
	বিতরণ	-	১১৩	১৬	১২৯	৯৮৩	১১১২
	আদায়	-	৫৫	১৫	৭০	৩৯৪	৪৬৪
৩০শে জুন, ১৯৯৭**							
	বিতরণ	-	৬৭	১১৫	১৮২	৬০৮	৭৯০
	আদায়	-	১০০	৭৯	১৭৯	৬৮০	৮৫৯

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৬ সালের আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মোট ২৮টি শিল্প প্রকল্পের জন্য ৪৭০ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে। এর পুরোটাই মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ শিল্প প্রকল্পের জন্য। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত শিল্প ঋণের মোট পুঞ্জীভূত মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৫টি প্রকল্পের জন্য ৩৩৮৬ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটি কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত ঋণের অবস্থা সারণী-৩ এ দেয়া হল।

সারণী - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

মিলিয়ন টাকায়

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৪১	৪	১৪৫
পরিমাণ	৩৩৭৯	৭	৩৩৮৬
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২৮	-	২৮
পরিমাণ	৪৭০	-	৪৭০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৩৫	৫	১৪০
পরিমাণ	৩৪২৭	৭	৩৪৩৪
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
পরিমাণ	১০৬	-	১০৬
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩০	-	৩০
পরিমাণ	৬০০	-	৬০০

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণী-৪ এ দেয়া হল।

সারণী - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১৩	৮	১৩	১৪
	(১) শস্য	-	-	-	-
	(২) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৩	৮	১৩	১৪
২।	শিল্পঃ	৩০০০	৩৩৮৬	৩৪৩৪	৩৬১৪
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	১৩৭৩	১২৫৩	১৬২৪	১৫০২
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যাবসা সেবা	৪০৬	৩৯৬	৩৯২	৪৪৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৪৫	৩৩৯	৩৪০	৩৭৭
৬।	অন্যান্য	১১২	১৩৩	১৫০	১৪৬
	সর্বমোট	৫৫৪৯	৫৫১৫	৫৯৪৩	৬০৬৯

ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড

ব্যাংক অব ক্রেডিট এন্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল (ওভারসীজ) লিমিটেড (পূর্ণগঠন) স্কীম, ১৯৯২ এর বাস্তবায়নকল্পে এবং উক্ত স্কীম অনুযায়ী সংশোধিত/সমন্বিত বাংলাদেশস্থ পূর্বতন বিসিসিআই(ও) এর দায় দায়িত্ব নিয়ে ১৯৯২ সালের আগষ্ট মাসে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড গঠিত হয়। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ২০ শতাংশ সরকারের, ৩২ শতাংশ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের, অবশিষ্ট ৪৮ শতাংশ পূর্বতন বিসিসি আই এর বাংলাদেশী শাখাগুলোর আমানতকারী জনসাধারণের। ১৯৯৭সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ৬০০ মিলিয়ন ও ২১৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা ও মোট জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৬টি ও ৪৭৩ জনে। মোট জনশক্তির মধ্যে ৩৪৪ জন কর্মকর্তা এবং ১২৯ জন কর্মচারী।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫৫০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে মোট আমানত ৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে মোট আমানত ৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৭২৯৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল মোট ৩৬৬৯ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ১৯৯৭ শেষে ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪১৪০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি মোট ৭৪৬ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাস শেষে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৪২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি মোট ৮৭৮৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে এর মধ্যে রপ্তানি আমদানি ও রেমিটেন্স এ পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৮২০ মিলিয়ন, ৫৭৬২ মিলিয়ন ও ২০৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে মোট ২৬৩৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯৬৪ মিলিয়ন, ১৬৩০ মিলিয়ন ও ৪১ মিলিয়ন টাকা। ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৬০০	৬০০	৬০০	৬০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২১৩	২১৩	২১৩	২১৩
৪।	আমানত	৪২৮৫	৭৫৫০	৭২৯৩	৮১৯৫
	(ক) তলবী আমানত	১৬৯৩	৯৩৬	৯৩১	১৮৫৩
	(খ) মেয়াদী আমানত	২৫৯২	৬৬১৪	৬৩৬২	৬৩৪২
৫।	অগ্রিম	২৭৩৪	৩৬৬৯	৪১৪০	৪৯৪৮
৬।	বিনিয়োগ	৫৪৯	৭৪৬	৭৪২	৮৪২
৭।	মোট পরিসম্পদ	৬৬৩৮	১১২৪৯	১০৯৪৮	১১৩২০
৮।	মোট আয়	৪২৭	৬৪৫	২০৯	৪৪৪
৯।	মোট ব্যয়	২৩৪	৩৭২	১৩৭	২৮২
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৭৭৩৭	৮৭৮৮	২৬৩৫	৫৩২৬
	(ক) রপ্তানি	২৬২৮	২৮২০	৯৬৪	১৭৩৯
	(খ) আমদানি	৪৮১১	৫৭৬২	১৬৩০	৩৭৫৫
	(গ) রেমিটেন্স	২৯৮	২০৬	৪১	১৩২
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪১৬	৪৫৩	৪৭৩	৫০০
	(ক) কর্মকর্তা	২২০	৩৩৬	৩৪৪	৩৭১
	(খ) কর্মচারী	১৯৬	১১৭	১২৯	১২৯
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৪	৩০	৩০	৩৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১৪	১৬	১৬	১৬

ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৬ সালে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড মোট ১১৬৭৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৯৮৯৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪১৯৪ মিলিয়ন ও ৩০৮৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালের বিতরণকৃত মোট ঋণের মধ্যে শিল্প ঋণ ছিল ২৫১০ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য ঋণ ছিল ৯১৬৬ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটি কৃষি খাতে কোন ঋণ বিতরণ করেনি। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২৬৯ মিলিয়ন টাকা ও ২৭৪৫ মিলিয়ন টাকা।

ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণী-২ এ দেয়া হল।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৬ সালে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড ১৪টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে মোট ১৩৮০ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে মোট ৬২টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩৯৫ মিলিয়ন টাকা। ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের পরিস্থিতি সারণী-৩ এ দেয়া হল।

সারণী-২.

ঋণ ভিত্তিক বিতরণ ও আদায় (মিলিয়ন টাকায়)

	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫						
বিতরণ	-	৩২৮	১৩১৬	১৬৪৪	২৫৫০	৪১৯৪
আদায়	-	২১০	৮০৫	১০১৫	২০৬৮	৩০৮৩
১৯৯৬						
বিতরণ	-	২০৭	২৩০৩	২৫১০	৯১৬৬	১১৬৭৬
আদায়	-	১৮৭	১৬৪৩	১৮৩০	৮০৬৩	৯৮৯৩
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*						
বিতরণ	-	৫৫	৪০৬	৪৬১	২৮০৮	৩২৬৯
আদায়	-	৪২	৬৯৩	৭৩৫	২০১০	২৭৪৫
৩০শে জুন, ১৯৯৭**						
বিতরণ	-	৭২	১৩৭১	১৪৪৩	৩৫৭৪	৫০১৭
আদায়	-	৩৭	১০৯৮	১১৩৫	২৯৪০	৪০৭৫

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি মাছ ধরার জাল তৈরীর কারখানা।

সারণী - ৩

মিলিয়ন টাকায়

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৯	১	৬০
পরিমাণ	৩২৯৯	২	৩৩০১
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৩	১	১৪
পরিমাণ	১৩৭৮	২	১৩৮০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৬১	১	৬২
পরিমাণ	৩৩৯৩	২	৩৩৯৫
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	৯৫	-	৯৫
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
পরিমাণ	২২৪	-	২২৪

* প্রাক্কলিত

১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড এর মোট ৪১৪০ মিলিয়ন টাকার ঋণের স্থিতির মধ্যে শিল্প খাতে ১৫৭৮ মিলিয়ন টাকা, পাইকারি/খুচরা ব্যবসা খাতে ১২৮৩ মিলিয়ন টাকা, বীমা, রিয়াল ষ্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ৬৩ মিলিয়ন টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৯৩ মিলিয়ন টাকা, এবং অন্যান্য খাতে ১১৪৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতির অবস্থা সারণী-৪ এ দেয়া হল।

সারণী - ৪

মিলিয়ন টাকায়

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	(১)	শস্য	-	-	-	-
	(২)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।		শিল্পঃ	১১৮০	১৬৪২	১৫৭৮	১৯৯০
	(১)	বৃহৎ ও মাঝারী	১১৮০	১৬৪০	১৫৭৫	১৯৮৬
	(২)	ক্ষুদ্র ও কুটির	-	২	২	৪
৩।		পাইকারী ও খুচরা বানিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৭৮৩	১০৭৬	১২৪৩	১৩৮১
৪।		বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	৬	৮১	৬৩	৬৩
৫।		পরিবহন ও যোগাযোগ	১৫১	৯৭	৯৩	৮৯
৬।		বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	-	-	-	-
	(১)	দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	(২)	অন্যান্য	-	-	-	-
৭।		অন্যান্য	৬০৭	৭৭৩	১১৬৩	১৪২৫
		সর্বমোট	২৭৩৪	৩৬৬৯	৪১৪০	৪৯৪৮

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ৭৫০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১৯৫ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৩ সালের ১৭ই মে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন এর পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট শাখা ও জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৬টি ও ৬৮৬ জনে। মোট জনশক্তির ৪৮০ জন কর্মকর্তা এবং ২০৬ জন কর্মচারী।

১৯৯৬ সালে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের মোট আমানত ১৫৭০ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৪১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর শেষে ৫৪৪১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির তলবী আমানত ২২৭ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১২৩৬ মিলিয়ন টাকায় এবং মেয়াদী আমানত ১৩৪৩ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪২০৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির আমানত শতকরা ১৫ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪৬৫২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ৪০৪ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৫ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯৫মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১০৩৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি মোট ৫৭০৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ও আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭০০ মিলিয়ন টাকা ও ৪৯৭৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটি মোট ১৪০৯ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, এর মধ্যে রপ্তানি ও আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৯১ মিলিয়ন টাকা ও ১২১৭ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণী-১ এ দেয়া হল।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণী-১
(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১। অনুমোদিত মূলধন	৭৫০	৭৫০	৭৫০	৭৫০
২। পরিশোধিত মূলধন	১৯৫	১৯৫	১৯৫	১৯৫
৩। রিজার্ভ ফান্ড	৪	৩১	৩১	৩১
৪। আমানত	৩৮৭১	৫৪৪১	৪৬৫২	৫৪৬০
(ক) তলবী আমানত	১০০৯	১২৩৬	৯০২	১৩৬৫
(খ) মেয়াদী আমানত	২৮৬২	৪২০৫	৩৭৫০	৪০৯৫
৫। অগ্রিম	২৪৮১	২৮৮৫	২৭৫৭	৩৫০০
৬। বিনিয়োগ	৬৫০	৬৯৫	১০৩৭	১১৪১
৭। মোট পরিসম্পদ	৫৯৮৩	৭৭০৭	৭০৪৩	৭৭৮১
৮। মোট আয়	২৬৩	৫১৭	১১৪	৩০২৫
৯। মোট ব্যয়	২৪৮	৩২৮	১০৪	২২৭৫
১০। বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৫১৫৬	৫৭০৮	১৪০৯	৬৭৫৫
(ক) রপ্তানি	২৭১	৭০০	১৯১	১৭৫০
(খ) আমদানি	৪৮৮৫	৪৯৭৭	১২১৭	৫০০০
(গ) রেমিটেন্স	-	৩১	১	৫
১১। মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৫৭৬	৬৮৬	৬৯৪	৭২৫
(ক) কর্মকর্তা	৩৭৪	৪৮০	৪৮২	৫০৫
(খ) কর্মচারী	২০২	২০৬	২১২	২২০
১২। বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১১২	২০৬	২০৯	২১৫
১৩। শাখা (সংখ্যায়)	২৫	২৬	২৬	২৭

ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৬ সালে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড মোট ১২৫৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৮৫১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে । ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৩৮ মিলিয়ন টাকা ও ৩৬৬ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণী-২ এ দেয়া হল।

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি গার্মেন্টস শিল্প।

সারণী-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় (মিলিয়ন টাকায়)

		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫							
	বিতরণ	-	৪৫	৭৬	১২১	১১৮৪৫	১১৯৬৬
	আদায়	-	৪	৩	৯	৯৪৭৬	৯৪৮৫
১৯৯৬							
	বিতরণ	-	৬	৩	৯	১২৪৭	১২৫৬
	আদায়	-	১	২	৩	৮৪৮	৮৫১
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*							
	বিতরণ	-	৯	-	৯	২২৯	২৩৮
	আদায়	-	-	-	-	৩৬৬	৩৬৬
৩০শে জুন, ১৯৯৭**							
	বিতরণ	-	১০	৭০	৮০	৩০০	৩৮০
	আদায়	-	৫	১৫	২০	২০০	২২০

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৬ সালে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ৩টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মোট ৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৭ সালে মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির মোট ১৪টি শিল্প প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৩ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড এর প্রকল্প সংখ্যা ও ঋণের অবস্থা সারণী-৩ দেয়া হল।

সারণী - ৩
মিলিয়ন টাকায়

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	৪	১২
পরিমাণ	১৪০	৬৪	২০৪
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৩	৩
পরিমাণ	-	৯	৯
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	৬	১৪
পরিমাণ	১৪০	৭৩	২১৩
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	৩৭	-	৩৭
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	৫	৯
পরিমাণ	৮৪	৫০	১৩০

** প্রাক্কলিত

১৯৯৬ সালের মার্চ শেষে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড এর মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮৬৫ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ১৯৯৭ শেষে মোট ঋণের স্থিতি কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাড়ায় ২৭৫৭ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণী-৪ এ দেয়া হল।

সারণী - ৪
মিলিয়ন টাকায়

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	(১)	শস্য	-	-	-	-
	(২)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।		শিল্পঃ				
	(১)	বৃহৎ ও মাঝারী	-	৮৬	৮৮	১০০
	(২)	ক্ষুদ্র ও কুটির	১৪৯	১১৮	১২৯	১৬০
৩।		পাইকারী ও খুচরা বানিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	২২৫৬	২৬০২	২৪৫৬	৩১৩০
৪।		বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	৫২	৩৮	৪১	৫০
৫।		পরিবহন ও যোগাযোগ	২৪	৪১	৪৩	৬০
৬।		বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	-	-	-	-
	(১)	দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	(২)	অন্যান্য	-	-	-	-
৭।		অন্যান্য	-	-	-	-
		সর্বমোট	২৪৮১	২৮৮৫	২৭৫৭	৩৫০০

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন ও ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৫ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখ থেকে বেসরকারী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০ মিলিয়ন ও ১৭৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা ও মোট জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১টি ও ২৫৭ জনে। মোট জনশক্তির মধ্যে ২৫১ জন কর্মকর্তা এবং ৬জন কর্মচারী। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি মোট ৩৫৭ মিলিয়ন টাকা আয় করে এবং ১৭১ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করে। উল্লেখ্য যে, ইসলামী পদ্ধতিতে সুদমুক্ত আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ঢাকার দিলকুশায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইসলামী শাখা স্থাপন করেছে। শাখাটির সমস্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম ও লেনদেন সুদমুক্ত ও সম্পূর্ণ ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত।

১৯৯৬ সালে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানত ৩১৩৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৬০ মিলিয়ন টাকা ও ২৫৭৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে মোট আমানত কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২৬১৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২১৫ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ১২৩৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি মোট ২৯৪৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, এর মধ্যে রপ্তানি ও আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৪২ মিলিয়ন টাকা ও ২৩৭১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে মোট ৯৫৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে, রপ্তানি ও আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২৮ মিলিয়ন টাকা ও ৬০০ মিলিয়ন টাকা। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১	১৭৫	১৭৫	১৭৫
৪।	আমানত	১৫৫৫	৩১৩৫	২৬১৭	৩৭৫০
	(ক) তলবী আমানত	১৬১	৫৬০	৪৪৭	৭৫০
	(খ) মেয়াদী আমানত	১৩৯৪	২৫৭৫	২১৭০	৩০০০
৫।	অগ্রিম	২২৯	১২১৫	১২৩৯	১৭৫০
৬।	বিনিয়োগ	২১৩	৫৫৫	৫৫৪	৬৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৬৮২	৩৮৯৩	৩৬৩৯	৪১৫০
৮।	মোট আয়	৪৬	৩৫৭	৭৯	১৮৫
৯।	মোট ব্যয়	৪৫	১৭১	৬২	১২৭
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩১৯	২৯৪৩	৯৫৩	২১৫৫
	(ক) রপ্তানি	৮	৫৪৩	৩২৮	৭৫০
	(খ) আমদানি	৩০৭	২৩৭১	৬০০	১৩৫০
	(গ) রেমিটেন্স	৪	২৯	২৫	৫৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৬১	২৩৯	২৫৭	২৮০
	(ক) কর্মকর্তা	১৫৬	২৩৩	২৫১	২৭০
	(খ) কর্মচারী	৫	৬	৬	১০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১০০	১৩৯	১৩৯	১৫০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৫	১০	১১	১৫

১৯৯৬ সালে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড মোট ৩৬০৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ২০৯৭ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৭৪ মিলিয়ন ও ৪৫০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণী-২এ দেয়া হল।

সারণী-২

(মিলিয়ন টাকায়)

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫						
বিতরণ	-	-	-	-	৬৭৪	৬৭৪
আদায়	-	-	-	-	৪৫০	৪৫০
১৯৯৬						
বিতরণ	-	১৭	৩৩	৫০	৩৫৫৬	৩৬০৬
আদায়	-	৪	২২	২৬	২০৭১	২০৯৭
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*						
বিতরণ	-	৯০	৫৭	১৪৮	৩৩৮৯	৩৫৩৬
আদায়	-	৬	৩৮	৪৫	২২৫৯	২৩০৪
৩০শে জুন, ১৯৯৭**						
বিতরণ	-	১২৮	৮১	২০৯	৪৭৮৬	৪৯৯৫
আদায়	-	৯	৫৪	৬৩	৩১৯১	৩২৫৪

১৯৯৬ সালে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড মোট ২০টি প্রকল্পের জন্য ৪৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের ১৭টি প্রকল্পের জন্য ৪৫ মিলিয়ন টাকা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ৩টি প্রকল্পের জন্য ২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে শিল্প ঋণের মোট পুঞ্জীভূত মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৮ মিলিয়ন টাকা। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত ঋণের অবস্থা সারণী-৩এ দেয়া হল।

সারণী - ৩
মিলিয়ন টাকায়

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৭	৩	২০
পরিমাণ	৪৫	২	৪৭
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৭	৩	২০
পরিমাণ	৪৫	২	৪৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২০	৩	২৩
পরিমাণ	১২৭	২	১২৮
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমাণ	৮২	-	৮২
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১২	-	১২
পরিমাণ	১১৫	-	১১৫

১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ১২৩৯ মিলিয়ন টাকায়, তন্মধ্যে পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল খাতে ১১১ মিলিয়ন টাকা, বীমা রিয়াল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ৮৮ মিলিয়ন টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৩৩২ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৪৫২ মিলিয়ন টাকা । প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণী-৪ এ দেয়া হল।

সারণী - ৪
মিলিয়ন টাকায়

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	(১)	শস্য				
	(২)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য				
২।		শিল্পঃ	-	৩০	১১০	২২০
	(১)	বৃহৎ	-	-	৭০	১২০
	(২)	মাঝারী	-	২৮	৩৮	৬০
	(৩)	ক্ষুদ্র ও কুটির	-	২	২	৪০
৩।		পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা ও হোটেল	১৮	৯৪	১১০	২২০
৪।		বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	৩৩	৭২	৮৮	১৫০
৫।		পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৪	৩০৬	৩৩২	৪০০
৬।		বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	৩৬	১৪০	১৪৭	২১০
	(১)	দারিদ্র বিমোচন				
	(২)	অন্যান্য	৩৬	১৪০	১৪৭	২১০
৭।		অন্যান্য	৯৮	৫৭৪	৪৫২	৫৭০
		সর্বমোট	২২৯	১২৪৫	১২৩৯	১৭৫০

সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড

সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ১২ই মার্চ তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয় এবং ২৫শে মে ১৯৯৫ তারিখ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১০০ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনের ১০০ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক পরিশোধিত। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১৩ জনে, তন্মধ্যে কর্মকর্তা ১১৬ জন এবং কর্মচারী ১৯৭ জন।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানত ২৪২৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, তন্মধ্যে তলবী আমানত ৪৭৩ মিলিয়ন এবং মেয়াদী আমানত ১৯৫৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে মোট আমানতের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ২১৩৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, তন্মধ্যে তলবী আমানত ৫০৫ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ১৬৩৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৪৩ মিলিয়ন টাকায় যা ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসের শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫২০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে বিনিয়োগের স্থিতি দাঁড়ায় ২৮৮ মিলিয়ন। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি মোট ২৬০৯ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ৯২ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি ২৫৮১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৯৫ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ২০ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি ৯৮০ মিলিয়ন টাকা। সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	৪	৪	৪
৪।	আমানত	১১৮৭	২৪২৭	২১৩৯	২৫৩৬
	(ক) তলবী আমানত	১৪৭	৪৭৩	৫০৫	৪৪৯
	(খ) মেয়াদী আমানত	১০৪০	১৯৫৪	১৬৩৪	২০৮৭
৫।	অগ্রিম	১৩৯	১২৪৩	১৫২০	২৩০০
৬।	বিনিয়োগ	২৭৭	৪৩০	২৮৮	৪০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫৩	৭৬	৮৫	৯৫
৮।	মোট আয়	৫	৭২	৩৬	৭০
৯।	মোট ব্যয়	১৯	৫৫	১৯	৩৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৫৮	২৬০৯	১০৯৫	১৯৫৬
	(ক) রপ্তানি	২	৯২	২০	১০০
	(খ) আমদানি	২৫৬	২৫৮১	৯৮০	১৭৪১
	(গ) রেমিটেন্স	-	৩৬	৯৫	১১৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৬২	৩০০	৩১৩	-
	(ক) কর্মকর্তা	৬১	১১৫	১১৬	-
	(খ) কর্মচারী	১০১	১৮৫	১৯৭	-
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২০	২৮	৩০	৩৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৫	৮	৮	১

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন ও ২০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৫ সালের ৫ই জুলাই তারিখে কার্যক্রম শুরু করে। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন টাকা উদ্যোগতাদের দ্বারা পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ১০০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হবে। এ ব্যাংক One Point Customer Service প্রদানের প্রচেষ্টা করে। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের শাখা সংখ্যা ছিল ৫টি এবং উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট লোকবলের পরিমাণ ছিল ১৭৭ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ১৫১ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ২৬ জন।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২৮৬৯ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবী আমানতের পরিমাণ ১০১৫ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ছিল ১৮৫৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে এ ব্যাংকের মোট আমানত শতকরা ১৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২৪০৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৫৮৮ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদী আমানত ১৮২০ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে এ ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৫৭২ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময় কালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০৯ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষের ২২৩২ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৩৯৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে এ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ১৭৫৩ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ২৫৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৩৯৬মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ১০১ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২০৪ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্টসমূহ সারণী-১ এ দেখানো হল।

সারণী-১

(মিলিয়ন টাকায়)

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

বিবরণ		১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১	১১	২৭	৪৭
৪।	আমানত	৭৯৭	২৮৬৯	২৪০৮	২৬০০
	(ক) তলবী আমানত	২২৮	১০১৫	৫৮৮	৮০০
	(খ) মেয়াদী আমানত	৫৬৯	১৮৫৪	১৮২০	১৮০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৫৬	৫৭২	৯০৯	১১৫০
৬।	বিনিয়োগ	১০০	২২৩২	১৩৯৯	২০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৬২৯	৪০৮০	৩৮৯৩	৪০০০
৮।	মোট আয়	২৬	১৪০	৭৩	১৪৬
৯।	মোট ব্যয়	২৫	১১৬	৬০	১২০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৪৩৬	১৭৫৩	১২০৪	৩২৫২
	(ক) রপ্তানি	২	২৫৬	১৯৪	৫৫২
	(খ) আমদানি	৪৩৩	১৩৯৬	৮২২	২৫০০
	(গ) রেমিটেন্স	১	১০১	১৮৮	২০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৭৩	১৬৫	১৭৭	২০০
	(ক) কর্মকর্তা	৫৮	১৪১	১৫১	১৫৫
	(খ) কর্মচারী	১৫	২৪	২৬	৪৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪৮	১১৪	১১৪	১১৪
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২	৫	৫	৭

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেডের শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ১০১ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ২৪৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংক কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩০৩ মিলিয়ন ও ৯৬৬ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণী-২এ দেয়া হল।

সারণী-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫						
বিতরণ	-	-	-	-	৩১৯	৩১৯
আদায়	-	-	-	-	১৬৩	১৬৩
১৯৯৬						
বিতরণ	-	২১	৮০	১০১	১৯৫১	২০৫২
আদায়	-	-	-	-	১৬৩৬	১৬৩৬
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*						
বিতরণ	-	৩৮	২০৫	২৪৩	১০৬০	১৩০৩
আদায়	-	-	১৫৫	১৫৫	৮১১	৯৬৬
৩০শে জুন, ১৯৯৭**						
বিতরণ	-	১০০	৪০০	৫০০	১৯০০	২৪০০
আদায়	-	৪	৩০০	৩০৪	১৭৫৫	২০৫৯

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

ব্যাংক এর আদায় ভিত্তিক শিল্প ঋণের তথ্যাদি সারণী ৩ এ দেওয়া হল।

সারণী - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

মিলিয়ন টাকায়

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	২১	-	২১
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	২১	-	২১
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমাণ	৫৯	-	৫৯
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	৩৮	-	৩৮
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬	৪	১০
পরিমাণ	১০০	৩	১০৩

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর শেষের ১৫৬ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে ৫৭২ মিলিয়ন টাকায় এবং ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ৯০৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষের স্থিতির মধ্যে পাইকারী/খুচরা ব্যবসা ও রেস্তোঁরা/হোটেল খাতে ৪৫২ মিলিয়ন (৫০%) টাকা স্থিতি বিদ্যমান। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণী-৪এ দেয়া হল।

সারণী - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ				
	(১)	শস্য	-	-	-	-
	(২)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।		শিল্পঃ				
	(১)	বৃহৎ	-	-	-	-
	(২)	মাঝারী	-	২২	৬০	১১৮
	(৩)	ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	৩
৩।		পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	২১০	৪৫২	৬০০
৪।		বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।		পরিবহন ও যোগাযোগ	-	১	২	৪
৬।		বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	-	-	-	-
	(১)	দারিদ্র বিমোচন				
	(২)	অন্যান্য				
৭।		অন্যান্য	১৫৬	৩৩৯	৩৯৫	৫২৫
		সর্বমোট	১৫৬	৫৭২	৯০৯	১২৫০

টাকা গননার মেশিন।

ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিমিটেড

ব্যাংক অব স্মল ইন্ডস্ট্রিজ এ্যান্ড কমার্স (বেসিক) বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৯ সালের ২১ শে জানুয়ারী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মকান্ড শুরু করে। বাংলাদেশ সরকার ৪ঠা জুন, ১৯৯২ সালে এ ব্যাংকটি অধিগ্রহণ করে। ১৯৯৬ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৮০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ১২৯ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ব্যাংকটির ২০টি শাখা রয়েছে এবং মোট জনশক্তির পরিমাণ ৩৩০ জন, যার মধ্যে ১০৮ জন কর্মকর্তা এবং ২২২ জন কর্মচারী।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর শেষের ২৭৩২ মিলিয়ন টাকা থেকে ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালের একই সময়ে ৩৩২২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ৩২৫৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ১৯৯৫ সালের তুলনায় ৩৪ শতাংশ এবং ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালের শেষে যথাক্রমে ১৬১৮ মিলিয়ন এবং ১৭০৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ের ব্যবধানে মোট আগাম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ১০ শতাংশ এবং ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭১২ মিলিয়ন এবং ৬০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৫ সালের তুলনায় ৯৩৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে ৯৬৫৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে আমদানির পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ৪৬৫৮ মিলিয়ন টাকা থেকে ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে ৪৯২৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১৬৪২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে রপ্তানি পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ১৮৮৩ মিলিয়ন টাকা থেকে ৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে ২৬০৯ মিলিয়ন এবং ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১০০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। রেমিটেন্সের পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ২১৮০ মিলিয়ন টাকা থেকে ৫৬ মিলিয়ন হ্রাস পেয়ে ১৯৯৬ সালে ২১২৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে যার পরিমাণ ছিল ৬৪৩ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য (মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৮০	৮০	৮০	৮০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১০৬	১২৯	১২৯	১২৯
৪।	আমানত	২৭৩৯	৩৩২২	৩২৫৫	৩৪০০
	(ক) তলবী আমানত	১২০৬	১৬১৮	১২২৫	১৩০০
	(খ) মেয়াদী আমানত	১৫৩৩	১৭০৪	২০৩০	২১০০
৫।	অগ্রিম	১৫৫৯	১৭১২	১৮৫৮	১৯৭৫
৬।	বিনিয়োগ	৪৮১*	৬০০	৪৪৭	৪৬০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩২৮০	৩৯৭৩	৪২৫০	৪৫০০
৮।	মোট আয়	২৯২	৩২২	১২১	২৫০
৯।	মোট ব্যয়	১৯২	২০৭	৪৫	১৭০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৮৭২১	৯৬৫৯	৩২৮৫	৭৮০০
	(ক রপ্তানি	১৮৮৩	২৬০৯	১০০০	১১০০
	(খ) আমদানি	৪৬৫৮	৪৯২৬	১৬৪২	২৫০০
	(গ) রেমিটেন্স	২১৮০	২১২৪	৬৪৩	১২০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩০০	৩১৫	৩৩০	৩৪৮
	(ক) কর্মকর্তা	১০৪	১০৭	১০৮	১২৩
	(খ) কর্মচারী	১৯৬	২০৮	২২২	২২৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৮	২০	২১	২২
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১৮	১৯	২০	২১

শিল্প ঋণের বিতরণ এবং আদায়

বেসিক ব্যাংলাদেশ লিমিটেডের শিল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ১৩৫৫ মিলিয়ন এবং ৯৫ মিলিয়ন টাকা তুলনায় যথাক্রমে ২০৬ মিলিয়ন এবং ১৬ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে ১৫৬১ মিলিয়ন এবং ১১১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে যথাক্রমে ১৬০৬ মিলিয়ন ও ৩৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের শিল্প ঋণের বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণী-২ এ দেয়া হল।

একজন গ্রামীণ কর্মকার জুতা তৈরী করছেন।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণী-২
(মিলিয়ন টাকায়)

		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫							
	বিতরণ	-	৫৮	৬৫৫	৭১৩	৬৪২	১৩৫৫
	আদায়	-	৯৫	-	৯৫	-	৯৫
১৯৯৬							
	বিতরণ	-	১২০	৬৪৩	৭৬৩	৭৯৮	১৫৬১
	আদায়	-	১১১	-	১১১	-	১১১
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*							
	বিতরণ	-	১০	৬৮৫	৬৯৫	৯১১	১৬০৬
	আদায়	-	৩৪	-	৩৪	-	৩৪
৩০শে জুন, ১৯৯৭**							
	বিতরণ	-	৪০	৭২৫	৭৬৫	১০০০	১৭৬৫
	আদায়	-	৬০	-	৬০	৬০	৬০

*সাময়িক ** প্রাক্কলিত

আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণের অনুমোদন

ব্যাংক শুরু থেকে ১৯৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৬২টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৪৯১ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন করে যার মধ্যে ৩৬১ মিলিয়ন টাকার (৭৪%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বাকী ১৩০ মিলিয়ন টাকার (২৬%) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প ঋণ। প্রকল্পের ধরণ হচ্ছে গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ, সিনথেটিক লেদার, এমব্রয়ডারী, পেপার প্রিন্টিং এন্ড পেকেজিং, হার্ডবোর্ড, মৎস্য ও চিংড়ি, ফিশিং নেট ইত্যাদি। ১৯৯৬ সালে ব্যাংক ৪১টি প্রকল্পের আওতায় মোট ১৪৪ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন করে। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণী-৩ এ দেয়া হল।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণী - ৩
মিলিয়ন টাকায়

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৬	১৪০	১৪৬
পরিমাণ	১১৩	৩৩৩	৪৪৬
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৪১	৪১
পরিমাণ	-	১৪৪	১৪৪
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	১৫৫	১৬২
পরিমাণ	১৩০	৩৬১	৪৯১
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	১৫	১৬
পরিমাণ	১৭	২৮	৪৫
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৩০	৩১
পরিমাণ	-	৬৮	৮৫

বিশেষ ঋণ কর্মসূচী এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

শহরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বেসিক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী (Micro Credit Scheme) নামে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই কর্মসূচীর আওতায় দরিদ্র ঋণ গ্রহিতাদের সরাসরি বা এনজিও এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ ব্যাংক ১৯০২ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোট ১৩ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ১৭৭২ মিলিয়ন টাকা। খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণী-৪ এ দেখানো হল।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণী - ৪
মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	(১)	শস্য	-	-	-	-
	(২)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।		শিল্পঃ	৯১৫	৯১৪	৯৪৭	৯৯০
	(১)	বৃহৎ ও মাঝারী	২৫৩	২৩১	২৭৫	২৯০
	(২)	ক্ষুদ্র ও কুটির	৬৬২	৬৮৩	৬৭২	৭০০
৩।		পাইকারী ও খুচরা বানিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৬৩১	৭৭৪	৮৮৬	৯৫০
৪।		বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	-	-	-	-
৫।		পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।		বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	৬	১১	১১	২০
	(১)	দারিদ্র বিমোচন	৬	১১	১১	২০
	(২)	অন্যান্য	-	-	-	-
৭।		অন্যান্য	৭	১৩	১৩	১৫
		সর্বমোট	১৫৫৯	১৭১২	১৮৫৭	১৯৭৫

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর হতে দেশের তৃতীয় ইসলামী ব্যাংক রূপে কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংক তার সমস্ত কার্যক্রম ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালনা করতে অংগীকারবদ্ধ। এটি সম্পূর্ণ দেশী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী ব্যাংক।

ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ১০১.২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ এ যা ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে ছিল ৫। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আরও ১০টি শাখা খোলার অনুমোদন পাওয়া গেছে যা ১৯৯৭ সালের জুন মাসের মধ্যে খোলা হবে। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তি ছিল ১৬৭ জন যা ১৯৯৭ সালের ৩১শে মার্চ মাসে ১৯৮ জনে উন্নীত হয়।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির আমানত ছিল ১৩৩৬ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ১৩৩২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৭৮৭ মিলিয়ন টাকা যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩১শে মার্চ ১৯৯৭ তারিখে ১১৮০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। ব্যাংকটি ১৯৯৬ সালে মোট ১১১৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৩১ মিলিয়ন টাকায়। এ ব্যবসার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫৮ মিলিয়ন টাকা, ৬৫৪ মিলিয়ন টাকা ও ১৯ মিলিয়ন টাকা।

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১
(মিলিয়ন টাকায়)

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ, ১৯৯৭ সাময়িক	জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০১	১০১	১০১	১০১
৩।	আমানত	২০৭	১৩৩৬	১৩৩২	২১৪০
৪।	বিনিয়োগ(অর্থায়ন)	১৩	৭৮৭	১১৮০	১৩৬০
৫।	মোট পরিসম্পদ	-	৩১০৫	৩০৬৬	৩৫০০
৬।	মোট আয়	১	৭২	৩৮	৮৯
৭।	মোট ব্যয়	৩	৫৭	২৪	৫১
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১১৮	১১১৪	৮৩১	১৫০০
	(ক) রপ্তানি	১৫৮			
	(খ) আমদানি	৬৫৪			
	(গ) রেমিটেন্স	১৯			
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৫৪	১৬৭	১৯৮	২৫০
	(ক) কর্মকর্তা	৫৪	১৪৫	১৬৭	২১৫
	(খ) কর্মচারী	-	২২	৩১	৩৫
১০।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩২	৭০	৮০	৯০
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৫	১০	১০	১০

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

দেশের চতুর্থ ইসলামী ব্যাংক সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ২২ নভেম্বর হতে বেসরকারী তফসিলী ব্যাংক রূপে তার কার্যক্রম শুরু করে। দেশী বিদেশী উদ্যোক্তাগণের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এটি একটি বহুজাতিক ব্যাংকিং কোম্পানী যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায়* অবস্থিত। এ ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং খাত, অপ্রচলিত ব্যাংকিং খাত ও ইসলামিক ঐচ্ছিক খাতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে ১০০০ মিলিয়ন টাকা যা প্রতিটি ১০০০ টাকা হিসাবে ১ মিলিয়ন শেয়ারে বিভক্ত। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির কর্মরত জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৭২ জনে যার মধ্যে ১২৫ জন কর্মকর্তা এবং অবশিষ্ট ৪৭ জন কর্মচারী।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০৮ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে ১০৫ মিলিয়ন টাকা তলবী আমানত এবং ৩০২ মিলিয়ন টাকা মেয়াদী আমানত। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ২১২ মিলিয়ন টাকায়। সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮
৩।	আমানত				
	(ক) তলবী আমানত	৯৫	১০৫	৭৮	১১০
	(খ) মেয়াদী আমানত	৩০	৩০৩	২০৩	৪০৪
৪।	বিনিয়োগ	.২২	২১২	২২৩	২৫০
৫।	মোট পরিসম্পদ	২৪৩	৬০৮	৫৬৪	৫৬৪
৬।	মোট আয়	২	২৬	৯	১৯
৭।	মোট ব্যয়	৬	৪৩	১২	১৫
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা				
	(ক) রপ্তানি	-	২৮	-	৩০
	(খ) আমদানি	-	৩০২	৮৬	১৭৫
	(গ) রেমিটেন্স	--	২১	২	৫
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)				
	(ক) কর্মকর্তা	৪৪	১২৫	১২১	১২১
	(খ) কর্মচারী	১৭	৪৭	৪৫	৪৫
১০।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	১৩	১৫	২০
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	৫	৫	৬

৮—

আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আইন-১৯৯৫ এর অধীনে ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিশোধিত মূলধন প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যমানের ১০ মিলিয়ন শেয়ারে বিভক্ত। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ শেয়ার সরকার/সরকারের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ শেয়ার শুধুমাত্র আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যাগণ, সংগঠনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ও আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিকট বন্টনকৃত। আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ১৯৯৬ সালের নভেম্বর হতে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬টি এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৫ জন, তন্মধ্যে ৬৪ জন কর্মকর্তা। ১৯৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকটি ৯০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে।

ব্যাংকটি গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর কার্যক্রম যথা গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস্য চাষ ও চিংড়ী প্রকল্প, কুটির শিল্প স্থাপন, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, রিক্সা/রিক্সা ভ্যান ক্রয়, সেলাই মেশিন ক্রয়, বাঁশ ও বেতের কাজ, কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ ইত্যাদি গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৫ জনের গ্রুপের (পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক গ্রুপ) মাধ্যমে ঋণ প্রদান করছে। সাথে সাথে ঋণ গ্রহীতা প্রত্যেক সদস্য/সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয় আমানত (group savings) জমা করছে যার উপর বার্ষিক ৭% সুদ প্রদান করা হচ্ছে। ব্যাংক সাধারণভাবে প্রকল্প ঋণের জন্য ইক্যুইটি এবং সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইক্যুইটি ও সহায়ক জামানত নিয়ে ব্যক্তিগত এবং গ্রুপ গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	-	-	১০০	১০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	আমানত	-	-	-	-
৫।	অগ্রিম	-	-	-	-
৬।	বিনিয়োগ	-	-	৯০	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩	৩	৮	
৮।	মোট আয়	-	-	৪	
৯।	মোট ব্যয়	১	২	৫	
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	-	-	-	-
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২	১১	৮৫	১৩১
	(ক) কর্মকর্তা	১	১	৬৪	৯৪
	(খ) কর্মচারী	১	১০	২১	৩৭
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-	-
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	-	-	১৬	২২

বিদেশী বেসরকারী ব্যাংক

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক বিশ্বব্যাপী ৩৬টি দেশে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কর্পোরেশন, বিত্তশালী উদ্যোক্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও খুচরা গ্রাহক ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। ব্যাংকের সব ধরণের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্লু বক্স (American Express Blue Box Values) এর উপর ভিত্তি করে পরিচালিত আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ২০ মিলিয়ন টাকার পরিসম্পদ নিয়ে ঢাকায় একটি শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে কার্যক্রম শুরু করে এবং ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রামে আরেকটি শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের কার্যক্রম প্রধাণতঃ কমার্শিয়াল ব্যাংকিং, করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং ও ট্রেজারী সার্ভিস কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যাংকটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান আমেরিকান এক্সপ্রেস ট্রাভেল রিলেটেড সার্ভিসেস (টি আর এস) ভ্রমণ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা সেবাদি প্রদান করে থাকে। ১৯৯৬/৯৭ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক স্থানীয় উদ্যোক্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বহুজাতিক কোম্পানীসমূহকে অর্থায়নের ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকে। এ দেশে এ ব্যাংক SWIFT (Soceity for Worldwide Interlink Financial Telecommunication) পদ্ধতি চালু করে।

১৯৯৬ সাল শেষে বাংলাদেশে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক এর মোট পরিসম্পদ ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৪৩১ মিলিয়ন ও ৫৩৩ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে এগুলোর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭২৩৫ মিলিয়ন এবং ৫৩৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৫৫২৭ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৩৬৩২ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ১৮৯৫ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬১৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৩৩৮৫ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ২২৩২ মিলিয়ন টাকা)। ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬ তারিখে ছিল ৪৩২৮ মিলিয়ন এবং ৩১ মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে তা ৩৮৪৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৬১৩ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ১৯৯৭ শেষে ৯১২ মিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৬ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ১৭১৩৭ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৩০০৬ মিলিয়ন, আমদানি ৯৮৬৫ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৪২৬৬ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ৪৩৭৭ মিলিয়ন টাকার (রপ্তানি ৬৯৭ মিলিয়ন, আমদানি ২১৫০ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২৫৩০ মিলিয়ন টাকা) বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৭৮ মিলিয়ন ও ৪৫৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫৪ মিলিয়ন ও ১৪৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৫৮ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৩০ জন ও কর্মচারী ২৮ জন। বাংলাদেশে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক এর কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণী ১-এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য (মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	রিজার্ভ ফান্ড	২৯০	৫৩৩	৫৩৩	৫৩৩
২।	আমানত:	৬২৩৭	৫৫২৭	৫৬১৭	৫৯২০
	১। তলবী আমানত	৩৩৪৬	৩৬৩২	৩৩৮৫	৩৫৫০
	২। মেয়াদী আমানত	২৮৯১	১৮৯৫	২২৩২	২৩৭০
৩।	অগ্রিম	৫১৪৭	৪৩২৮	৩৮৪৪	৪৬২০
৪।	বিনিয়োগ	৩২৬	৬১৩	৯১২	৮৫০
৫।	মোট পরিসম্পদ	৭৭৯২	৭৪৩১	৭২৩৫	৭৯৭০
৬।	মোট আয়	৮৪৬	৮৭৮	২৫৪	৪৬৫
৭।	মোট ব্যয়	৩৬৭	৪৫৯	১৪৩	২৫২
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৩৩৯১	১৭১৩৭	৪৩৭৭	৮২৭৯
	(ক) রপ্তানি	১৪২৮	৩০০৬	৬৯৭	১১০৬
	(খ) আমদানি	৩৬৯৪	৯৮৬৫	২১৫০	৪২২৪
	(গ) রেমিটেন্স	৮২৬৯	৪২৬৬	১৫৩০	২৯৪৯
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৫৯	১৫৭	১৫৮	১৭৭
	১। কর্মকর্তা	১২৯	১২৮	১৩০	১৪৯
	২। কর্মচারী	৩০	২৯	২৮	২৮
১০।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৫	১৫	১৫	১৫
১১।	শাখা (সংখ্যা)	৫৭	৫৭	৫৭	৫৭
	(ক) বাংলাদেশে	২	২	২	২
	(খ) বিদেশে	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক ১৯৯৬ সালে ৯৪৩২ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণসহ মোট ১১৪৯১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১২৩১০ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৫৫ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ১৮২৯ মিলিয়ন টাকা)। উক্ত সময়ে ঋণ আদায় হয় ২৬৩৯ মিলিয়ন টাকা । এ ব্যাংক কর্তৃক শিল্পখাতে বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণী-২এ দেখানো হ'ল।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণী - ২
মিলিয়ন টাকায়

বিবরণ		শিল্প ঋণ		অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন		
১৯৯৫					
	বিতরণ	১১৪	৩৬৯৮৮	২৫০৩	৩৯৬০৫
	আদায়	-	৩৮১৬৬	২১৮৯	৪০৩৫৫
১৯৯৬					
	বিতরণ	১৪২	৯২৯০	২০৫৯	১১৪৯১
	আদায়	-	১০৩১৮	১৯৯২	১২৩১০
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*					
	বিতরণ	৭০	১৭৫৯	৩২৬	২১৫৫
	আদায়	-	২১২৭	৫১২	২৬৩৯
৩০শে জুন, ১৯৯৭**					
	বিতরণ	১০০	৪৫২৪	৬৫২	৫২৭৬
	আদায়	-	৩৪৭৬	১০২৪	৪৫০০

*সাময়িক ** প্রাক্কলিত

১৯৯৬ শেষে এ ব্যাংকের শিল্প খাতে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৭৮৭২ মিলিয়ন টাকা (প্রকল্প সংখ্যা ৪১ টি) যা মার্চ ১৯৯৭এ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯৫২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (প্রকল্প সংখ্যা ৪২টি)। ব্যাংকের শিল্প খাতে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ এবং প্রকল্প সংখ্যা সারণী-৩ এ দেখানো হল। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৬ তারিখে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৪৩২৮ মিলিয়ন টাকা (শিল্পখাতে ৩২১২ মিলিয়ন টাকা) এবং ৩১শে মার্চ, ৯৭ তারিখে তা হ্রাস পেয়ে ৩৮৪৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (শিল্পখাতে ঋণের স্থিতি ২৮৮৭ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমান সারনী-৩ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণী-৪ এ দেখানো হল।

সারণী - ৩
মিলিয়ন টাকায়

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার			
	বৃহৎ	মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	৪১	-	-	৪১
পরিমাণ	৭৮৭২	-	-	৭৮৭২
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	-	৩
পরিমাণ	৬৩৭	-	-	৬৩৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	৪২	-	-	৪২
পরিমাণ	৭৯৫২	-	-	৭৯৫২
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	-	১
পরিমাণ	৮০	-	-	৮০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	-	১
পরিমাণ	২০০	-	-	২০০

সারণী - ৪
মিলিয়ন টাকায়

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
২।		শিল্পঃ				
	(১)	বৃহৎ	-	-	-	-
	(২)	মাঝারী	১২৮৩০	৩২১২	২৮৮৭	৩৫১১
	(৩)	ক্ষুদ্র ও কুটির	১৩৩৮	-	-	-
৩।		পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৫১৪	৭৪৩	৫২৫	৬৪৭
৪।		বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ				
৫।		অন্যান্য	৪৬৫	৩৭৩	৪৩২	৪৬২
		সর্বমোট	৫১৪৭	৪৩২৮	৩৮৪৪	৪৬২০

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ১৯৪৮ সাল থেকে এদেশে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে এদেশে এ ব্যাংকের মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ১৯৯৬ সাল শেষের ১৫৭২২ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ১৮২৯৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের ৩১ শে মার্চ তারিখে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৬৫ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৭৫ জন এবং কর্মচারী ৯০ জন। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের তিনটি শাখা। এছাড়াও ঢাকাস্থ বনানীতে ব্যাংকের একটি বুথ আছে। সাভারে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় (ইপিজেড) একটি বিশেষ শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (OBU) সেবা প্রদান করে আসছে। ব্যাংকটি ঢাকা এবং চট্টগ্রামে অটোমেটেড টেলার মেশিন (ATM) সার্ভিস চালু করেছে।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৬৪১২ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ১৭৯৫ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদী আমানত ৪৬১৭ মিলিয়ন টাকা) যা ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৭২১৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ১৮২৫ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদী আমানত ৫৩৯৩ মিলিয়ন টাকা) ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬ তারিখে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৫৮৮৪ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে এর পরিমাণ সামান্য হ্রাস পেয়ে ৫৮৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৬৫৩ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ১৯৯৭ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ১২৫৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩২৯৩৯ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৮৮৭৫ মিলিয়ন, আমদানি ১০৮৬৬ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৩১৯৮ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ১৪৬৩৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রপ্তানি ২২৯৩ মিলিয়ন, আমদানি ৩৫৩১ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৮৮১১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০১৩ মিলিয়ন ও ৫২০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমান দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৪৬ মিলিয়ন এবং ১৯০ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণী-১-এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)
১।	পরিশোধিত মূলধন	২১৫	৩৭০	৩৭০
২।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-
৩।	আমানত:	৩৯১৫	৬৪১২	৭২১৮
	১। তলবী আমানত	১২৫২	১৭৯৫	১৮২৫
	২। মেয়াদী আমানত	২৬৬৩	৪৬১৭	৫৩৯৩
৪।	অগ্রিম	৩৯৪৮	৫৮৮৪	৫৮৮০
৫।	বিনিয়োগ	২২৩	৬৫৩	১২৫৩
৬।	মোট পরিসম্পদ	১০৪৬০	১৫৭২২	১৮২৯৬
৭।	মোট আয়	৭১৮	১০১৩	৩৪৬
৮।	মোট ব্যয়	৩২১	৫২০	১৯০
৯।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৫৯৭৯	৩২৯৩৯	১৪৬৩৫
	(ক) রপ্তানি	৭০১২	৮৮৭৫	২২৯৩
	(খ) আমদানি	৭৭৮২	১০৮৬৬	৩৫৩১
	(গ) রেমিটেন্স	১০৮৮৫	১৩১৯৮	৮৮১১
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৪২	১৫৭	১৬৫
	১। কর্মকর্তা	৫৯	৭০	৭৫
	২। কর্মচারী	৮৩	৮৭	৯০
১১।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-
১২।	শাখা (সংখ্যা)	৩	৩	৩

১৯৯৬ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৪৪৬২ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প খাতে ঋণের পরিমাণ ১৯৬৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংক ১৫৫০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে (শিল্পখাতে ঋণ ১৩৪৫ মিলিয়ন টাকা)। কৃষি খাতে ব্যাংক কোন ঋণ বিতরণ করেনি। ১৯৯৬ সালে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩৭৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ঋণ আদায়ের পরিমান দাঁড়ায় ১১৬০ মিলিয়ন টাকা। স্ট্যান্ডর্ড চার্টার্ড ব্যাংক এর খাত- ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণী ২-এ দেখানো হল।

১৯৯৬ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এর মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৫৮৮৪ মিলিয়ন টাকা (শিল্পখাতে ৪৪৩ মিলিয়ন, বিশেষ ঋণ কর্মসূচী খাতে ৩১৯ মিলিয়ন ও কৃষি খাতে ১ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে তা হ্রাস পেয়ে ৫৮৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (শিল্পখাতে ৬১৪ মিলিয়ন, বিশেষ ঋণ কর্মসূচী খাতে শূন্য ও কৃষি খাতে ১ মিলিয়ন টাকা) খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণী-৩ এ দেখানো হল।

সারণী - ২

মিলিয়ন টাকায়

ঋণ বিতরণ ও আদায়

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫							
	বিতরণ	-	১০৮২	১৫৬৫	২৬৪৭	৪৫৮৪	৭২৩১
	আদায়	-	৭৫২	৬২৫	১৩৭৭	৩১৬৮	৪৫৪৫
১৯৯৬							
	বিতরণ	-	৮২২	১১৪৫	১৯৬৭	২৪৯৫	৪৪৬২
	আদায়	১৭	৪৪৭	৬৩৮	১০৮৫	১২৭৭	২৩৭৯
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*							
	বিতরণ	-	৬৭	১২৭৮	১৩৪৫	২০৫	১৫৫০
	আদায়	-	৯৬	৭৮	১৭৪	৯৮৬	১১৬০

সারণী - ৩

মিলিয়ন টাকায়

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ	১	১	১
	(১)	শস্য	-	-	-
	(২)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১	১	১
২।		শিল্পঃ	৭৫১	৪৪৩	৬১৪
	(১)	বৃহৎ ও মাঝারী	৭০৯	৪৪৩	৬১৪
	(২)	ক্ষুদ্র ও কুটির	৪২	-	-
৩।		পরিবহন ও যোগাযোগ	১৮	-	-
৪।		বীমা ও রিয়েল এস্টেট	১০	৬১	৬৫
৫।		বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	৪৭	৩১৯	-
৬।		অন্যান্য	৩১২০	৫০৫৯	৫১৯৯
		সর্বমোট	৩৯৪৮	৫৮৮৪	৫৮৮০

এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক পিএলসি

এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক পিএলসি ১৯০৫ সালে এদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের ৯টি শাখা রয়েছে। ঢাকার উত্তরা মডেল টাউনে ব্যাংকের একটি ক্যাশ অফিস স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালে কম্পিউটার প্রযুক্তি স্থাপনার ফলে ব্যাংকটি অপেক্ষাকৃত উন্নততর প্রসেসিং ক্যাপাসিটি অর্জনে সমর্থ হয়। ১৯৯৭ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬১ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৬৫ জন ও কর্মচারী ১৯৬ জন। মার্চ, ১৯৯৭ শেষে ব্যাংকের মোট পরিসম্পদ ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫০৭৮ মিলিয়ন টাকা ও ৬৯ মিলিয়ন টাকায় ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৮২৫৭ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ১৯২৫ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৬৩৩২ মিলিয়ন টাকা)। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬ তারিখে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬৫৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের ঋণ প্রদানের প্রধান খাত ছিল চলতি মূলধনে অর্থায়ন যা ১৯৯৬৫ সালে মোট ঋণ ও অগ্রিমের ছিল শতকরা ৩৬৭ ভাগ। ১৯৯৬৫ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২৩০৭৬ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৩২৫৪ মিলিয়ন, আমদানি ৬৩৬৬ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৩৪৫৬ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮১৫ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৩৪৬ মিলিয়ন, আমদানি ২৯৬৫ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২৫০৫ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২৪৯ মিলিয়ন ও ৬৭১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৭২ মিলিয়ন ও ২২৪ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক এর কার্যক্রমে অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণী-১-এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য (মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	রিজার্ভ ফান্ড	৬৩	৬১	৬১	৬১
২।	আমানত:	৭০৬৭	৮২৫৭	৮৮৪৮	৯৫০০
	১। তলবী আমানত	৩০৪৫	১৯২৫	২২৩৭	২৫০০
	২। মেয়াদী আমানত	৪০২২	৬৩৩২	৬৬১১	৭০০০
৩।	অগ্রিম	৫৮২৪	৬৬৫৪	৬৮৩১	৭১০৩
৪।	বিনিয়োগ	৬০৩	১৫৪৬	২৫৪৫	২৫৬০
৫।	মোট পরিসম্পদ	৮৩৪৭	১৩৫৮৬	১৫০৭৮	১৫০৮০
৬।	মোট আয়	৯৮১	১২৪৯	৩৭২	৭৪৪
৭।	মোট ব্যয়	৪২৬	৬৭১	২২৪	৪৪৮
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৫১৮০	২৩০৭৬	৫৮১৫	১১৬২৮
	(ক) রপ্তানি	৩২৯৮	৩২৫৪	৩৪৬	৬৯১
	(খ) আমদানি	৮৫২০	৬৩৬৬	২৯৬৫	৫৯২৮
	(গ) রেমিটেন্স	১৩৩৬২	১৩৪৫৬	২৫০৪	৫০০৯
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৪২	৩৪৪	৩৬১	৩৬১
	১। কর্মকর্তা	১৫২	১৫৪	১৬৫	১৬৫
	২। কর্মচারী	১৯০	১৯০	১৯৬	১৯৬
১০।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	১৫	১৫	১৫
১১।	শাখা (সংখ্যা)	৯	৯	৯	৯

৯—

১৯৯৬ সালে এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪২৯০ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ২১০২ মিলিয়ন টাকা) ও ৩৪৬০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ৬৫৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে (শিল্প ঋণ ৫৭২ মিলিয়ন টাকা) এবং ৪৭৮ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণী-২-এ দেখানো হল।

সারণী - ২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

মিলিয়ন টাকায়

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫							
	বিতরণ	-	৪৯২	১৯৩৫	২৪২৭	২৫৮২	৫০০৯
	আদায়	-	৯৬	১৩৩০	১৪২৬	১৬৩২	৩০৫৮
১৯৯৬							
	বিতরণ	-	৬৯	২০৩৩	২১০২	২১৮৮	৪২৯০
	আদায়	-	১৭৩	১৭১৬	১৮৮৯	১৫৭১	৩৪৬০
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*							
	বিতরণ	-	২৪	৫৪৮	৫৭২	৮৩	৬৫৫
	আদায়	-	৭১	২১১	২৮২	১৯৬	৪৭৮
৩০শে জুন, ১৯৯৭**							
	বিতরণ	-	২১০	১৫৯	৩৬৯	১৩২	৫০১
	আদায়	-	৭০	১১২	১৮২	৪৫	২২৭

* সাময়িক ** প্রাক্কলন

১৯৯৬ সালে এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ২৬৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ২৫৯৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত শিল্প ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪ মিলিয়ন টাকা এবং ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮৮৮ মিলিয়ন টাকা। মঞ্জুরীকৃত ঋণ শুধুমাত্র বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যাংক কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণী-৩-এ দেখানো হল।

সারণী - ৩

মিলিয়ন টাকায়

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৯	-	৫৯
পরিমাণ	২৫৯৭	-	২৫৯৭
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
পরিমাণ	২৬৭	-	২৬৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৮	-	৬৮
পরিমাণ	২৮৮৮	-	২৮৮৮
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	২৪	-	২৪
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	২১০	-	২১০

সারণী - ৪

মিলিয়ন টাকায়

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৮০	-	-	-
	(১) শস্য				
	(২) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৮০	-	-	-
২।	শিল্পঃ	৩১১৬	৩২০১	৩২২০	৩১২৬
	(১) বৃহৎ ও মাঝারী	৩১১৬	৩২০১	৩২২০	৩১২৬
	(২) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৭৭	৭৪২	৬৩৬	৯২৩
৪।	বীমা, রিয়াল এষ্টেট ও ব্যাবসা সেবা	২৪১	২০২	২১৬	২৮৪
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৭	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	২২৮৩	২৫০৯	২৭৫৯	২৭৭০
	সর্বমোট	৫৮২৪	৬৬৫৪	৬৮৩১	৭১০৩

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ১৯৭৬ সালের ৯ই জুলাই তারিখে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের দু'টো শাখা অফিস রয়েছে। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ১৪ মিলিয়ন টাকা এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ছিল ১৭৬৫ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৬ জন, যার মধ্যে কর্মচারীর সংখ্যা ৩৯ জন ও কর্মকর্তার সংখ্যা ৩৭ জন।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৭৫২ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ২৯১ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৪৬১ মিলিয়ন টাকা) যা ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে হ্রাস পেয়ে ৬৯১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ২৮৮ মিলিয়ন ও মেয়াদী ৪০৩ মিলিয়ন টাকা)। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬ তারিখে ব্যাংকটির অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৫৫৬ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে এ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৩০৬০ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৬১৯ মিলিয়ন, আমদানি ২৪২৪ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৭ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটি ৬৯৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ১০৮ মিলিয়ন, আমদানি ৫৮৪ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৬ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	৭	৮০	৮০	-
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৪	১৪	১৪	-
৪।	আমানত:	৭১৫	৭৫২	৬৯১	-
	১। তলবী আমানত	১৮৪	২৯১	২৮৮	-
	২। মেয়াদী আমানত	৫৩১	৪৬১	৪০৩	-
৫।	অগ্রিম	৫২২	৫৫৬	৫৮১	-
৬।	বিনিয়োগ	১৯৭	২২২	২৩৩	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৯১৩	১৭৪১	১৭৬৪	-
৮।	মোট আয়	১৩৫	১২৬	৩২	-
৯।	মোট ব্যয়	৮৩	৭৬	১৭	-
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩১৭১	৩০৬০	৬৯৮	-
	(ক) রপ্তানি	৫১৯	৬১৯	১০৮	-
	(খ) আমদানি	২৬৩৭	২৪২৪	৫৮৪	-
	(গ) রেমিটেন্স	১৫	১৭	৬	-
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৭৭	৭৭	৭৬	-
	১। কর্মকর্তা	৩৬	৩৯	৩৯	-
	২। কর্মচারী	৪১	৩৮	৩৭	-
১২।	শাখা (সংখ্যা)	২	২	২	-

১৯৯৬ সালে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ২১৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৭৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১২ মিলিয়ন ও ৩৮ মিলিয়ন টাকা। ঋণ বিতরন ও আদায় পরিস্থিতি সারনী-২ এ দেয়া হল।

সারণী - ২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

মিলিয়ন টাকায়

বিবরণ		শিল্প ঋণ		অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মুলধন		
১৯৯৫					
	বিতরণ	-	১৯৮	-	১৯৮
	আদায়	-	৩৬	-	৩৬
১৯৯৬					
	বিতরণ	৪৪	১৭০	-	২১৪
	আদায়	-	৭৯	-	৭৯
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*					
	বিতরণ	-	১১২	-	১১২
	আদায়	-	৩৮	-	৩৮
৩০শে জুন, ১৯৯৭**					
	বিতরণ	-	-	-	-
	আদায়	-	-	-	-

ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার একটি মাত্র শাখা অফিস রয়েছে। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ও মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২৫ মিলিয়ন ও ৯৭০ মিলিয়ন টাকা । ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৮ জন ও কর্মচারী ২১ জন।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৬৭৩ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ২৩১ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৪৪২ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে আমানতের পরিমাণ সামান্য হ্রাস পেয়ে ৬৬৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ২৪৯ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৪২০ মিলিয়ন টাকা) । ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৫৯৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষের ১৪০ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৯৬ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮২৩ মিলিয়ন (রপ্তানি ১২১৪ মিলিয়ন, আমদানি ১৬৩০ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৯৭৯ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংক ৯৬৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে , যার মধ্যে রপ্তানি ৩৫৪ মিলিয়ন, আমদানি ৩৫২ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২৬০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫৭ মিলিয়ন ও ৪৫ মিলিয়ন টাকা । ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৬ মিলিয়ন ও ১০ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এর কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১২৫	১২৫	১২৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮৬	১০৬	৬৩	৬৩
৪।	আমানত:	৬৯৭	৬৭৩	৬৬৯	৬৬০
	১। তলবী আমানত	২৩০	২৩১	২৪৯	২৫০
	২। মেয়াদী আমানত	৪৬৭	৪৪২	৪২০	৪১০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৯৮	৫৯৯	৫৯৩	৬২০
৬।	বিনিয়োগ	১৯৮	১৪০	১৪০	১৪০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৯১০	৯৯২	৯৭০	১০০০
৮।	মোট আয়	১৪৬	১৫৭	৩৬	৭২
৯।	মোট ব্যয়	৩৮	৪৫	১০	২১
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২০২৩	৩৮২৩	৯৬৬	১৯৬০
	(ক) রপ্তানি	৭৭০	১২১৪	৩৫৪	৭২০
	(খ) আমদানি	১০১৫	১৬৩০	৩৫২	৭১৫
	(গ) রেমিটেন্স	২৩৮	৯৭৯	২৬০	৫২৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৬	৩৯	৩৯	৩৯
	১। কর্মকর্তা	১৮	১৭	১৮	১৮
	২। কর্মচারী	১৮	২২	২১	২১
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	১	১	১	১

১৯৯৬ সালে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৮০৯ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ৮২ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ৭২৭ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময় ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৭১৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬১ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ২২ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ১৩৯ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময়কালে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৫৪ মিলিয়ন টাকা। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণী-২ এ দেখানো হল।

সারণী - ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়

মিলিয়ন টাকায়

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫						
বিতরণ	-	-	২৩	২৩	৫১১	৫৩৪
আদায়	২০	-	১৯	১৯	৪৬১	৫০৬
১৯৯৬						
বিতরণ	-	-	৮২	৮২	৭২৭	৮০৯
আদায়	-	-	৬৫	৬৫	৬৫৪	৭১৯
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*						
বিতরণ	-	-	২২	২২	১৩৯	১৬১
আদায়	-	-	৩৯	৩৯	১১৫	১৫৪
৩০শে জুন, ১৯৯৭**						
বিতরণ	-	-	৬৫	৬৫	৪০০	৪৬৫
আদায়	-	-	৫৫	৫৫	৩৩২	৩৮৭

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

১৯৯৬ সালে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৭১ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ক্রমপুঞ্জিকৃত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ১৪৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটি শিল্প খাতে কোন ঋণ মঞ্জুর করেনি এবং ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে ক্রমপুঞ্জিকৃত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩১ মিলিয়ন টাকা। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণী-৩ এ দেখানো হল।

সারণী - ৩
মিলিয়ন টাকায়

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২০	-	২০
পরিমাণ	১৪৪	-	১৪৪
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমাণ	৭১	-	৭১
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২০	-	২০
পরিমাণ	১৩১	-	১৩১
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	৪০	-	৪০

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ষ্টেট অব ইন্ডিয়ার মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৬২৫ মিলিয়ন টাকা (কৃষি ও মৎস্য খাতে ১৮ মিলিয়ন, শিল্পখাতে ১৪৩ মিলিয়ন এবং পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ২১২ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে তা হ্রাস পেয়ে ৫৯৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে কৃষি ও মৎস্য খাতে ১৮ মিলিয়ন, শিল্পখাতে ১৩১ মিলিয়ন এবং পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ২০৮ মিলিয়ন টাকা । খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণী-৪ এ দেখানো হল।

সারণী - ৪
মিলিয়ন টাকায়

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	২৩	১৮	১৮	১৮
	(১) শস্য	-	-	-	-
	(২) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	২৩	১৮	১৮	১৮
২।	শিল্পঃ	৭১	১৪৩	১৩১	১৫০
	(১) বৃহৎ	-	-	-	-
	(২) মাঝারী	৭১	১৪৩	১৩১	১৫০
	(৩) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	১১০	৬৯	৬৯	৭০
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৫২	২১২	২০৮	২১৫
৫।	বীমা, রিয়াল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩	৭	৮	১০
৬।	অন্যান্য	৭০	১৭৬	১৫৯	১৬৭
	সর্বমোট	৪২৯	৬২৫	৫৯৩	৬৩০

ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ

ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ ইউরোপের সুয়েজ গ্রুপ (Suez Group) এর একটি সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ ফ্রান্সের 'Banque de Suez' Ges 'Banque de l'Indochine' নামে দু'টো অতি পুরাতন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারী। ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে Suez Group ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ এর আংশিক স্বত্ব ফ্রান্সের সর্ববৃহৎ ব্যাংক 'Credit Agricole' এর নিকট বিক্রি করে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। এখন থেকে উভয় ব্যাংক তাদের আন্তর্জাতিক কার্যক্রম ব্যাংক ইন্দোসুয়েজের নামেই পরিচালিত করবে। ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ ১৯৮০ সাল হতে দু'টো পূর্ণাংগ শাখা নিয়ে (১টি ঢাকায় ও ১টি চট্টগ্রামে) বাংলাদেশে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ঢাকা শাখায় রয়েছে দু'টো সহায়ক বুথ অফিস যা বিশেষ করে কূটনৈতিক ও কর্পোরেট গ্রাহকদের সেবাদি প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ স্থানীয় ও বহুজাতিক গ্রাহকদেরকে ব্যাংকিং প্রডাক্টস ও সেবাদি প্রদান করে। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৯১৮ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা মার্চ, ১৯৯৭ শেষে ছিল ১৩৭ জন, যার মধ্যে ৯৪ জন কর্মকর্তা ও ৪৩ জন কর্মচারী।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে বাংলাদেশে ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৯২৯ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ২০৮১ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ২৮৪৮ মিলিয়ন টাকা) যা ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০২১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ১৭২৭ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৩২৯৪ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ২৩৩৩ মিলিয়ন টাকা এবং মার্চ, ১৯৯৭ শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৪১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩০১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২৫৩০৮ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৭৬৭৪ মিলিয়ন, আমদানি ৮৬৯১ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৮৯৪৩ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটি ৫৮৭৯ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ১৯৭৩ মিলিয়ন , আমদানি ২১৪৭ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৭৫৯ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটির মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৩০ মিলিয়ন টাকা ও ৩৬৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটির আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৭৩ মিলিয়ন টাকা ও ১০৩ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ এর কার্যক্রমের অগ্রগতির বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য (মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	রিজার্ভ ফান্ড	২২১	৪১৪	৪৫১	৫০৩
২।	আমানত:	৩৬৬৭	৪৯২৯	৫০২১	৫১০০
	১। তলবী আমানত	২৫০৪	২০৮১	১৭২৭	১৮০০
	২। মেয়াদী আমানত	১১৬৩	২৮৪৮	৩২৯৪	৩৩০০
৩।	অগ্রিম	২৪৪৪	২৩৩৩	২২৪১	২৫০০
৪।	বিনিয়োগ	৬১৪	১৩০১	১৩৫০	১৫০০
৫।	মোট পরিসম্পদ	৪৭০৩*	৫৭৮০	৬৯১৮	৭০০০
৬।	মোট আয়	৫৩০	৬৩০	১৭৩	৩৫০
৭।	মোট ব্যয়	২৫৩	৩৬৮	১০৩	২১০
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২১৮০৩	২৫৩০৮	৫৮৭৯	১২৪৭০
	(ক) রপ্তানি	৬৬৫৯	৭৬৭৪	১৯৭৩	৪৩০০
	(খ) আমদানি	৮৩৭৩	৮৬৯১	২১৪৭	৪৯৮০
	(গ) রেমিটেন্স	৬৭৭১	৮৯৪৩	১৭৫৯	৩১৯০
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৩৪	১৩৫	১৩৭	১৩৭
	১। কর্মকর্তা	৭১	৮৮	৯৪	৯৪
	২। কর্মচারী	৬৩	৪৭	৪৩	৪৩
১০।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৬	১৭	১৮	১৮
১১।	শাখা (সংখ্যা)	২	২	২	২

* Contra Figures বিবেচনা ব্যতীরেকে।

১৯৯৬ সালে ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৭৪৬০ মিলিয়ন টাকা (শিল্পখাতে ৩৫২৯ মিলিয়ন, কৃষিখাতে ৬৪ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাত ৩৮৬৭ মিলিয়ন টাকা) এবং ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৭৫৯২ মিলিয়ন টাকা । ১৯৯৭ সালের প্রথম তিনমাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৫৩ মিলিয়ন টাকা। (শিল্পখাতে ১০০০ মিলিয়ন, কৃষিখাতে ৯ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ৭৪৪ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময় ঋণ আদয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮০০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ এর খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণী-২ এ দেখানো হল।

সারণী - ২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

মিলিয়ন টাকায়

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মুলধন	মোট		
১৯৯৫							
	বিতরণ	৫১	৪৪৯	২৭৮৭	৩২৩৬	২৫৭৫	৫৮৬২
	আদায়	৪৫	৩২৩	২৬৬৪	২৯৮৭	২২১০	৫২৪২
১৯৯৬							
	বিতরণ	৬৪	৯৬	৩৪৩৩	৩৫২৯	৩৮৬৭	৭৪৬০
	আদায়	৬৫	২৯৫	৩৩৫৭	৩৬৫২	৩৮৭৫	৭৫৯২
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*							
	বিতরণ	৯	১২৪	৮৭৬	১০০০	৭৪৪	১৭৫৩
	আদায়	১৪	৫৫	৭৫৫	৮১০	৯৭৬	১৮০০
৩০শে জুন, ১৯৯৭**							
	বিতরণ	২০	২৭৩	১৯২৭	২২০০	১৬৩৭	৩৮৫৭
	আদায়	৩১	১২১	১৬৬১	১৭৮২	২১৪৭	৩৯৬০

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

১৯৯৬ সালে ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৩৫২৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ১৬৪১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৫৬ মিলিয়ন টাকা। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণী -৩ দেখানো হল।

সারণী - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

মিলিয়ন টাকায়

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৯	-	৬৯
পরিমাণ	১৬৪১	-	১৬৪১
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৬	-	৬৬
পরিমাণ	৩৫২৯	-	৩৫২৯
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৩	-	৬৩
পরিমাণ	১৮৫৬	-	১৮৫৬
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫১	-	৫১
পরিমাণ	১০০০	-	১০০০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৫	-	৫৫
পরিমাণ	২২০০	-	২২০০

১৯৯৬ সালে ইন্দোসুয়েজ এর মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ২৩৩৩ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প খাতে স্থিতি ১৬৪১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ঋণের স্থিতি হ্রাস পেয়ে ২২৪১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। (শিল্প খাতে ১৮৫৬ মিলিয়ন টাকা)। খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণী-৪ এ দেখানো হল।

সারণী - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ				
	(১)	শস্য	-	-	-	-
	(২)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	২৮	২৭	২৯	২৩
২।		শিল্পঃ	১৮৮১	১৬৪১	১৮৫৬	২০৪২
	(১)	বৃহৎ	১১৮১	৭১৫	৮৩৭	৯২১
	(২)	মাঝারী	৭০০	৯২৬	১০১৯	১১২১
	(৩)	ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।		পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	২৭০	-	-	-
৪।		বীমা, রিয়াল এষ্টেট ও ব্যাবসা সেবা	১৩৫	২৪	২০	২২
৫।		পরিবহন ও যোগাযোগ	১৩০	১৮৭	২০২	২২২
৬।		বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	-	-	-	-
৭।		অন্যান্য	-	৪৫৭	১৪২	৫১
		সর্বমোট	২৪৪৪	২৩৩৩	২২৪৯	২৩৬০

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ১৯৯৪ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন দিয়ে বাংলাদেশে-এর কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯৭ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৩ মিলিয়ন টাকা এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬১ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে ব্যাংকের একটি মাত্র শাখা রয়েছে। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে ১৩ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৭ জন ও কর্মচারী ৬ জন।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৭ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৪৫ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৪২ মিলিয়ন টাকা) যা ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৯১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৪০ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৫১ মিলিয়ন টাকা)। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬ তারিখে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৩৩ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ১৯৯৭ শেষে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ছিল ১৩ মিলিয়ন টাকায় এবং মার্চ, ১৯৯৭ শেষে বিনিয়োগের পরিমাণ ২৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২১৬ মিলিয়ন টাকা(রপ্তানি ৪২ মিলিয়ন, আমদানি ৯৫৫ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৯ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিনি মাস সময়কালে ব্যাংকটি ৯৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ৬ মিলিয়ন, আমদানি ৮৮ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭ মিলিয়ন ও ১২ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর কার্যক্রম অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য (মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০	১১৩	১১৩
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১১৩	১১৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-
৪।	আমানত:	৭০	৮৭	৯১
	১। তলবী আমানত	৪৭	৪৫	৪০
	২। মেয়াদী আমানত	২৩	৪২	৫১
৫।	অগ্রিম	৩০	৩৩	৩৫
৬।	বিনিয়োগ	১০	১৩	২৯
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৪৩	২৬১	২৬১
৮।	মোট আয়	১৫	১৭	৭
৯।	মোট ব্যয়	৯	১২	৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩০৪	২১৬	৯৬
	(ক) রপ্তানি	২৭	৪২	৬
	(খ) আমদানি	২৬৭	১৫৫	৮৮
	(গ) রেমিটেন্স	১৪	১৯	২
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৩	১৩	১৩
	১। কর্মকর্তা	৬	৭	৭
	২। কর্মচারী	৭	৬	৬
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	১	১	১

১৯৯৬ সালে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৩৩ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প খাতে ঋণের পরিমাণ ছিল ১৯ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময় কোন ঋণ আদায় হয়নি। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিনমাস পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ২০ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণী-২ এ দেখানো হল।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণী - ২
মিলিয়ন টাকায়

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মুলধন	মোট		
১৯৯৫							
	বিতরণ	-	-	১৭	১৭	১৩	৩০
	আদায়	-	-	-	-	-	-
১৯৯৬							
	বিতরণ	-	-	১৯	১৯	১৪	৩৩
	আদায়	-	-	-	-	-	-
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*							
	বিতরণ	-	-	২০	২০	১৫	৩৫
	আদায়	-	-	-	-	-	-

* সাময়িক

একটি কর্মব্যস্ত সময়।

১৯৯৬ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ১৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃক শিল্পখাতে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ মিলিয়ন টাকা। উল্লেখ্য যে, ব্যাংকটি কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরী শুধুমাত্র বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল । শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণী-৩ এ দেখানো হল।

সারণী - ৩

মিলিয়ন টাকায়

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	১৯	-	১৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	১৯	-	১৯
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	২০	-	২০

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান এর মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৩৩ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্পখাতে ঋণের স্থিতি ১৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৭ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৩৫ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে স্থিতি ২০ মিলিয়ন টাকা)। খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণী -৪ এ দেখানো হল।

সারণী - ৪

মিলিয়ন টাকায়

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)
১।	কৃষি ও মৎস্য	১	১	১
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-
২।	শিল্প	১৭	১৯	২০
৩।	অন্যান্য	১৩	১৪	১৫
	সর্বমোট	৩০	৩৩	৩৫

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক ১৯৯৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে ১০০ মিলিয়ন টাকার রিজার্ভ ফান্ড ও ৭২৫ মিলিয়ন টাকার পরিসম্পদ নিয়ে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের দু'টো শাখা অফিস রয়েছে। ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ১০০ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে এবং উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৩৮ মিলিয়ন টাকা। ৩১ মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৩৯ জন ও কর্মচারী ১১ জন।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৬৮৫ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৪০১ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ২৮৪ মিলিয়ন টাকা)। যা ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে হ্রাস পেয়ে ৫৬৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ২৫০ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৩১৫ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ছিল ২৭২ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ৪২ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ২৩১ মিলিয়ন টাকা)। ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে ২৯১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৮৫ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ ১৯৯৭ শেষে হ্রাস পেয়ে ১৭০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালের ব্যাংকটি কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২০১৪ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৫৪১ মিলিয়ন , আমদানি ১০৮৯ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৩৮৪ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটি ৫৩২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ১৮৯ মিলিয়ন টাকা , আমদানি ২৩০ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ১১৩ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯৫ মিলিয়ন টাকা ও ৬৮ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী-১ এ দেয়া হল।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণী-১
(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	রিজার্ভ ফান্ড	১০০	১০০	১০০	১০০
২।	আমানত:	৯৪৭	৬৮৫	৫৬৫	৬৩৪
	১। তলবী আমানত	৩৯২	৪০১	২৫০	২৮৮
	২। মেয়াদী আমানত	৫৫৫	২৮৪	৩১৫	৩৪৬
৩।	অগ্রিম	২৫৭	২৭২	২৯১	৩১৪
৪।	বিনিয়োগ	২০০	১৮৫	১৭০	১৭০
৫।	মোট পরিসম্পদ	১৩৯৬	১৪৬১	১৩৩৮	১৪৭১
৬।	মোট আয়	৭৯	৯৫	২২	৪৬
৭।	মোট ব্যয়	৫৮	৬৮	১৭	৩৩
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৭১১	২০১৪	৫৩২	১১১৫
	(ক) রপ্তানি	১৯৭	৫৪১	১৮৯	৩৯৬
	(খ) আমদানি	৩৪০	১০৮৯	২৩০	৫১৬
	(গ) রেমিটেন্স	১৭৪	৩৮৪	১১৩	২০৩
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪০	৫০	৫০	৫২
	১। কর্মকর্তা	৩১	৩৯	৩৯	৪০
	২। কর্মচারী	৯	১১	১১	১২
১০।	বিদেশী প্রতিযোগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩৭	৩৭	৪০	৪৪
১১।	শাখা (সংখ্যা)	২	২	২	২

১৯৯৬ সালে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ৪৬০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৪৪৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯৯ মিলিয়ন ও ৪০ মিলিয়ন টাকা। মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণী-২ এ দেখানো হল।

সারণী - ২

মিলিয়ন টাকায়

ঋণ বিতরণ ও আদায়

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মুলধন	মোট		
১৯৯৫						
বিতরণ	-	-	৩১	৩১	৬০৬	৬৩৭
আদায়	-	-	-	-	৩৮০	৩৮০
১৯৯৬						
বিতরণ	-	১৫	৯	২৪	৪৩৬	৪৬০
আদায়	-	৪	১০	১৪	৪৩০	৪৪৪
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*						
বিতরণ -	-	-	৬	৬	৯২	৯৯
আদায়	-	২	১০	১২	৬৮	৪০
৩০শে জুন, ১৯৯৭**						
বিতরণ	-	-	৭	৭	১১১	১১৮
আদায়	-	২	১২	১৪	৮২	৯৬

*সাময়িক ** প্রাক্কলিত

ব্যাংক অর্থায়িত চামড়া শিল্প।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণী - ৩
মিলিয়ন টাকায়

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	১	৪
পরিমাণ	৩১	১১	৪২
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	১	৩
পরিমাণ	৯	১৫	২৪
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	১	৪
পরিমাণ	২৭	১০	৩৭
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত *			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	৬	-	৬
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত **			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	২	৭
পরিমাণ	৩১	১১	৪১

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণী - ৪
মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ-৩১ ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন-৩০ ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
২।		শিল্পঃ	৩২	৪২	৩৭	৪৫
	(১)	বৃহৎ ও মাঝারী	৩২	৩১	২৭	৩৩
	(২)	ক্ষুদ্র ও কুটির	-	১১	১০	১২
৩।		অন্যান্য	২২৫	২৩১	২৫৪	২৭০
		সর্বমোট	২৫৭	২৭৩	২৯১	৩১৫

সিটি ব্যাংক এন, এ,

সিটি ব্যাংক এন, এ, ১৯৮৭ সালে স্থাপিত একটি প্রতিনিধি অফিসকে উন্নীত করে ১৯৯৫ সালের ২৪শে জুন তারিখে ২০৪ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন এবং ৮০৯ মিলিয়ন টাকার পরিসম্পদ নিয়ে বাংলাদেশে তার পূর্ণ কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে শুধুমাত্র ঢাকায় ব্যাংকটির একটি অফিস রয়েছে। ১৯৯৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা ছিল ২০ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১১ জন ও কর্মচারী ৯ জন। বাংলাদেশে সিটি ব্যাংক এন, এ, যে সকল সেবাদি প্রদান করে আসছে সেগুলো হলো একাউন্ট সার্ভিসেস, গ্লোবাল এন্ড লোকাল ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস, ট্রেজারী সার্ভিসেস, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং ঋণ ও অগ্রিম।

১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ব্যাংকের মোট আমানত ৪৪৮ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৯২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ১৯৯৬ শেষে ৯৩২ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৯১ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৮৪১ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে তা হ্রাস পেয়ে ৯১৬মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ১২৭ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৭৮৯ মিলিয়ন টাকা)। ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬ তারিখে ৩৬৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫৪মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা মার্চ, ১৯৯৭ শেষে ১৯ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ৭৩৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি মোট ১৫৮ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। সিটি ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৬ সালে ছিল ৪৭৯ মিলিয়ন টাকা (আমদানি ৪৭৫ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৪ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৭ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে তা হ্রাস পেয়ে ৩১২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (আমদানি ২৬০ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৫২ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে সিটি ব্যাংক এন,এ এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১

(মিলিয়ন টাকায়)

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	পরিশোধিত মূলধন	২০৪	২০৪	২০৪	২০৪
২।	রিজার্ভ ফান্ড	-	৮	৮	৮
৩।	আমানত:	৪৮৪	৯৩২	৯১৬	১০০৭
	১। তলবী আমানত	৩	৯১	১২৭	১৪০
	২। মেয়াদী আমানত	৪৮১	৪৮১	৭৮৯	৮৬৭
৪।	অগ্রিম	৩৮৬	৭৫৪	৭৩৫	৮০৯
৫।	বিনিয়োগ	-	১৫৮	১৪৯	১৬৪
৬।	মোট পরিসম্পদ	৮০৯	১২৮৯	১২৬১	১৩৮৭
৭।	মোট আয়	(২৫)	২০	৩৩	৬৯
৮।	মোট ব্যয়	৩৮	৭৩	২৯	৬২
৯।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৪৪	৪৭৯	৩১২	৬৫৭
	(ক) রপ্তানি	-	-	-	-
	(খ) আমদানি	১৪২	৪৭৫	২৬০	৫৪৭
	(গ) রেমিটেন্স	২	৪	৫২	১১০
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭	২০	২০	২৩
	১। কর্মকর্তা	১০	১১	১১	১৪
	২। কর্মচারী	৭	৯	৯	৯
১১।	শাখা (সংখ্যা)	১	১	১	১

সিটিব্যাংক এন, এ, ১৯৯৬ সালে শিল্পখাতে ১৮৫৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৫৪৪ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৩৬ মিলিয়ন টাকা ও ৫৪১ মিলিয়ন টাকা।সিটিব্যাংক এন, এ, কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণী -২ এ দেখানো হল।

সারণী - ২

ঋণ বিতরণ ও আদায় মিলিয়ন টাকায়

	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ	অন্যান্য	সর্ব মোট
১৯৯৫				
বিতরণ	০	৭২৯	১	৭৩০
আদায়	০	৩২৩	-	৩২৩
১৯৯৬				
বিতরণ	০	১৮৫৫	১	১৮৫৬
আদায়	০	১৫৪৩	১	১৫৪৪
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*				
বিতরণ	০	৫৩৬	৫৩৬	
আদায়	০	৫৪১	৫৪১	

* সাময়িক

একটি আধুনিক ঔষধ শিল্প।

বাংলাদেশে সিটি ব্যাংক এন এ এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণী-৩-এ দেখানো হল।

সারণী - ৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	৪০৬	৫৪৮	৫৯৭	৬৫৬
৩।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	৩৪	১৩	১৪
৪।	অন্যান্য	১	১৭২	১২৬	১৩৯
	সর্বমোট	৪০৭	৭৫৪	৭৩৬	৮০৯

হানিল ব্যাংক

হানিল ব্যাংক ১০৬ মিলিয়ন টাকার মূলধন নিয়ে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ থেকে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকের মোট পরিসম্পদ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ সালের ৫১৫ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ১৯৯৭-এ ৭৭৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকে মোট ১৩ জন কর্মকর্তা এবং ৯ জন কর্মচারী নিয়োজিত। ব্যাংকটি ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের অনুমোদন লাভ করেছে।

মোট আমানত ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৩৭ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ১৮২ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ৫৫ মিলিয়ন টাকা) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে ৪৪৩মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ১৫০ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ২৯৩ মিলিয়ন টাকা) হয়েছে।

ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ এর ৭৮ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ১৯৯৭ নাগাদ ৩৪৭ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৬ সালে ছিল ৩৯৬ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১৮৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৬২ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১৪৮ মিলিয়ন টাকা))। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যবসার পরিমাণ ৬৪৯ মিলিয়ন টাকায় (রপ্তানি ৪০২ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১০২ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১৪৫ মিলিয়ন টাকা)দাঁড়ায়। হানিল ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ঠ্য সারনী-১ এ দেয়া হল।

১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি ৮৭ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ এবং ৯ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩৩৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে ১১৯ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় হয়। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণী-২ এ দেয়া হল।

ব্যাংকটি ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে শিল্পে ৪৯মিলিয়ন টাকার চলতি মূলধন সরবরাহ করে। শিল্পের আকার-ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণী-৩ এ দেয়া হল।

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৬ সালের ৭৮ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে ৩৪৭ মিলিয়ন টাকায় (শিল্পে চলতি মূলধন ২৩ মিলিয়ন টাকা সহ) দাঁড়ায় । ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণী-৪ এ দেয়া হয়েছে।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য*

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	-	১০৬	১০৬	১০৬
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-			
৪।	আমানত:	-	২৩৭	৪৪৩	৫০০
	১। তলবী আমানত	-	১৮২	১৫০	২০০
	২। মেয়াদী আমানত	-	৫৫	২৯৩	৩০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	-	৭৮	৩৪৭	৪২৫
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	-	৫১৫	৭৭৭	১০৮৩
৮।	মোট আয়	-	৩	১৪	৩১
৯।	মোট ব্যয়	-	১৬	১২	২৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	-	৩৯৬	৬৪৯	১৪৫০
	(ক) রপ্তানি	-	১৮৬	৪০২	৯০০
	(খ) আমদানি	-	৬২	১০২	২৫০
	(গ) রেমিটেন্স	-	১৪৮	১৪৫	৩০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২২	২২	২২	
	১। কর্মকর্তা	-	১৩	১৩	১৩
	২। কর্মচারী	-	৯	৯	৯
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-			
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	-	১	১	১

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়					সারণী - ২ মিলিয়ন টাকায়
বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ		অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মুলধন		
১৯৯৫					
বিতরণ	-	-	-	-	-
আদায়					
১৯৯৬					
বিতরণ	-	-	-	৮৭	৮৭
আদায়	৯	৯			
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*					
বিতরণ	-	-	২৩	৩১৬	৩৩৯
আদায়	-	১১৯	১১৯		
৩০শে জুন, ১৯৯৭**					
বিতরণ			৫৫	৬২৫	৬৮০
আদায়			-	২৬৯	২৬৯

নোটঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট সহ
* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ			সারণী - ৩ মিলিয়ন টাকায়
ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে	-	-	-
প্রকল্প সংখ্যা			
পরিমাণ			
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত	-	-	-
প্রকল্প সংখ্যা			
পরিমাণ			
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	৪৯	৪৯	
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	৪৯	-	৪৯
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমাণ	৭৫	-	৭৫

নোটঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট সহ

সারণী - ৪

মিলিয়ন টাকায়

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	(১)	শস্য				
	(২)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য				
২।		শিল্পঃ				
	(১)	বৃহৎ ও মাঝারী	-	-	২৩	৭৫
	(২)	ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।		অন্যান্য	-	৭৮	৩২৪	৩৫০
		সর্বমোট	৭৮	৩৪৭	৪২৫	

নোটঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট সহ

ডাচ-বাংলা ব্যাংক

ইউরো বাংলা যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ডাচ-বাংলা ব্যাংক ১৯৯৬ সালের ৩রা জুন হতে বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু করে। নেদারল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফাইনেন্স কোম্পানী (FMO) এবং বাংলাদেশী উদ্যোক্তাগণের যৌথ উদ্যোগে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকটি অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০০ মিলিয়ন ও ১০০ মিলিয়ন টাকা। মোট ৮ জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত একটি পর্ষদ ব্যাংকটি পরিচালনা করেন যার মধ্যে ৫ জন স্থানীয় এবং ৩ জন বিদেশী। ঢাকার দিলখুশায় অবস্থিত একমাত্র শাখার মাধ্যমে ব্যাংকটি আলোচ্য বছরে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। ১৯৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ২৮ জন, যার মধ্যে ২৬ জন কর্মকর্তা।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ ছিল ৫৪৭ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৩৫ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৮২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটির মোট অগ্রিমের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪০ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে এর পরিমাণ ২০৫ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে।

১৯৯৬ সালে ব্যাংকটি মোট ২০২মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। এ সালে ব্যাংকটি ২২৯ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ২মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২০৯ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ১৫৮ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ৮মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৩১ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১৯ মিলিয়ন টাকা। ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১

(মিলিয়ন টাকায়)

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য*

	বিবরণ	১৯৯৬	মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৪০০	৪০০	৪০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০০	১০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-
৪।	আমানত	৫৪৭	৬৮২	১০০০
	(ক) তলবী আমানত	৮১	৮৭	১২০
	(খ) মেয়াদী আমানত	৪৬৬	৫৯৫	৮৮০
৫।	অগ্রীম	১৪০	২০৫	৪০০
৬।	বিনিয়োগ	২০২	২৫৯	৫৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭৯২	৯৩০	১১৫০
৮।	মোট আয়	১৫	১৮	৫০
৯।	মোট ব্যয়	২১	১৫	৩০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২২৯	১৫৮	৩৫৩
	(ক) রপ্তানি	২	৮	৪৩
	(খ) আমদানি	২০৯	১৩১	২৮৫
	(গ) রেমিটেন্স	১৮	১৯	২৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৫	২৮	৫০
	(ক) কর্মকর্তা	২৩	২৬	৪১
	(খ) কর্মচারী	২	২	৯
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩	৩	৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	২

১১—

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৬ সালে ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড মোট ২১১ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে এবং ৭১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ২৯ মিলিয়ন টাকা ছিল শিল্প ঋণ। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের গতিধারা নিম্নের সারণীতে দেয়া হল।

সারণী - ২
মিলিয়ন টাকায়

ঋণ বিতরণ ও আদায়

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬	বিতরণ	২৯	২৯	১৮২	২১১	
	আদায়	২	২	৬৯	৭১	
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*						
	বিতরণ	২	৩১	৩৩	২০১	২৩৪
	আদায়	-	৩	৩	১৩১	১৩৪
৩০শে জুন, ১৯৯৭**						
	বিতরণ	৫	২৫	৩০	১৭০	২০০
	আদায়	১	১০	১১	১৪০	১৫১

*সাময়িক **প্রাক্কলিত

সারণী - ৩
মিলিয়ন টাকায়

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-
২।		শিল্পঃ	-	৫৯	৬০
	(১)	বৃহৎ	-	-	-
	(২)	মাঝারী	-	৫৯	৪০
	(৩)	ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	২০
৩।		পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	১০৭	১৪০
৪।		বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যাবসা সেবা	৩	৬	২০
৫।		পরিবহন ও যোগাযোগ	-	১	২০
৬।		বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	-	-	-
৭।		অন্যান্য	১৩৭	৩২	১৬০
		সর্বমোট	১৪০	২০৫	৪০০

সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো)

বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে বিদ্যমান ভ্রাতৃত্ববোধের নিদর্শন স্বরূপ এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে যৌথ প্রচেষ্টায় আরো ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব এবং বাংলাদেশ সরকার এর অর্থমন্ত্রী পর্যায়ে ১৫ই মে ১৯৮৩ সালে এক প্রোটোকল স্বাক্ষরের মাধ্যমে সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো) স্থাপনের সূচনা হয়। এই চুক্তি মোতাবেক এবং কোম্পানী আইন ১৯১৩ অনুযায়ী একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে ১৯৮৪ সালের ২৪শে জুন সাবিনকো আত্মপ্রকাশ করে। ঢাকায় প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে ১৯৮৬ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

সাবিনকোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শিল্প এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগ করে এগুলো পরিচালিত করা এবং দেশে বিদেশে পণ্য দ্রব্য এবং সেবার বিপণন করা। এছাড়া, সাবিনকো বিদ্যমান শিল্প কারখানাগুলোর অভ্যন্তরীণ সুষমকরণ, আধুনিকরণ, যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সম্প্রসারণ কল্পে শিল্প ঋণের যোগান দিয়ে থাকে। সাবিনকো নিজের তত্ত্বাবধানে অথবা সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বিশেষ কোন প্রকল্প পরিচালনায়ও সহায়তা প্রদান করতে পারে।

সাবিনকোর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার পুরোটাই সৌদী এবং বাংলাদেশ সরকার পরিশোধ করেছে। বর্তমানে ছয় জন সদস্য নিয়ে কোম্পানীর বোর্ড গঠিত, তন্মধ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং দুজন সদস্য সৌদি সরকার কর্তৃক এবং ডেপুটি-চেয়ারম্যান এবং অপর দুজন সদস্য বাংলাদেশ সরকার মনোনীত।

বিনিয়োগ নীতিমালা

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় কৃষিভিত্তিক শিল্পসহ বিবিধ শিল্প স্থাপন, সম্প্রসারণ/উন্নয়ন কার্যক্রম সাবিনকো আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সাবিনকো বাণিজ্যিক ভাবে লাভজনক সকল বিনিয়োগ প্রস্তাবনা বিবেচনা করে থাকে। তবে নিম্নে উল্লেখিত প্রকল্প সমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকেঃ

ক) যে সব প্রকল্প স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে এবং যাদের উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানী বাজার বিদ্যমান;

খ) যে সব প্রকল্প মূলতঃ স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে এবং স্থানীয় বাজারে অপরিহার্য চাহিদা পূরণ করে;

ঘ) যে সব প্রকল্প আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করে অপরিহার্য অথচ আমদানি বিকল্প পণ্য হিসাবে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে।

উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রকল্প শ্রমনিবীড় এবং অগ্র-পশ্চাৎ সম্পর্ক সমৃদ্ধ-বহুল, সেসব প্রকল্প সমূহকে অর্থায়নের ক্ষেত্রে সাবিনকো সর্বাধিক প্রাধাণ্য দিয়ে থাকে।

অর্থায়ন পদ্ধতি

ক) মেয়াদী ঋণ প্রদান (মাধ্যম/দীর্ঘ মেয়াদী) দেশীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা।

খ) সরাসরি মূলধন বিনিয়োগ।

গ) শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারে পাবলিক ইস্যু অবলেখন (Underwriting)।

ঘ) প্রাইভেট ফান্ড প্লেসমেন্ট সিন্ডিকেশন-এর ব্যবস্থাকরণ এবং এরকম প্লেসমেন্ট-এ অংশ গ্রহণ।

ঙ) মূলধন বাজারে লেনদেন।

চ) বিনিয়োগ তহবিল গঠন ও তার তদারকি করণ।

ঋণের অনুমোদন এবং বিতরণ

১৯৯৬ সালে সাবিনকো ০.৩৭ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা সহ মোট ৩৫৮ মিলিয়ন টাকার আর্থিক সহায়তা অনুমোদন করে। শুরু থেকে ১৯৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প স্থাপনের জন্য মোট ৪২টি প্রকল্প বিভিন্ন ধরণের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। অর্থায়িত ৪২টি প্রকল্পে সাবিনকো ১৯৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১টি শিল্প উপ-খাতে দেশী ও বিদেশী মুদ্রা সর্বমোট ২৬৫৫ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করেছে, এই মঞ্জুরীকৃত ঋণের ২২% বস্ত্রখাতে, ২২% রসায়ন ঔষধ এবং সহযোগী খাতে এবং ১৪% মৎস/চিংড়ি চাষে এবং ১৫% সিমেন্ট ও সিরামিক খাতে মঞ্জুর করা হয়েছে। আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী অন্যান্য খাতগুলো হলঃ চামড়া/চামড়াজাত দ্রব্য, মৎস্য চাষ সহায়ক প্রকল্প, প্রকৌশল, দুগ্ধ/ফল, খেলনা এবং কাগজ সাবিনকো কর্তৃক বিভিন্ন খাতে অংগীকার এবং বিতরণের বিবরণ সারণী-১ এ দেখানো হল।

সারণী-১

অংগীকার ও বিতরণ

(টাকা/মার্কিন ডলার মিলিয়নে)

বছর	আর্থিক বিনিয়োগের অংগীকার		বিতরণ		ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক বিনিয়োগের অংগীকার		ক্রমপুঞ্জিভূত বিতরণ	
	টাকা	ডলার	টাকা	ডলার	টাকা	ডলার	টাকা	ডলার
১৯৯৪	৩০৭	-	১৭৬	-	১৩৪৩	১৪	১১১৬	১৪
১৯৯৫	৩১১	১	৩০০	১	১৬৫৪	১৫	১৪১৭	১৫
১৯৯৬	৩৩৭	১	৩০৮	.৪	১৯৯১	১৬	১৭২৫	১৫

সাবিনকোর ব্যালেন্স শীট এবং খাতওয়ারী প্রকল্প সংখ্যা যথাক্রমে সারণী-২ এবং সারণী-৩ এ দেয়া হল।

সারণী-২

সাবিনকোর ব্যালেন্স শীট (বছর শেষে)

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৪	১৯৯৫	১৯৯৬
স্থায়ী সম্পত্তি	৩১	৩২	৩৩
বিনিয়োগ	৩৭৮	৩৮৯	৫২৪
দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	১৩১১	১৩৩৬	১৩৬৫
বর্তমান পরিসম্পদ	৮২৮	১২৯৫	১৪০৫
বর্তমান দায়	১২	৯০	১৫০
নীট বর্তমান পরিসম্পদ	৮১৫	১২০৫	১২৫৫
	২৫৩৬	২৯৬২	৩১৭৬
দীর্ঘ মেয়াদী দায়	১০০	১৫০	১৫০
নীট পরিসম্পদ	২৪৩৬	২৮১২	৩০১৬

সারণী-৩

খাতওয়ারী প্রকল্প সংখ্যা

খাত	১৯৯৪	১৯৯৫	১৯৯৬
১। বস্ত্র	৫	৭	৭
২। রসায়ন, ঔষধ এবং সহযোগী শিল্প	৪	৪	৪
৩। মৎস/চিংড়ী	১১	১১	১১
৪। কাঁচ, সিরামিক, সিমেন্ট ও সহযোগী শিল্প	৪	৪	৪
৫। চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	৩	৩	৩
৬। ভোজ্য তেল	২	২	২
৭। মৎস্য চাষ ও হাঁস মুরগী খামার সহায়ক শিল্প	৩	৩	৩
৮। প্রকৌশল শিল্প	২	২	২
৯। দুগ্ধ / ফল প্রক্রিয়াকরণ	২	২	২
১০। খেলনা	১	১	১
১১। মন্ড ও কাগজ	২	২	২
সর্বমোট	৩৮	৪১	৪২

ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইডিএলসি)

দেশের উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে "কোম্পানী" এ্যাক্ট, ১৯১৩" এর আওতায় ১৯৮৫ সালের ২৩শে মে তারিখে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে আইডিএলসি প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন এবং পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ১০০ মিলিয়ন এবং ৭৫ মিলিয়ন টাকা। বিদেশী আর্থিক সংস্থা কোম্পানীটির ৪৫ শতাংশ এবং জনসাধারণ ও স্থানীয় আর্থিক সংস্থা ৫৫ শতাংশের মালিক। কোম্পানী ১৯৯০ সালে চট্টগ্রামে একটি শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারণ করেছে এবং ১৯৯৩ সালে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে এ তালিকাভুক্ত হয়েছে।

আইডিএলসি প্রধাণতঃ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থায়ন করে থাকে। তবে নিয়ন্ত্রনমুক্ত ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং সরকারের শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহকেও কোম্পানীটি অর্থায়ন করে থাকে। একই সাথে আইডিএলসি জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এবং রপ্তানীমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান করে।

কোম্পানীর লীজ চুক্তি ও বিতরণের হিসাব সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারনী-১

লিজ চুক্তি ও বিতরণের বিবরণ (মিলিয়ন টাকায়)

বছর	চুক্তি	% পরিবর্তণ	বিতরণ	% পরিবর্তণ
১১৯৪	৪৭৩	৪৫	৩৬৯	২৬
১৯৯৫	৭০২	৪৮	৫৭২	৫৫
১৯৯৬	৯০১	২৮	৮১১	৪২

কোম্পানীর ব্যালেন্স শীট এবং লাভ লোকসানের হিসাব সরণী-২ এ দেয়া হল।

সারনী-২

ব্যালেন্স শীট এবং লাভ লোকসানের হিসাব

ব্যালেন্স শীট (মিলিয়ন টাকায়)

দায়	১৯৯৪	১৯৯৫	১৯৯৬
শেয়ার হোল্ডারগণের তহবিল	১৮৪	২২৮	২৮২
দীর্ঘ মেয়াদী দায়	৩৩০	৫৪২	৯৪২
মোট	৫১৪	৭৭০	১২২৪
সম্পদ			
লীজ সম্পদ	৭০১	১২৪১	১৫৭৩
স্থায়ী সম্পদ	৬	৯	৯
নীট বর্তমান সম্পদ	(১৯৩)	(৪৮০)	(৩৫৮)
মোট	৫১৪	৭৭০	১২২৪
লাভ লোকসান			
পরিচালনা লব্ধ আয়	৩২৫	৪২৯	৬১২
পরিচালনা লব্ধ ব্যয়	২৫৭	৩৩৫	৫০৮
পরিচালনা লব্ধ মুনাফা	৬৮	৯৪	১০৪
অপরিচালনা লব্ধ আয়	১	-	১
করপূর্ব মুনাফা	৬৯	৯৪	১০৫
কর বাবদ বরাদ্দ	১১	২৫	২৫
নীট মুনাফা	৫৮	৬৯	৮০

ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইপিডিসি)

ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইপিডিসি) একটি বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৩ সালে কর্মকাণ্ড আরম্ভ করে। কোম্পানীটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, কমনওয়েলথ উন্নয়ন সংস্থা (CDC) বিশ্ব ব্যাংকের আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংস্থা (IFC), জার্মান বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন সংস্থা (DEG) এবং সুইজারল্যান্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত আগাখান তহবিলের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত।

বিনিয়োগ নীতিমালা ও অর্থায়ন পদ্ধতি

বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নতুন কিংবা বিদ্যমান ব্যবসায়ের সম্প্রসারণে আইপিডিসি অর্থায়ন করে থাকে। কোম্পানী সাধারণতঃ "প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং" (Project Financing) করে থাকে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পর্যাপ্ত নগদ প্রবাহ (Cash Flow) থাকতে হবে যাতে মোট পরিচালন ব্যয়, সকল দায় পরিশোধ এবং বিনিয়োগকারীদের প্রাপ্য আয় প্রদানে কোন অসুবিধা না হয়। অন্যান্য সহযোগী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সহঅর্থায়নেও কোম্পানী উৎসাহ দিয়ে থাকে। আইপিডিসি প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং ছাড়াও অপরাপর বিনিয়োগকারী/ঋণ দাতাদেরকে ঋণ সিন্ডিকেশন, অবলেখন এবং নিশ্চয়তা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকল্প তহবিল গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তাগণের নিজস্ব মূলধন মোট বিনিয়োগের শতকরা ২০ ভাগ থাকা আবশ্যক। দেশী-বিদেশী যে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আইপিডিসি হতে ঋণ গ্রহন করতে পারে।

প্রকল্পসমূহের অর্থায়নের ক্ষেত্রে আইপিডিসি সরাসরি ঋণ প্রদান বা ইকুইটিতে অংশগ্রহণ বা উভয় পন্থাই অবলম্বন করে থাকে। একটি প্রকল্পের জন্য আইপিডিসি ঋণ ও মূলধনসহ সর্বোর্চ্চ ৪৫ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে থাকে যা পরিশোধের সময়সীমা ৫-১০ বছর (৩ বছর অতিরিক্ত সময়সহ)। আইপিডিসি ১৯৯৫/৯৬ সময়কালে মোট ১৯টি প্রকল্পের অধীনে ৫৪১ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন করে এবং ১৮০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। সারণী নং ১-এ খাত-ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, অনুমোদন এবং বিতরণের অবস্থা দেখান হল।

সারনী-১

১৯৯৪-৯৫ সময়কালে খাত ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, অনুমোদন এবং বিতরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

খাত	প্রকল্প সংখ্যা	অনুমোদন	বিতরণ
কৃষি-ভিত্তিক শিল্প	১	৯.৫	০
রাসায়নিক	১	৩০.০	০
ইঞ্জিনিয়ারিং/হার্ডওয়ার	২	৩৭.৫	১৭.৫
খাদ্য ও খাদ্যজাত	৩	৪০.৪	১৫.৭
পেপার/প্যাকেজিং	১	১৫.০	১৫.০
টেক্সটাইল	২	৪৫.৫	৩০.০
সেবা(পরিবহন)	০	০	০
মোট	১০	১৭৭.৯	৭৮.২

সারনী-২

১স্থিতি পত্র ১৯৯৪-৯৬

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৪	১৯৯৫	১৯৯৬
মোট মূলধন নিয়োগ	৩৭৮	৪৪১	৫৯৭
স্থায়ী পরিসম্পদ	২	১	৩
বিনিয়োগ	৩০৯	৩৭১	৪২৮
অন্যান্য	২২	২৫	১
নীট বর্তমান পরিসম্পদ	৪৫	৪৪	১৭০
মোট বর্তমান সম্পদ	২১৮	২৩৩	২৮৯
প্রাপ্তব্য হিসাব	১৪	১৫	২০
প্রিপেমেন্টস এবং আমানত	১	১	৩
নগদ/ব্যাংক ব্যালান্স	২০৩	২১৭	২৬৬
মোট বর্তমান দায়	১৭৩	১৮৮	১২০
তলবী ঋণ	১৬০	১৬০	০
পরিশোধযোগ্য হিসাব	১৩	১৩	৮৯
কর প্রভিশন	১৫	১৫	১৮
নীট বর্তমান পরিসম্পদ	৪৫	৪৫	১৭০

নোট ঃ প্রস্তাবিত লভ্যাংশ ১৫%, ১৩ মিলিয়ন টাকা।

ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড (ইউএলসি)

ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড এশিয়ান-ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশণ, লরি গ্রুপ পিএলসি, ডানকান ব্রাসার্স (বাংলাদেশ) লিমিটেড, অক্টভিয়ান ষ্টীল এন্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড, শ-ওয়ালেস বাংলাদেশ লিমিটেড, ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এবং ন্যাশনাল ব্রোকারস লিমিটেডের আর্থিক সহায়তায় ১৯৮৯ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২০ মিলিয়ন, ৭০ মিলিয়ন এবং ১৩১ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানীর বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ৬৭০ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৮৮ মিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে ৮৫৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ বিনিয়োগের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ৯৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কোম্পানীটি ১৯৯৬ সালে ১৫৯ মিলিয়ন টাকার আমদানি বাণিজ্য পরিচালনা করে যার পরিমাণ ১৯৯৫ সালে ছিল ১৯১ মিলিয়ন টাকা। ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে কোম্পানীতে মোট কর্মরত জনসংখ্যা হচ্ছে ১৮ জন। সারণী-১-এ কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখানো হল।

একটি আধুনিক বস্ত্র শিল্প।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য (মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১২০	১২০	১২০	১২০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৭০	৭০	৭০	৭০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮৫	১৩১	১৩৮	১৫০
৪।	বিনিয়োগ	৬৭০	৮৫৮	৯৩০	৯৬৫
৫।	মোট পরিসম্পদ	৪৯৭	৬৫৮	৬৪১	৬৬০
৬।	মোট আয়	৩০৫	৪৮০	.০৫	২৭৩
৭।	মোট ব্যয়	২৫২	৪০৪	৯৩	২৪১
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২১৩	১৭৮	৪৬	৯২
	(ক) আমদানি	১৯১	১৫৯	৪০	৮০
	(খ) রেমিটেন্স	২২	১৯	৬	১২
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৮	১৬	১৮	১৮
১০।	শাখা (সংখ্যা)	১	১	১	১

ঋণ বিতরণ ও আদায়

বিভিন্ন লীজ অর্থায়নের মাধ্যমে কোম্পানী ১৯৯৫ সালের ৪৩৫ মিলিয়ন টাকা বিতরণের তুলনায় ১৯৯৬ সালে ৫১০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে । একই সময়ে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৯৩ মিলিয়ন ও ৩২৩ মিলিয়ন টাকা। ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণী-২ এ দেখানো হল।

সারণী - ২

ঋণ বিতরণ ও আদায় মিলিয়ন টাকায়

বিবরণ		শিল্প ঋণ		মোট	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মুলধন		
১৯৯৫					
	বিতরণ	৪৩৫		৪৩৫	৪৩৫
	আদায়	১৯৩		১৯৩	১৯৩
১৯৯৬					
	বিতরণ	৫১০		৫১০	৫১০
	আদায়	৩২৩		৩২৩	৩২৩
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*					
	বিতরণ	৮২		৮২	৮২
	আদায়	৬৮		৬৮	৬৮
৩০শে জুন, ১৯৯৭**					
	বিতরণ	২০০		২০০	২০০
	আদায়	১৫৬		১৫৬	১৫৬

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

কোম্পানী শুরু থেকে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ৫২২ লীজের আওতায় ১৪৪৪ মিলিয়ন টাকার ঋণ প্রদান করে। এর মধ্যে ১৯৯৬ সালে মোট ১৮২টি লীজের আওতায় মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। আকার-ভিত্তিক শিল্প ঋণ পরিস্থিতি সারণী-৩-এ দেখানো হল।

সারণী - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মিলিয়ন টাকায়

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
লীজ সংখ্যা	৫৪৫		৫৪৫
পরিমাণ	১৬৩০		১৬৩০
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
লীজ সংখ্যা	১৮২		১৮২
পরিমাণ	৫৯১		৫৯১
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে·			
লীজ সংখ্যা	৫৫২		৫৫২
পরিমাণ	১৪৪৪		১৪৪৪
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
লীজ সংখ্যা	২৯		২৯
পরিমাণ	১০১		১০১
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
লীজ সংখ্যা	৬০		৬০
পরিমাণ	১১২		১১২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

বিভিন্ন লীজ অর্থায়নের মাধ্যমে কোম্পানী ১৯৯৫ সালের ৪৩৫ মিলিয়ন টাকা বিতরণের তুলনায় ১৯৯৬ সালে ৫১০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে । একই সময়ে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৯৩ মিলিয়ন ও ৩২৩ মিলিয়ন টাকা। ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণী-২ এ দেখানো হল।

সারণী - ২

ঋণ বিতরণ ও আদায় মিলিয়ন টাকায়

বিবরণ		শিল্প ঋণ		মোট	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মুলধন		
১৯৯৫					
	বিতরণ	৪৩৫		৪৩৫	৪৩৫
	আদায়	১৯৩		১৯৩	১৯৩
১৯৯৬					
	বিতরণ	৫১০		৫১০	৫১০
	আদায়	৩২৩		৩২৩	৩২৩
৩১শে মার্চ, ১৯৯৭*					
	বিতরণ	৮২		৮২	৮২
	আদায়	৬৮		৬৮	৬৮
৩০শে জুন, ১৯৯৭**					
	বিতরণ	২০০		২০০	২০০
	আদায়	১৫৬		১৫৬	১৫৬

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

কোম্পানী শুরু থেকে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ৫২২ লীজের আওতায় ১৪৪৪ মিলিয়ন টাকার ঋণ প্রদান করে। এর মধ্যে ১৯৯৬ সালে মোট ১৮২টি লীজের আওতায় মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। আকার-ভিত্তিক শিল্প ঋণ পরিস্থিতি সারণী-৩-এ দেখানো হল।

সারণী - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মিলিয়ন টাকায়

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে				
	লীজ সংখ্যা	৫৪৫		৫৪৫
	পরিমাণ	১৬৩০		১৬৩০
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত				
	লীজ সংখ্যা	১৮২		১৮২
	পরিমাণ	৫৯১		৫৯১
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে-				
	লীজ সংখ্যা	৫৫২		৫৫২
	পরিমাণ	১৪৪৪		১৪৪৪
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
	লীজ সংখ্যা	২৯		২৯
	পরিমাণ	১০১		১০১
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
	লীজ সংখ্যা	৬০		৬০
	পরিমাণ	১১২		১১২

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

১৯৯৬ সালের শেষে মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৫ সালের ১০৫৪ মিলিয়ন থেকে ৩৪৩ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৯৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ৮৯৫ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানীর মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে দাঁড়ায় ১৪৪৪ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প ঋণ ৯৩২ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ সারণী-৪-এ দেখানো হল।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

সারণী - ৪

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	মার্চ ৩১, ১৯৯৭ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৭ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস ঃ				
	(১)	শস্য				
	(২)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪৯	৪১	৩২	৩৫
২।		শিল্পঃ				
	(১)	বৃহৎ ও মাঝারী	৭২৩	৮৯৫	৯৩২	১০২০
	(২)	ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।		পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৫	১১	১৭	২১
৪।		বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	৯০	১২৭	১২৯	১৩৫
৫।		পরিবহন ও যোগাযোগ	১৮	৫২	৫৫	৬০
৬।		অন্যান্য	১৬৯	২৭১	২৭৯	২২৯
		সর্বমোট	১০৫৪	১৩৯৭	১৪৪৪	১৫০০

ইউ এ ই-বাংলাদেশ ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

আবুধাবী ফান্ড ফর আরব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (বর্তমানে আবুধাবী ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট) ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ৮ই নভেম্বর, ১৯৮৬ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ইউ এ ই বাংলাদেশ ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড গঠিত হয় যা ১৯৮৭ সনের জুন মাসে প্রাইভেট কোম্পানী হিসাবে কোম্পানীসমূহের নিবন্ধকের দফতরে নিবন্ধিত হয় এবং ১৯৮৯ সালের জুন মাসে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীর ৬০ শতাংশ মালিকানা আবুধাবী ফান্ডের এবং ৪০ শতাংশ মালিকানা বাংলাদেশ সরকারের। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৫৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে কোম্পানীর রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮ মিলিয়ন টাকা। ৫ জন সদস্য সমন্বয়ে কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ গঠিত যার মধ্যে আবুধাবী ফান্ড কর্তৃক মনোনীত ৩ জন এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ জন। সভাপতি সর্বদাই আবুধাবী ফান্ড কর্তৃক মনোনীত।

কোম্পানীর বিনিয়োগ নীতিমালা ও অর্থায়ন রীতি

চুক্তি এবং কোম্পানীর সংঘ স্মারকে উল্লেখিত অনুবিধি অনুযায়ী অন্যান্য উদ্দেশ্যসহ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ

১। বাংলাদেশে আর্থিক ভাবে সফল প্রকল্পসমূহে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিনিয়োগ;

২। বাংলাদেশে প্রকল্প প্রণয়ন, উদ্যোগ গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়নের সংগে জড়িত হওয়া;

৩। আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় সম্পূরক কোম্পানী গড়ে তোলা, বিদ্যমান কোম্পানী বা কর্পোরেশনে সম মূলধন বা ঋণ অথবা উভয় প্রকার অর্থায়নে অংশ গ্রহণ;

৪। এক/একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অথবা সরাসরি আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহ বা কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটি ইত্যাদি কেনাবেচা করা;

৫। বাংলাদেশে আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহে অগ্রিম প্রদান, ঋণ ও চলতি মূলধন সরবরাহ করা।

কোম্পানীর ব্যালেন্স শীট সারণী-১ এ দেয়া হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য (মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৫৮	১৫৮	১৫৮	১৫৮
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬২	৬৭	৬৭	৭১
৪।	মোট পরিসম্পদ	২১৯	২২৫	২২৫	২২৯
৫।	মোট আয়	৬	৮	১	৫
৬।	মোট ব্যয়	২	২	১	১

ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড (পিএলসি)

১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী বাংলাদেশে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কোম্পানীর অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন ও ৫০ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে এই কোম্পানীতে ১০ জন পরিচালক রয়েছেন। এই কোম্পানী বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি, প্লান্ট, সরঞ্জামাদি, বাণিজ্যিক কৃষিভিত্তিক ও শিল্পে ব্যবহারের জন্য যানবাহন ক্রয়ে ইজারা ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ১৯৯৫ সালের এপ্রিল হতে এই কোম্পানী প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা আরম্ভ করে এবং ৩১-৩-৯৭ তারিখ পর্যন্ত ১৩৬টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং মোট ২২১ মিলিয়ন টাকা লীজ সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য বিতরণ করা হয়।

বিনিয়োগ নীতিঃ

কোম্পানীটি নিম্নলিখিত খাতসমূহে বিনিয়োগ করে থাকেঃ

১। যানবাহন	৭। নৌযান
২। ইলেকট্রনিক্স	৮। ইস্পাত ও শিল্প প্রকৌশল
৩। চামড়াজাত	৯। বৈদ্যুতিক জেনারেটর/ট্রাক্টর
৪। বস্ত্র	১০। চিকিৎসা যন্ত্রপাতি এবং
৫। পোশাক	১১। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান
৬। মুদ্রণ	

আর্থিক সহায়তার পদ্ধতিঃ

ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী (পি,এল,সি) সরাসরি শতকরা ১০০% অর্থ লীজ সম্পত্তির সরবরাহকারীকে যোগান দেয়। প্রাথমিকভাবে লীজকৃত সম্পত্তি ফিনিক্স লীজিং কোম্পানীর নামে ক্রয় করা হয় এবং লীজের মেয়াদ পূর্তিতে উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ঃ

ক) সম্পত্তির মালিকানা সেলভেজ (Salvage) মূল্য হিসাবে হস্তান্তর মূল্যের শতকরা ৫ ভাগ প্রদান সাপেক্ষে লীজ গ্রহিতাকে স্থানান্তর;

খ) বাৎসরিক ভিত্তিতে লীজ চুক্তির নবায়ন;

গ) লীজকৃত সম্পত্তি কোম্পানীর (পি,এল,সি) কাছে ফেরৎ দেয়া।

আর্থিক সহায়তার শর্তসমূহ

লীজের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সময় নিম্নলিখিত শর্তসমূহ বিবেচনা করা হয়ঃ-

অধিগ্রহনকৃত মূল্যঃ- সম্পত্তির আসল ক্রয়মূল্য এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচ যেমন, ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম, আবগারী শুল্ক, কর, এল, সি সংক্রান্ত খরচ, পরিবহন এবং পি,এল,সি, কর্তৃক বহনকৃত অন্যান্য আর্থিক খরচ একত্রীভূত করার পর অধিগ্রহন মূল্য নির্ধারিত হয়।

সুদের হারঃ- সুদের হার বার্ষিক সরল হারে ১০.৫% হতে ১২% লীজচুক্তি সময় অনুযায়ী নির্ভর করে।

লীজের সময়ঃ- সাধারণত ২ বৎসর হতে ৫ বৎসর মেয়াদী লীজ চুক্তি সম্পাদন করা হয়। যানবাহনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩ বছর মেয়াদী চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

লীজের কিস্তিঃ- সম্পত্তি অধিগ্রহন মূল্য ও সুদের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে লীজের কিস্তি নির্ধারিত হয় যা সাধারণত মাসিক ভিত্তিতে প্রদেয়।

লীজের ডিপোজিটঃ- লীজ চুক্তি সম্পাদনের সময় ২ মাসের কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ লীজ ডিপোজিট হিসাবে লীজগ্রহিতাকে জমা দিতে হয়।

জামানতঃ- বিভিন্ন প্রকার জামানত পিএলসির কাছে গ্রহণযোগ্য যেমন (ক) ব্যাংক গ্যারান্টি/ইনস্যুরেন্স গ্যারান্টি, (খ) নগদ অর্থে পরিবর্তনযোগ্য আমানত যেমন-পি,এস,পি,বি,এস,পি,এফ,ডি, আর ইত্যাদি। (গ) স্থাবর সম্পত্তি এবং তদসংগে নগদ জামানত (ক্ষেত্র বিশেষে যা পরিবর্তন যোগ্য)।

ইনস্যুরেন্সঃ- লীজকৃত সম্পত্তিটি সম্পূর্ণ লীজ চুক্তির কালে যথাযথ ইনস্যুরেন্স করা হয়।

অন্যান্যঃ ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী জনসাধারণের সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মেয়াদী আমানতের উপর আকর্ষণীয় সুদ প্রদান করে থাকে।

এই হার নিম্নরূপঃ-

মেয়াদ	সুদের হার
৬ মাস	৯.৫%
১ বৎসর	১০%
২ বৎসর	১১%
৩ বৎসর	১২%
৪ বৎসর	১৩%
৫ বৎসর	১৪%

সারণী-১-এ কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখানো হল।

সারণী-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য (মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭
১। অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০
২। পরিশোধিত মূলধন	৫০	৫০	৫০
৩। রিজার্ভ ফান্ড	-	১	১
৪। আমানত	-	৩১	৫৮
৫। অগ্রীম	১৬	১৫৩	২১১
৬। মোট পরিসম্পদ	৬০	২৩২	৩০৯
৭। বিনিয়োগ	৩০	১৫	৬৭
৮। মোট আয়	২	৩৮	২০
৭। মোট ব্যয়	৩	৩৪	১৮
৮। মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২২	২৫	২৪
(ক) কর্মকর্তা	১৬	১৫	১৪
(খ) কর্মচারী	৬	১০	১০
৯। শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন

আবাসিক বাড়ী নির্মাণ, সংস্কার এবং নির্মিত বাড়ীর রিমডেলিং বা কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে জারীকৃত রাষ্ট্রপতির ৭ নম্বর আদেশ বলে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশনের ঋণ সুবিধা বর্তমানে থানা সদর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ঋণ কার্যক্রম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ১০০ মিলিয়ন ও ৯৮ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১১০০ মিলিয়ন ও ৯৭৩ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বীমা কর্পোরেশনের নিকট সরকার কর্তৃক গ্যারান্টিযুক্ত ঋণ পত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে কর্পোরেশন চলতি মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিচালনা বোর্ড দ্বারা কর্পোরেশন পরিচালিত হয়ে থাকে। সদর দফতর ছাড়াও, বর্তমানে ঢাকায় ৪টি এবং চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় সদরে একটি করে মোট ৯টি জোনাল অফিস এবং পটুয়াখালী ও রাংগামাটি ব্যতীত অন্যান্য পুরাতন জেলা সদরে কর্পোরেশন-এর ১২টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে।

কর্পোরেশনের ঋণের প্রকারভেদ

পূর্বে কর্পোরেশন হতে শুধুমাত্র সাধারণ ঋণ এবং বহুতল বিশিষ্ট বাড়ীর জন্য ঋণ প্রদান করা হত। বর্তমানে মোট ছয় প্রকারের ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এগুলো হলোঃ

১। সাধারণ ঋণঃ একক বা যৌথ নামে (স্বামী ও স্ত্রীর জন্য) সাধারণ ঋণ,

২। গ্রুপ ঋণঃ একাধিক ব্যক্তি মালিকানাধীন প্লটে ফ্ল্যাট ভিত্তিক গ্রুপ ঋণ,

৩। ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট ঋণঃ নির্মীয়মান ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ের জন্য ফ্ল্যাট ঋণ,

৪। ছোট ছোট ইউনিট নির্মাণের জন্য ঋণ (প্রতি ইউনিট সর্বোচ্চ ১০০০ বর্গফুট)

৫। সেমিপাকা বাড়ীর জন্য ঋণ, এবং

৬। সমন্বিত ঋণ।

তহবিল স্বল্পতাহেতু মে, ১৯৮৯ থেকে জুন, ১৯৯২ পর্যন্ত সময়কালে কর্পোরেশনের ঋণ কার্যক্রম স্থগিত থাকার পর পুনরায় ১লা জুলাই ১৯৯২ থেকে ঋণ প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। কর্পোরেশন বর্তমানে ঢাকা মহানগীর অতি উন্নত ও পরিকল্পিত এলাকাসমূহে ৪৫০০ বর্গফুট আবৃতাংশের জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ মিলিয়ন টাকা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর অতিউন্নত/উন্নত এলাকারমূহে ৪০০০ বর্গফুট আবৃতাংশের জন্য সর্বোচ্চ ২ মিলিয়ন টাকা, ৩০০০/৪০০০ বর্গফুট আবৃতাংশের জন্য ১.৫ মিলিয়ন টাকা এবং উল্লিখিত মহানগরীর অন্যান্য এলাকায় ৩০০০ বর্গফুট আবৃতাংশের জন্য সর্বোচ্চ ১.২/১.০ মিলিয়ন টাকা সাধারণ ঋণ প্রদান করছে। ছোট ইউনিট নির্মাণে উৎসাহিত করার জন্য ইউনিট প্রতি সর্বোচ্চ ১০০০ বর্গফুট হিসাবে চার বা ততোধিক ইউনিট নির্মাণের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে ১.৪৬৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়াও ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর উন্নত এলাকায় প্রতি ইউনিট সর্বোচ্চ ১২৫০ বর্গফুট হিসাবে ৫০০০ বর্গফুট আবৃতাংশের মধ্যে চার বা ততোধিক ইউনিট নির্মাণের জন্য ২ মিলিয়ন টাকা এবং প্রতি ইউনিট ১৫০০ বর্গফুট হিসাবে মোট ৪৫০০ বর্গফুট আবৃতাংশের জন্য ১.৭৭৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। কর্পোরেশন প্রতি ইউনিট সর্বোচ্চ ১০২৫ বর্গফুট হিসাবে সর্বনিম্ন ৩ ইউনিটের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ও সিলেট জেলা সদরে ১.২ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করছে। তাছাড়া একই পরিবারের একাধিক সদস্যকেও আলাদা আলাদা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে এবং বাড়ীর অনির্মিত কাজ সম্পন্ন এবং নির্মিত বাড়ীর মেরামত বা সংস্কারের জন্য সমন্বিত ঋণ প্রথা চালু করা হয়েছে (মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা হতে পূর্বে গৃহীত ঋণের সমুদয় পাওনা সমন্বয় সাপেক্ষ)।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর কতিপয় অতি উন্নত ও পরিকল্পিত এলাকায় গ্রুপ ঋণের আওতায় প্রত্যেক আবেদনকারীকে ৩০০০ বর্গফুট (সর্বনিম্ন ২ ইউনিট) আবৃতাংশের জন্য সর্বোচ্চ ১.৫ মিলিয়ন টাকা এবং ১২ ফুট প্রশস্ত রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত অন্যান্য উন্নত এলাকায় ২৪০০ বর্গফুট (সর্বনিম্ন ২ ইউনিট) আবৃতাংশের জন্য প্রত্যেক আবেদকারীকে সর্বোচ্চ ১ মিলিয়ন টাক ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, ১২০০ বর্গফুট আবৃতাংশের সেমিপাকা বাড়ী নির্মাণের জন্য সর্বোচ্চ ০.২৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া কর্পোরেশন গ্রাজুয়েশন পদ্ধতিতে পুরাতন জেলা সদরে ৩০০০ বর্গফুট আবৃতাংশের জন্য সর্বোচ্চ ০.৮৫ মিলিয়ন টাকা, নতুন জেলা সদরে ২৪০০ বর্গফুট আবৃতাংশের জন্য ০.৬৩৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করছে। বর্তমানে কর্পোরেশন পুরাতন জেলা সদরে ২০০০ বর্গফুট আবৃতাংশের জন্য ০.৬ মিলিয়ন টাকা এবং নতুন জেলা সদরে ১০০০ বর্গফুট আবৃতাংশের জন্য ০.৩৩৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করেছে। ফ্ল্যাট ঋণ স্কীমের আওতায় কর্পোরেশন ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর উন্নত এলাকায় ১৩০০, ১৫০০ ও ১৮০০ বর্গফুট আবৃতাংশের নির্মীয়মান ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করার জন্য যথাক্রমে ০.৭৮, ০.৯ ও ১.২৯৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করছে। জানুয়ারি, ১৯৯৬ থেকে ঋণের উপর সুদের হার হ্রাস করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর জন্য শতকরা ১১ ভাগ ও অন্যান্য শহরে শতকরা ৯ ভাগ ধার্য করা হয়েছে। কর্পোরেশন চলতি অর্থ বছরের মার্চ, ১৯৯৭ পর্যন্ত ৯০৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে এবং ১৪২৪ (পূর্ববর্তী বছরের মঞ্জুরী অন্তর্ভুক্ত)

মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। জুলাই, ১৯৭২ হতে মার্চ ১৯৯৭ পর্যন্ত সময়ে কর্পোরেশন সর্বমোট ১৯৯৫১ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। কর্পোরেশন কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ এবং আদায় সংক্রান্ত বছর-ভিত্তিক পরিসংখ্যান সারণী-১-এ দেখানো হল।

সারণী-১

বছর ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ আদায় এবং বকেয়ার পরিমাণ

(মিলিয়ন টাকায়)

অর্থ বছর	ঋণ মঞ্জুরী	বিতরণ	আদায়	ঋণের স্থিতি	মোট বকেয়া/স্থিতি
১৯৯৪-৯৫	৩২৩৫	২৩৭১	১১৫৫	১৯৩৯৭	১৬২২
১৯৯৫-৯৬	২৪৬৭	২৬০৬	১৩৭৬	২২২০১	১৯৭৪
১৯৯৬-৯৭ মার্চ ৯৭ পর্যন্ত*	৯০৫	১৪২৪	১১৪৭	২৩৮২৮	২১৪০

* সাময়িক

উন্নয়ন কর্মকান্ড

ঋণ গ্রহীতাদের সহায়তাকল্পে এইচবিএফসি যে সমস্ত কল্যাণমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলঃ-

১। ঋণের আবেদনকারীদের পরামর্শ ও উন্নত সেবাদানের লক্ষ্যে সদর দফতরসহ সকল জোনাল অফিসে "কাউন্সেলিং কাউন্টার" ও ঋণ গ্রহীতাদের অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য "গ্রাহক সেবা" সেল খোলা হয়েছে;

২। কিস্তি রিসিডিউলের মাধ্যমে ঋণের বকেয়া নিয়মিত করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে;

৩। ১ লা জানুয়ারি '৯৬ থেকে নতুন গ্রাহকদের ক্ষেত্রে সুদের হার শতকরা ১ ভাগ কমিয়ে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে শতকরা ১১ ভাগ ও অন্যান্য অঞ্চলে শতকরা ৯ ভাগ করা হয়েছে;

৪। কিস্তি পরিশোধ শুরু হওয়ার বর্তমান মেয়াদ (মরেটোরিয়াম পিরিয়ড) ২ মাসের স্থলে ১২ মাসে বর্ধিত করা হয়েছে;

৫। প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি গ্র্যাজুয়েশন পদ্ধতিতে (প্রথম পর্যায়ে কম হারে) কিস্তি পরিশোধের সুযোগ চালু করা হয়েছে। গ্রাজুয়েশন পদ্ধতিতে প্রথম ৫ (পাঁচ) বছর প্রচলিত কিস্তি হতে শতকরা ২৫ ভাগ কম হারে কিস্তি পরিশোধ করা যাবে। পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছর প্রচলিত কিস্তির সমপরিমাণ এবং শেষ ১০ (দশ) বছর শতকরা ২০ ভাগ বর্ধিত হারে কিস্তি পরিশোধ করতে হবে;

৬। মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কিস্তি পরিশোধ করা হলে ঐ মাসের আসলের কিস্তির উপর সুদ চার্জ করা হয় না,

৭। নিয়মিত ঋণ পরিশোধকারীদের বছরান্তে চার্জকৃত সুদের উপর ইনসেনটিভ শতকরা ১০ভাগ হতে বৃদ্ধি করে শতকরা ১৫ ভাগ করা হয়েছে, যা ১লা জানুয়ারি '৯৬ হতে কার্যকর করা হয়েছে;

৮। এককালীন সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করা হলে স্তর ভেদে শতকরা ৫ ভাগ হতে শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত সুদের ব্যালেন্সের উপর রিবেট দেয়া হয়। শতকরা ৫ ভাগ সুদে গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে এই রিবেট শতকরা ১৫ ভাগ হতে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত;

৯। দন্ড সুদের প্রথা রহিত করা হয়েছে এবং ১২ মাস পর্যন্ত বকেয়া কিস্তির উপর অতিরিক্ত সুদ চার্জ করা হয় না;

১০। ১২ মাস পর্যন্ত বকেয়া কিস্তি বছরের শেষে এককালীন পরিশোধ করলেও হিসাবটি নিয়মিত বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রেও ঋণ গ্রহীতাগণ চার্জকৃত সুদের উপর ইনসেনটিভ সুবিধা প্রাপ্য হয়ে থাকেন;

১১। কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে বন্ধকী জমির অংশ বিশেষ অবমুক্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;

১২। ইতিপূর্বে ঋণ গ্রহীতাদের বছরান্তে ১ বার ঋণ হিসাব বিবরণী দেয়া হত। ১৯৯৫ সাল হতে ৬ মাস অন্তর অন্তর বছরে ২ বার হিসাব বিবরণী দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে;

১৩। নতুন স্কীম হিসাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান এলাকায় এপার্টমেন্ট ঋণ এবং জেলা শহরে টিন শেড (সেমি পাকা) ঋণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;

১৪। রেহান দলিলের রেজিস্ট্রেশন খরচ হ্রাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ২৫ লক্ষ টাকা ঋণের সর্বোচ্চ ৮ হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

১৯৭৬ সালের ১রা অক্টোবর, ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অধ্যাদেশ ৪০,১৯৭৬ বলে ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশনটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৬ তারিখে পূর্ববর্তী বছরের একই তারিখের ২০০ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর রিজার্ভ ফান্ড পূর্ববর্তী বছরের একই তারিখের ২৯৩ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। কর্পোরেশনটির আমানত ও অগ্রিমের পরিমাণ ১৯৯৫ সালের যথাক্রমে ২৩৪ মিলিয়ন টাকা ও ৪৪ মিলিয়ন টাকা থেকে কমে ১৯৯৬ সালে ২৩৪ মিলিয়ন ও ৪২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু বিনিয়োগ ১৯৯৫ সালের ২১৯ মিলিয়ন টাকা থেকে বেড়ে ১৯৯৬ সালের ২৬৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সংস্থাটির মোট আয়, মোট ব্যয় ও লাভ ১৯৯৬ সালে যথাক্রমে ১০৩, ৬২ ও ৪১ মিলিয়ন টাকা থেকে বেড়ে ২৪৫, ১৯৭ ও ৪৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট কর্মচারীর সংখ্যা আলোচ্য বছরে ৪৫ জন বেড়ে ৩২৬ জনে দাঁড়ায় এবং শাখা সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ৬টিতে অপরিবর্তিত থাকে। আইসিবি এর কার্যক্রমের গতি ধারা সারণী-১ থেকে দেখা যেতে পারে।

সারণী-১

কার্যক্রমের গতি ধারা (মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	৩০শে মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৯৩	২৯৩	-	২৯৩
৪।	আমানত*:	২৩৪	২২৩	৭৮০	৯৩০
৫।	অগ্রিম**	৪৪	৪২	১০	৬০
৬।	বিনিয়োগ***	২১৯	২৬৯	৯৮	৩০০
৭।	মোট আয়	১৪২	২৪৫	১৯৫	৩৯৪
৮।	মোট ব্যয়	১৩৫	১৯৭	২৪৭	২৩০
৯।	লাভ	৭	৪৮	৪৭	৬৩
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৮১	৩২৬	৩২৮	৩৯৪
	১। কর্মকর্তা	১৬৪	২০১	২০৪	২৩৩
	২। কর্মচারী	১১৭	১২৫	১২৪	১৬১
১১।	শাখা (সংখ্যা)	-	৫	৬	৭

* আইসিবি বিনিয়োগ হিসাবে গৃহীত আমানত। এ আমানতের উপর কোন সুদ প্রদান করা হয় না। এ আমানত বিনিয়োগ হিসাবের জন্য সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হয়।

** অবলেখন সহায়তার বিপরীতে বিতরণকৃত সেতু ঋণ (Bridge Finance)।

*** কর্পোরেশন কর্তৃক সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের পরিমাণ।

ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ১৯৯৬-৯৭ সালে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করেঃ

অবলেখন কার্যক্রম

(ক) আবেদন পত্র গ্রহণঃ

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশন ৩৭৪৬ মিলিয়ন টাকার ৭ টি আবেদন পত্র গ্রহণ করে এবং বছরের অবশিষ্ট সময়ে আরো ১৩৭৫ মিলিয়ন টাকার ৪টি আবেদনপত্র গ্রহণ সাপেক্ষে উক্ত অর্থ বছরে ৫১২১ মিলিয়ন টাকার মোট ১১টি আবেদন পত্র গ্রহণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে কর্পোরেশন১৭৯৬ মিলিয়ন টাকার আর্থিক সহায়তার জন্য মোট ২০টি আবেদনপত্র গ্রহণ করেছিল।

(খ) সহায়তার অংগীকারঃ

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশন ৭টি প্রকল্পে ৩৭০ মিলিয়ন টাকার সরাসরি অবলেখন/ব্রিজিং ঋণ/ডিবেঞ্চার অবলেখন/সরাসরি বিনিয়োগ সহায়তার অংগীকার করেছে এবং বছরান্তে সর্বমোট ১১টি প্রকল্পে ৪১৯ মিলিয়ন টাকার আর্থিক সহায়তার অংগীকার করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ পর্যন্ত আইসিবি মোট ৩৩৯টি প্রকল্পে ১৯৬১ মিলিয়ন টাকার সহায়তার অংগীকার করেছে। এ ছাড়া, কর্পোরেশন ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ১ টি প্রকল্পের ২০০ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাষ্টি হিসাবে দায়িত্ব পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে এ যাবত কর্পোরেশন মোট ১৫টি কোম্পানীর ১৬৯৭ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাষ্টি হিসাবে কাজ করতে সম্মত হয়েছে। ১৯৯৪/৯৫ অর্থ বছর হতে ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছর পর্যন্ত কর্পোরেশনের আর্থিক অংগীকার সহায়তা কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র সারণী-২-এ প্রদত্ত হল।

সারণী-২

তুলনামূলক অংগীকারের চিত্র

(মিলিয়ন টাকায়)

আর্থিক সহায়তার প্রকৃতি	১৯৯৪ ১৯৯৫	১৯৯৫ ১৯৯৬	১৯৯৬ ১৯৯৭ (মার্চ৯৭ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৬ ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১। সরাসরি অবলেখন/ ব্রিজিং ঋণ/ সরাসরি বিনিয়োগ	২৪৯	৩৮১	২৭০	১৫০	৪১৯
২। ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাষ্টি	৫৪০	১৬৫	২০০	-	২০০

ঋণ বিতরণঃ

চলতি অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশন নিজস্ব অংগীকারের আওতায় ৩টি প্রকল্পে ১০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করেছে এবং বছরের অবশিষ্ট সময়ে আরো ৪টি প্রকল্পে ৫০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করার আশাবাদের প্রেক্ষিতে উক্ত বছরে সর্বমোট ৭টি প্রকল্প ৬০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সারণী-৩ এ ১৯৯৪/৯৫, ১৯৯৫/৯৬ এবং ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের তুলনামূলক চিত্র দেয়া হল।

সারণী-৩

ঋণ বিতরণ চিত্র

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৪ ১৯৯৫	১৯৯৫ ১৯৯৬	১৯৯৬ ১৯৯৭ (মার্চ৯৭ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৬ ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
ঋণ বিতরণ	৪৪	৪২	১০	৫০	৬০

সারণী-৩ থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের ৬০ মিলিয়ন টাকার প্রাক্কলিত ঋণ বিতরণ পূর্ববর্তী অর্থ বছরের ৪২ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণের তুলনায় ১৮ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা প্রায় ৪৩ ভাগ বেশী হবে আশা করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, শুরু থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ পর্যন্ত কর্পোরেশন সর্বমোট ৩০২টি প্রকল্পে ৯৬৮ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করেছে।

আইসিবি'র আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি

চলতি অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ ১৯৯৭ পর্যন্ত কর্পোরেশনের আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত ৮টি প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদন ও ৬টি প্রকল্প পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করার ফলে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ পর্যন্ত আইসিবি'র আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত মোট ২৯২টি প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদন এবং ৬টি প্রকল্প পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করেছে।

অধিকন্তু, ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ে আরো ৬ টি প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদন এবং ২টি প্রকল্প পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ঋণ আদায়

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশনের ২৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় এবং এপ্রিল-জুন সময়ে আরো ৩৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায়ের আশাবাদের প্রেক্ষিতে উক্ত অর্থ বছরে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৬৪ মিলিয়ন টাকা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে কর্পোরেশন ৫৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করেছিল। সারণী-৪ এ ১৯৯৪/৯৫, ১৯৯৫/৯৬ এবং ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে ঋণ আদায়ের তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শিত হল।

সারণী-৪

ঋণ আদায়ের তুলনামূলক চিত্র

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৪ ১৯৯৫	১৯৯৫ ১৯৯৬	১৯৯৬ ১৯৯৭ (মার্চ'৯৭ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৬ ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
ঋণ আদায়	১০১	৫৬	২৬	৩৮	৬৪

বকেয়া/মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া

কর্পোরেশনটির মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া ঋণের পরিমাণ ৩০শে জুন, ১৯৯৬ তারিখে পূর্ববর্তী বছরের একই তারিখের ৩১৩১ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫৯২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সাথে অনুত্তীর্ণ ব্রীজিং ঋণও ৩০শে জুন, ১৯৯৫ তারিখের ১০৭ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু অনুত্তীর্ণ ডিবেঞ্চার ঋণ ৩০শে জুন, ১৯৫৫ তারিখের ৭ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৬ সালের জুন শেষে ৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অনুত্তীর্ণ শেয়ার পুনঃক্রয় ঋণ ৩০শে জুন, ১৯৯৬ তারিখে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। আইসিবি এর বছর ওয়ারী বকেয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া ঋণের পরিমাণ সারণী-৫ এ দেখানো হল।

সারণী-৫

বকেয়া/মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার পরিমাণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	৩০শে জুন ১৯৯৫	৩০শে জুন ১৯৯৬	৩০শে জুন ১৯৯৭
১। মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	৩১৩১	৩৫৯২	৪১৩১
২। অনুত্তীর্ণ ব্রীজিং ঋণ	১০৭	৩৮৫	৪৪৩
৩। অনুত্তীর্ণ ডিবেঞ্চার ঋণ	৭	৫	৫
৪। অনুত্তীর্ণ শেয়ার পুনঃক্রয় ঋণ	১	১	১
মোট	৩২৪৬	৩৯৮৩	৪৫৮০

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ

চলতি অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আইসিবি কর্তৃক ২টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে ১১৯ মিলিয়ন টাকা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে। এপ্রিল-জুন, ১৯৯৭ সময়ে আরো ৬টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে ১২৫ মিলিয়ন টাকা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করার পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে, চলতি অর্থ বছরে সর্বমোট ২৪৪ মিলিয়ন টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা ৮টিতে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। শুরু থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখ পর্যন্ত মোট দায়েরকৃত মোকদ্দমার সংখ্যা এবং দাবিকৃত অংকের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১২১টি এবং ১৮৬১ মিলিয়ন টাকায়। কর্পোরেশনের অনুকূলে ডিক্রি প্রাপ্ত ৩৩টি কোম্পানীর মধ্যে ১৮টির ক্ষেত্রে ডিক্রি কার্যকরী করা বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে এক্সিকিউশন মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৫ টি কোম্পানীর ক্ষেত্রে এক্সিকিউশন মোকদ্দমা দায়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম

(ক) মিউচুয়্যাল ফান্ড

১৯৮০ সালে প্রথম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড বাজারে ছাড়ার পর হতে কর্পোরেশন ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ১৭৫ মিলিয়ন টাকা মূল্যমানের ৮টি মিউচুয়্যাল ফান্ড বাজারজাত করেছে। চলতি অর্থ বছরে ১০০ মিলিয়ন টাকা মূল্যমানের আর ১টি ফান্ড কর্পোরেশন বাজারজাত করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে এ পর্যন্ত ইস্যুকৃত ৮টি মিউচুয়্যাল ফান্ড এর বিনিয়োগের বিপরীতে মূলধন প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় শতকরা ১৯২ ভাগ মিউচুয়্যাল ফান্ড এর ষ্টক এর বেলায় প্রবৃদ্ধি ছিল সর্বোচ্চ, শতকরা ৭৫৮ ভাগ এবং সর্বনিম্ন শতকরা ৭৫ ভাগ প্রবৃদ্ধি ছিল সপ্তম মিউচুয়্যাল ফান্ড এর ষ্টক এর ক্ষেত্রে। উপরোক্ত তারিখে মিউচুয়্যাল ফান্ডগুলোর প্রতিটি ১০০ টাকা সমমূল্যের সার্টিফিকেট এর সর্বোচ্চ অন্তর্নিহিত মূল্য ৩৭৪২ টাকা ছিল প্রথম মিউচুয়্যাল ফান্ড এর বেলায়, সর্বনিম্ন মূল্য বাজার মূল্য ১৯৮ টাকা ছিল অষ্টম মিউচুয়্যাল ফান্ডের ক্ষেত্রে। অনুরূপ ভাবে একই তারিখে ১০০ টাকা সমমূল্যের প্রতিটি সার্টিফিকেট এর সর্বোচ্চ বাজার মূল্য ২৬০০ টাকা ছিল প্রথম মিউচুয়্যাল ফান্ড এর ক্ষেত্রে এবং সর্বনিম্ন ২৪৫ টাকা ছিল সপ্তম মিচুয়্যাল ফান্ড এর ক্ষেত্রে । ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে ৮টি মিউচুয়্যাল ফান্ডের সার্টিফিকেট হোল্ডারদের সংখ্যা ছিল ১৫৩৩৯ জন। সারণী-৬-এ আটটি মিউচুয়্যাল ফান্ড এর পরিমাণ, ফান্ডের পত্রকোষের বাজার মূল্য, ১০০ টাকা সমমূল্যের প্রতিটি সার্টিফিকেটের বাজার মূল্য ও ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে সার্টিফিকেট প্রতি ঘোষিত লভ্যাংশ দেখানো হল।

সারণী-৬

ইস্যুকৃত মিউচুয়্যাল ফান্ড সমূহের বিবরণ

ফান্ডসমূহ	ফান্ডের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে ফান্ডের বাজার মূল্য (মিলিয়ন টাকায়)	৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে ১০০ টাকা মূলের প্রতিটি সার্টিফিকেটের বাজার মূল্য (টাকায়)	১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে ঘোষিত লভ্যাংশ (সার্টিফিকেট প্রতি টাকায়)
প্রথম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৫	১৮৭	২৬০০	৬০
দ্বিতীয় আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৫	৪৬	৮৪৮	৪২
তৃতীয় আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	১০	৭৬	৪৫০	২৮
চতুর্থ আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	১০	৮০	৫৪০	৪১
পঞ্চম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	১৫	৬৭	৪০২	৩০
ষষ্ঠ আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৫০	১৩১	২৪৫	২০
সপ্তম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৩০	৮১	২৪৫	১৮
অষ্টম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৫০	৯৯	২৬০	-

(খ) আইসিবি ইউনিট ফান্ড

চলতি অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ১৯৯৬/৯৭), ইউনিট ফান্ডের নীট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৮৮ মিলিয়ন টাকার ৮,০৫৯,৯৮৪টি ইউনিট। এপ্রিল-জুন, ১৯৯৭, সময়ে নীট ২২০ মিলিয়ন টাকার ১,৬২৫,০০০ টি ইউনিট বিক্রয়ের আশাবাদের প্রেক্ষিতে ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে নীট বিক্রয়লব্ধ টাকা ও ইউনিট-এর সংখ্যা যথাক্রমে ১২০৮ মিলিয়ন টাকা ও ৯,৬৮৪,৯৮৪ টিতে দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখ পর্যন্ত ইউনিট ফান্ডের পত্রকোষে ২১৫টি সিকিউরিটিতে মোট ৩১৪৫ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োজিত ছিল যার বাজার মূল্য ছিল ৫৭৭৪ মিলিয়ন টাকা। উপরোক্ত তারিখে ১০০ টাকার প্রতিটি ইউনিট সার্টিফিকেটের অন্তর্নিহিত মূল্য ছিল ১৩৮ টাকা। এ সময়ে ইউনিট সার্টিফিকেটধারীর সংখ্যা ছিল ৪৬,৮৫২ জন। সারণী-৭ এ ইউনিট ফান্ড কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র দেখানো হ'ল।

সারণী-৭

ইউনিট ফান্ড কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৪ ১৯৯৫	১৯৯৫ ১৯৯৬	১৯৯৬ ১৯৯৭ (মার্চ'৯৭ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৬ ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১। মোট বিক্রয়	৭৫৭	১৪৭৯	১১৮৬	২৪৫	১৪৩১
২। পুন ক্রয়	৮৯	১২৬	১৯৮	২৫	২২৩
৩। নীট বিক্রয়	৬৬৮	১৩৫২	৯৮৮	২২০	১২০৮
৪। লভ্যাংশ প্রদান (ইউনিট প্রতি টাকায়	১৮	১৭	-	-	-

ইনভেষ্টরর্স স্কীম ঃ

এই স্কীমের অধীনে ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৭৮১ মিলিয়ন টাকার আমানতসহ ১৩৫২৪টি হিসাব খোলা হয়েছে। উক্ত সময়ে বিনিয়োগ হিসাবসমূহে ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে ১২৫৪ মিলিয়ন টাকা এবং বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫৪৪ মিলিয়ন টাকায়। আলোচ্য অর্থ বছরের এপ্রিল জুন সময়ে ১৫০ মিলিয়ন টাকার আমানতসহ আরো ৪০০০টি বিনিয়োগ হিসাব খোলা, ২০০ মিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন এবং ৪০০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে উক্ত বছরে মোট ৯৩০ মিলিয়ন টাকার আমানতসহ ১৭৫২৪টি হিসাব খোলা ১৪৫৪ মিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন এবং ১৯৪৪ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অন্যদিকে চলতি অর্থ বছরে মোট ২৭৯৬টি হিসাব বন্ধ হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সারণী ৮-এ ইনভেষ্টরস স্কীম কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণ প্রদর্শিত হল।

সারণী- ৮

ইনভেস্টার্স স্কীম কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৪ ১৯৯৫	১৯৯৫ ১৯৯৬	১৯৯৬ ১৯৯৭ (মার্চ'৯৭ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৬ ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১। হিসাব খোলার সংখ্যা	৯১৩২	২৫৮৮	১৫৩২০	৫০০০	২০৩২০
২। হিসাব বন্ধের সংখ্যা	৯৭৬	২০৫৮	১৭৯৬	১০০০	২৭৯৬
৩। নীট চালু হিসাবের সংখ্যা	৮১৫৬	৫৩০	১৩৫২৪	৪০০০	১৭৫২৪
৪। আমানত গ্রহণের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	২৩৪	২২৩	৭৮০	১৫০	৯৩০
৫। বিনিয়োগ (মিলিয়ন টাকা)	৫০৭	৫৬০	১৫৪৪	৪০০	১৯৪৪

পাবলিক ইস্যু

১৯৯৬/৯৭ সালের ৩১শে মার্চ ১৯৯৭ পর্যন্ত আইসিবি'র আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত ৩টি কোম্পানী ১৪৮ মিলিয়ন টাকার শেয়ার ইস্যু করেছে। এপ্রিল-জুন, ১৯৯৭ সময়ে আরো ২টি কোম্পানী ৭০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার ও ৫০ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার বাজারে ছাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯৯৫/৯৬ সালে আইসিবি'র সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানীর সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ৩টি থেকে কমে ২টিতে এবং টাকার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ২৯৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অপরদিকে উপরোক্ত সময়ে আইসিবি'র সহায়তাপ্রাপ্ত ডিবেঞ্চার ইস্যুর সংখ্যা ১টিতে অপরিবর্তিত থাকে এবং টাকার পরিমাণ কমে ৪০ মিলিয়ন টাকা থেকে ২৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আইসিবি'র সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানীসমূহের শেয়ার/ডিবেঞ্চার ইস্যুর তুলনামূলক চিত্র সারণী-৯এ দেয়া হল।

সারণী- ৯

আইসিবি-র সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানীসমূহ কর্তৃক শেয়ার বাজারজাতকরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৪ ১৯৯৫	১৯৯৫ ১৯৯৬	১৯৯৬ ১৯৯৭ (মার্চ৯৭ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৬ ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
শেয়ার কোম্পানীর সংখ্যা	৩	২	৩	১	৪
টাকার পরিমাণ	২৯৫	১৩০	১৪৮	৭০	২১৮
মোট চাঁদার পরিমাণ	৫৯৫	১৫৫	১৬০	৯০	২৫০
ডিবেঞ্চার কোম্পানীর সংখ্যা	১	১	-	১	১
টাকার পরিমাণ	৫০	২৫	-	৫০	৫০
মোট চাঁদার পরিমাণ	৩৫	৩০	-	৫৫	৫৫

সিকিউরিটি লেনদেন

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ষ্টক এক্সচেঞ্জে ৩১৬৪৫ মিলিয়ন টাকার ১০১,১২১,৩৯২টি সিকিউরিটি লেনদেন হয়েছে। এপ্রিল-জুন, ১৯৯৭ সময়ে আরো ৪০০০ মিলিয়ন টাকার ৫০,০০০,০০০টি সিকিউরিটি লেনদেন হওয়া সাপেক্ষে উক্ত অর্থ বছরে মোট লেণদেনের সংখ্যা ও পরিমাণ যথাক্রমে ১৫১,১২১,৩৯২টি সিকিউরিটি ও ৩৫৬৪৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের প্রথম ৯ মাসে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে আইসিবি লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৪৪৩৪ মিলিয়ণ টাকা যা ষ্টক এক্সচেঞ্জের মোট লেনদেনের প্রায় ১৪ শতাংশ।

বিনিয়োজিত মূলধন

কর্পোরেশনটির দীর্ঘমেয়াদী সরকারী ঋণের পরিমাণ ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখ ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছর শেষের ১৪৪ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৬২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ডিবেঞ্চার ঋণের পরিমাণ ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে পূর্ববর্তী বছরের ৭৬৩ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৭২৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৪/৯৫ অর্থ বছরে এ ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৯৩ মিলিয়ন টাকা। আইসিবি'র অন্যান্য ঋণের পরিমাণ ৩১শে মার্চ ১৯৯৭ তারিখে পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের শেষের ১৫৩৮ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৪১৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আইসিবি'র বিনিয়োজিত মূলধনের বছর-ওয়ারী বিবরণী সারণী-১০ এ দেয়া হল।

সারণী-১০

বিনিয়োজিত মূলধন

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৪ ১৯৯৫	১৯৯৫ ১৯৯৬	১৯৯৬ ১৯৯৭ (মার্চ ৯৭ পর্যন্ত)
১। পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০
২। রিজার্ভ ফান্ড	২৯৩	২৯৩	২৯৩
৩। দীর্ঘ মেয়াদী সরকারী ঋণ	১৬৫	১৪৪	৬২
৪। ডিবেঞ্চার ঋণ	৩৯৩	৭৬৩	৭২৬
৫। অন্যান্য	১৪২	১৩৯	১৩৬
মোট	১১৯২	১৫৩৮	১৪১৬

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ-এর কার্যক্রম ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ১৯৭৬ সালে পুনরায় শুরু হয়, যদিও ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ ১৯৫৪ সালের ২৮শে এপ্রিল 'পূর্ব পাকিস্তান ষ্টক এক্সচেঞ্জ' হিসাবে গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালের ২৩শে জুন ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ পুনঃ নামকরণ করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রেডিং-এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৬ সালে। ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং এর কার্যক্রম নিজস্ব রুলস, বাই লজ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ১৯৬৯ এর অধ্যাদেশ, কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এ্যাক্ট ১৯৯৩ অনুসারে পরিচালিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৫ জন।

শেয়ার বাজারে কর্মব্যস্ত ট্রেডিং ফ্লোর।

অর্ন্তভূক্ত সিকিউরিটিসমুহঃ

১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ৯টি মিউচুয়্যাল ফান্ড ও ১১টি ডিবেঞ্চারসহ সর্বমোট ২১২টি। পূর্ববর্তী ১৯৯৫/৯৬ সালে ৭টি মিউচুয়্যাল ফান্ড ও ১১টি ডিবেঞ্চারসহ সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ২০১টি।

সিকিউরিটিজসমূহের টার্ণওভার

১৯৬৯-৯৭ (মার্চ পর্যন্ত) সনে মোট ১০১ মিলিয়ন শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার লেনদেন হয় যার মোট মূল্য ৩১৬৪৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৫/৯৬ সনে (সম্পূর্ণ বছর) এর পরিমান ছিল ৮১৯৯ মিলিয়ন টাকার ৪৫ মিলিয়ন শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার। বর্তমানে বছরের লেনদেন বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় সংখ্যার ক্ষেত্রে ২২৭% এবং মূল্যের ক্ষেত্রে ৫২৬% বেশী।

দৈনিক গড় টার্নওভার

১৯৯৬-৯৭ (মার্চ পর্যন্ত) সালে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভূক্ত শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমান ছিল সংখ্যায় ০.৪৭ মিলিয়ন এবং মূল্যের ক্ষেত্রে ১৪৮ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ১৯৯৫/৯৬ সালে যার পরিমাণ ছিল সংখ্যায় ০.১৯ মিলিয়ন এবং মূল্যে ৩৫ মিলিয়ন টাকা। বর্তমান বছরের দৈনিক গড় লেনদেন বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সংখ্যার ক্ষেত্রে শতকরা ১৪৭ ভাগ এবং মূল্যের ক্ষেত্রে শতকরা ৩২৪ ভাগ বেশী।

শেয়ার লেনদেন মধ্যস্থতাকারীর কর্ম তৎপরতা।

সিকিউরিটিজসমূহের বাজার পুঁজিকরণঃ

১৯৯৬/৯৭ সনের মার্চের শেষে সালে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের অন্তর্ভূক্ত সিকিউরিটিসমূহের বাজার পুঁজিকরণের পরিমাণ টাকা ৯৪৫৪ মিলিয়ন যা পূর্ববর্তী ১৯৯৫/৯৬ বছরের ৬৭৭২৮ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪০% বেশী।

শেয়ার মূল্য সূচক

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার মূল্যসূচক ১৯৯৫/৯৬ সালের ৯৫৯.০৫০১৭ পয়েন্ট থেকে দ্রুত বেড়ে ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে এবং পরবর্তীতে উত্থান পতনের মাধ্যমে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে ১১৯৮.৭৮৪৮ পয়েন্টে দাঁড়ায়।

(মিলিয়ন / টাকায়)

বিতরণ	১৯৯৬/৯৭ (১৯৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত)	১৯৯৫/৯৬
অন্তর্ভূক্ত ইস্যু সিকিউরিটিসমূহের সংখ্যা	২১২	২০১
মোট পরিশোধিত মূলধন এবং ডিবেঞ্চার	৪২৩.৩৩	৩৭৫.০০
খ) টাকায়	২৫.১৫৫.০৮	২১,৭৫৪.০০
মার্কিন ডলারে	৫৯৮.৯৩	৫৪৩.৮৫
বাজার পুঁজিকরণঃ		
ক) টাকায়	৯৪,৯৫৪.০০	৬৭,৭২৮.০০
মার্কিন ডলারে		
মূল সূচক	২,২৬০.৮১	১.৬৯৩.২০
মোট টার্ণওভার		
ক) সংখ্যা	১০১.১২	৪৪.৮০
খ) মূল্য (টাকায়)	৩১,৬৪৫.৩৫	৮,১৯৯.১০
গ) মূল্য (মার্কিন ডলারে)	৭৫৩.৪৬	২০৪.৯৮
দৈনিক গড় হস্তান্তর		
ক) সংখ্যা	০.৪৭	০.১৯
খ) মূল্য (টাকায়)	১৪৭.৮৭	৩৪.৮৯
গ) মূল্য (মার্কিন ডলারে)	৩.৫২	০.৮৭
নতুন পাবলিক ইস্যু সংখ্যা	১৭	২২
পরিমাণ		
ক) টাকা (অংকে)	১৩১০.৫৭	১৭৪৪.০০
মার্কিন ডলারে	৩১.২০	৪৩.৬০ ১

মার্কিন ডলার = ৪২ টাকা ধরে (১৯৯৬/৯৭)

চিটাগাং ষ্টক এক্সচেঞ্জ (সি এস ই)

চিটাগাং ষ্টক এক্সচেঞ্জ গত ১০ই অক্টোবর ১৯৯৬ইং তারিখে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করে। দ্বিতীয় বর্ষের সূচনালগ্নে সিএসইর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৯৪টি (৮৩টি কোম্পানী ৮টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ৩টি ডিবেঞ্চার) যা গত ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ইং তারিখে ১২৬ (১১৩টি কোম্পানী ৯টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ৪টি ডিবেঞ্চার) এ উন্নত হয়। চিটাগাং ষ্টক এক্সচেঞ্জের সাথে তালিকাভুক্ত সব কটি সিকিউরীটিজের মূলধনের পরিশোধিত মূল্য অক্টোবর ১০, ১৯৯৬ তারিখে ১৫৩৫৯ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস শেষে ২০১১০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ এক্সচেঞ্জের সব কটি সিকিউরিটিজের বাজার পুঁজিকরণ ১০ই অক্টোবর ১৯৯৬ তারিখে ১৪২১৯৩ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৩১শে মার্চ ১৯৯৭ তারিখে ৭৫, ৭৪৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সেই সাথে শেয়ারের মূল্য সূচক ১০ই অক্টোবর ১৯৯৬ তারিখে ৯০৪.৬২ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩১শে মার্চ ১৯৯৭ তারিখের কার্যদিবস শেসে ৫৩৩.৮ এ দাঁড়ায়।

চিটাগাং ষ্টক এক্সচেঞ্জের মোট টার্ণওভার মূল্যের পরিমাণ ১৯৯৬ সালে অক্টোবর মাসে ২০৭৪ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাষে ৪৫২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১০ই অক্টোবর ১৯৯৬ থেকে১৯৯৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত চিটাগাং ষ্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রমের প্রধান প্রধান দিকগুলো সারণী-১ থেকে দেখা যেতে পারে।

সারণী-১

বিতরণ	১০ই অক্টোরব, ১৯৯৬	৩১শে মার্চ, ১৯৯৭
মোট অন্তর্ভূক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা		
ক) কোম্পানী	৯৬	১২৬
খ) মিউচ্যুয়াল	৮৩	১১৩
গ) ডিবেঞ্চার	৮	৯
সমূদয় অন্তর্ভূক্ত সিকিউরিটিজের পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন টাকায়)		
ক) কোম্পানী	১৫৩৫৯	২০১১০
খ) মিউচ্যুয়াল	১৫১৮৪	১৯০৭৮
গ) ডিবেঞ্চার	১৭৫	২২৫
সকল অর্ন্তভূক্ত সিকিউরিটিজের বাজার পুঁজিকরণ		
ক) কোম্পানী	১৪২১৯৩	৭৫৭৪৭
খ) মিউচ্যুয়াল	১৪১১৭১	৭৪২২৭
গ) ডিবেঞ্চার	১০২১	৭১১
মূল্য সূচকঃ	৯০৪.৬২	৫৩৩.০৮

২।

মাস	লেনদেন দিবস (সংখ্যা)	মোট লেনদেন দৈনিক লেনদেন	(মিলিয়ন টাকা) (মিলিয়ন টাকা)*
১৯৯৬			
অক্টোবর	২৬	২০৭৪	৭৯
নভেম্বর	২২	২৭৩০	১২৪
ডিসেম্বর	২৩	৯৪	৪
১৯৯৭			
জানুয়ারী	২৬	২৮৩	১০
ফেব্রুয়ারী	১৯	৪৪৩	২৩
মার্চ	২৫	৪৫২	১৮
মোট	১৪১	৬০৭৫	৪৩

* দৈনিক গড়